নতুন রূপে নতুন ভাবে
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
24/7 EMERGENCY SERVICES
RNH RUPALI NURSING HOME
রুপালী নার্সিং হোম
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য সাথী মান্যতাপ্রাপ্ত বি গ্রেড নার্সিং হোম
আমাদের পরিষেবা
• আই.সি.ইউ. প্যাথলজি , ওপিডি
• ডিজিটাল এক্সরে, মাইক্রো সার্জারী
• হাড়ের অপারেশন
• ই.সি.জি. রক্ত পরীক্ষা, অ্যাম্বুলেন্স
স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে গলব্লাডার, কিডনী পাথর ও সমস্ত রকম হাড়ের অপারেশন বিনামূল্যে করা হয়।
নরমাল ডেলিভারী ও সিজারিয়ান ডেলিভারী সম্পূর্ণ মহিলা ডাক্তার ও স্টাফ দ্বারা পরিচালিত করা হয়
সাহাপুর ডিস্কো মোড়, (বাইপাস ব্রিজের কাছে), মালদা
Ph. No. : 9593964172 | 9647641606 | 9153686368

বাংলা আজ যা ভাবে

# সংবাদ নয়া জামানা

ফিজিওথেরাপি সেন্টার
:: যোগাযোগ ::
সদরঘাট (এস.বি.আই. এ.টি.এম.-এর পার্শ্বে), মালদা।
ফোন নাম্বার ঃ 86702 93031

www.nayajamana.com ৮ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার । ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৭ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

*Center of Excellence in Education & Culture*

# TARGET POINT STUDY CIRCLE

A Group of Target Point (R) School
Recognized By : WBBSE, Index No - R1-283
(10+2) STANDARD (ARTS & SCIENCE)

TARGET POINT STUDY CIRCLE Estd 2014 P.O.- Haruchak (Sahabajpur) P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda, (W.B.)

A BENGALI MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
FOLLOWED BY W.B.C.H.S.E. CURRICULUM
ARTS and SCIENCE (XI & XII) STREAM
WITH SPECIAL COACHING FOR MEDICAL (NEET) AND ENGINEERING (WBJEE)

MAGNIFICENT PERFORMANCES OF OUR STUDENTS IN H.S. - 2025

Golam Masud Biswas 482 (96.4%) | Sumaya Sultana 479 (95.8%) | Nayan Jabi 469 (93.8%) | Farhin Aktar 468 (93.6%) | Sonia Akhtar 460 (92%) | Asifa Khatun 460 (92%)

## Admission Test
## for class -XI (Science)
## 18th February, 2026
(Wednesday) at 12:00 pm

Offline & Online Form Fill-up will Start From 10th December, 2025
login for Online Form Fill-up:
www.targetpointrschool.org

NEET - UG & JEE 2025 Rankers

FARIA HOSSAIN, MBBS, I.P.G.M.E.R & S.S.K.M. Hospital, Kolkata.
PUNAM MANDAL, MBBS, Diamond Harbour Govt. Medical College
AFROJA KHATUN, North Bengal Medical College & Hospital, Siliguri.
SUHANA AKHTAR, Calcutta National Medical College &Hospital, Kolkata
RIDA KALIMI, MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
GOLAM MASUD BISWAS, ECE, Jadavpur University

ABDUL AJIJ, Calcutta National Medical College & Hospital, Kolkata
MD JISHAN ALI, MBBS, Collage of Medicine & JNM Hospital, Kalyani, Nadia
FAHIM ABRAR, MBBS, Collage of Medicine & Sagore Dutta & Hospital, Kamarhati, Kolkata
TAHIR ALAM, MBBS, Barasat Govt. Medical College & Hospital
NAIMA KHATUN, MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
MONALISA KHATUN, MBBS, Deben Mahata Govt. Medical College & Hospital

## SEPARATE CAMPUS FOR BOYS AND GIRLS

BOYS' CAMPUS
SAHABAJPUR (CHHARKATOLA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 8637060130/ 8101609680

GIRLS' CAMPUS
SAHABAJPUR (MASTER PARA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 9734098601 / 9749271733

REGISTERED OFFICE :-
P.O : HARUCHAK (VIA- SAHABAJPUR),
P.S : KALIACHAK, DIST- MALDA,
WEST BENGAL - 732201

CONTACT NO- 9733080221 (H.M)
9734098601 / 9733093507 / 7872600103
9153199249 / 9775934411 / 8927011677
WEBSITE: www.targetpointrschool.org
Email ID : tprs2003@gmail.com

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1  2/21/2026  2:49 AM  Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

# সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৮ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার । ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৭ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

# সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৮ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার । ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৭ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা


ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

# ইউনিক পয়েণ্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

**স্থাপিত-২০১৩** একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

## (পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

**২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

**ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে**

**ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬**

**প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা**

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

**ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস -উত্তর দারিয়াপুর।**

**ফল প্রাকাশ (Result)**

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

**এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020:- Abdul Hakim Ansari — 644 (92%) | 2021:- Faten Nehal — 691 (99%) | 2022:- Neha Parvin — 666 (95%) | 2023:- Sahil Akhtar — 612 (88%) | 2024:- Noor Alam — 630 (90%) | 2025:- Nadiya Parveen — 657 (94%) |
| 2019:- Saheba Khatun — 455 (91%) | 2020:- Mahabuba Khatun — 475 (95%) | 2022:- Sarifa Firdous — 483 (97%) | 2023:- Md. Nayem Akhtar — 425 (85%) | 2024:- Abul Kalam Azad — 435 (87%) | 2025:- Sahil Akhtar — 448 (90%) |
| Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital | | | Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital | | |

-: প্রধান শিক্ষক :-

**মহঃ রাফিকুল ইসলাম**

**9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014**

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com
৮ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার । ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৭ সংখ্যা।। ১৮ পাতা
বুলেটিন সংখ্যা


# নিউ টাউন পাবলিক স্কুল (উঃ মাঃ)

## শুভ উদ্বোধন

এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের আলাদা করে কোনো কোচিং এর প্রয়জন হয় না

## ১৮ মার্চ,২০২৬

## একাদশ শ্রেণিতে (Science ও Arts) ভর্তি চলছে!

বোর্ড এক্সাম (H.S) এর পাশাপাশি NEET ও JEE প্রস্তুতির সেরা ঠিকানা।

### আমাদের বিশেষত্ব:

- টার্গেট : সায়েন্স ও আর্টস বিভাগে মাত্র ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া হবে (সিলেকশন টেস্টের মাধ্যমে)।
- আবাসিক ও অনাবাসিক: ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেলের সুব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষক: বহিরাগত এক্সপার্টদের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে কোচিং।
- মাধ্যম: বাংলা।

### বিশেষ ধামাকা অফার:

প্রথম ২০ জন ভর্তিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

## ভর্তি ফিতে ২০% ছাড়!

### ঠিকানা

নিউটন পাবলিক স্কুল এইচএস পুখুরিয়া মোড় বাস স্ট্যান্ড, মালদা।

**Mobile: 7865852758 / 9476268597**

# সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৮ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শনিবার । ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০৭ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

## মমতার দাবিতে সুপ্রিম সিলমোহর

## নথি যাচাই করবেন রাজ্যের বিচারপতিরা

**নয়া জামানা ডেস্ক ঃ** রাজ্য সরকার বনাম নির্বাচন কমিশনের টানাপোড়েন নিশ্চিত করল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এসআইআর ইস্যুতে কার্যত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি মেনেই নথি যাচাইয়ের দায়িত্ব থেকে মাইক্রো বা রোল অবজার্ভারদের সরিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবারের নির্দেশে জানানো হয়েছে, এবার থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ নথি যাচাইয়ের কাজ করবেন আদালত নিযুক্ত জুডিশিয়াল অফিসাররা। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকদের বদলে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ওপর ভরসা রাখা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানের এক বড় নৈতিক জয় ।সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি এই জুডিশিয়াল অফিসার দের নিয়োগ করবেন। জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার আধিকারিকদের এই কাজে নিযুক্ত করা যাবে। তাঁদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশ দেবেন প্রাক্তন বিচারকরা। প্রধান বিচারপতি তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, এই জুডিশিয়াল অফিসারদের নির্দেশই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং তা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ হিসেবেই কার্যকর করতে হবে। মূলত প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে শীর্ষ আদালত ।এদিন আদালতে রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি পরিকাঠামো ও কর্মীসংকট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগ করলে জনবল কমে যেতে পারে, যা প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় চাপ সৃষ্টি করবে এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে। তবে রাজ্যের এই যুক্তি গ্রাহ্য করেনি আদালত। বরং তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, আমরা ভেবেছিলাম এসআইআরের কাজে রাজ্য সহযোগিতা করবে, কিন্তু আপনাদের ভূমিকায় আমরা আশাহত। যদি অফিসার দিতে না পারেন, তবে তা অবিলম্বে কমিশনকে জানান। আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, এই অফিসারদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং পুলিশ সুপারদের ।সুপ্রিম নির্দেশের পরেই তৎপরতা শুরু হয়েছে প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় স্তরে। আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে একগুচ্ছ সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে,কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বৈঠকে বসবেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল, মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পাণ্ডে ।আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে জুডিশিয়াল অফিসার নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে ।নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসাররা সমস্ত নথি খতিয়ে দেখার পর আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এসআইআর তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত তালিকাও প্রকাশ করা যেতে পারে ।আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা।

## অষ্টম তফশিলের মর্যাদা চাই

## রাজবংশী-কুড়মালি ভাষার স্বীকৃতি চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি পাঠাল মুখ্যসচিব

Government of West Bengal
Office of the Chief Secretary
Nabanna

No. 29-CS/2026 Date:- 19.02.2026

To
The Union Home Secretary
Government of India
Ministry of Home Affairs
New Delhi

Sub: Proposal for inclusion of the Rajbanshi and Kurmali Languages in the Eighth Schedule to the Constitution of India

Sir

The Government of West Bengal has consistently remained committed to the promotion and development of significant and widely spoken regional languages within the State.

**নয়া জামানা ডেস্ক** আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাক্কালে রাজ্যের দুই জনজাতির দীর্ঘদিনের দাবি পূরণে বড় পদক্ষেপ নিল নবান্ন। রাজবংশী ও কুড়মালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করা এবং সারি ও সারনা ধর্মকে পৃথক ধর্মীয় কোড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি পাঠালেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী।

১৯ ফেব্রুয়ারি পাঠানো এই জোড়া চিঠিতে কেন্দ্রকে গত পাঁচ বছরের ঝুলে থাকা সুপারিশগুলোর কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটের মুখে জঙ্গলমহল ও উত্তরবঙ্গের জনজাতি ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে এটি রাজ্যের এক বড় মাস্টারস্ট্রোক ।রাজ্য সরকার ২০১৮ সালেই রাজবংশী ও কুড়মালি ভাষাকে রাজ্যের সরকারি ভাষার মর্যাদা দিয়েছিল। এবার লক্ষ্য জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি। বাংলা ছাড়াও ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ে কুড়মি জনজাতির বাস থাকলেও পশ্চিমবঙ্গই প্রথম রাজ্য হিসেবে কুড়মালিকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠাল। অন্যদিকে, প্রকৃতি উপাসক আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি সারি ও সারনা ধর্মের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। এর আগে বিধানসভায় এই সংক্রান্ত প্রস্তাব পাশ হলেও কেন্দ্র তাতে সায় দেয়নি। নবান্নের যুক্তি, এই স্বীকৃতি পেলে জনজাতিদের ধর্মীয় অধিকার ও সংস্কৃতি সংরক্ষিত হবে ।রাজ্যের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন কুড়মি ও রাজবংশী আন্দোলনের নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শান্তিরাম মাহাতো বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই এই জনজাতিগুলোর উন্নয়নে সচেষ্ট। এই সুপারিশ অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের বংশীবদন বর্মন এবং কুড়মি যৌথ মঞ্চের শুভেন্দু মাহাতো রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তবে একইসঙ্গে তাঁরা কুড়মালি ভাষায় শিক্ষক নিয়োগ ও পঠনপাঠন চালুর দাবিও তুলেছেন ।পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানালেও আদিবাসী তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে কমেন্ট-জাস্টিফিকেশন বা সিআরআই রিপোর্ট নিয়ে রাজ্যের ওপর চাপ বজায় রেখেছেন কুড়মি নেতৃত্ব। আদিবাসী কুড়মি সমাজের অজিত মাহাতো ও অনুপ মাহাতোদের মতে, ২০১৭ সাল থেকে ওআরজিআই -এর তোলা সাতটি প্রশ্নের উত্তর আটকে আছে। সেই জাস্টিফিকেশন পাঠালে তাঁরা বেশি খুশি হতেন। ভোটের মুখে এই চিঠির সময়জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অজিত প্রসাদ মাহাতো ।এর আগে রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম এই দুই ভাষা ও ধর্মের স্বীকৃতির দাবিতে সরব হলেও কেন্দ্র জানিয়েছিল, আপাতত এমন কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। তবে বিধানসভা নির্বাচনের আগে জঙ্গলমহলের ৪ জেলা এবং উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দুই দিনাজপুরের জনজাতি আবেগকে উসকে দিয়ে রাজ্য বল ঠেলে দিল কেন্দ্রের কোর্টেই।

## নির্বাচনী হলফনামায় তথ্য গোপন

## বিহারের ৪৫ বিধায়ককে হাইকোর্টের নোটিশ

**নয়া জামানা ডেস্ক** নির্বাচনী হলফনামায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপনের অভিযোগে বিদ্ধ বিহার বিধানসভার ৪৫ জন বিধায়ক। এই গুরুতর অভিযোগে তাঁদের ব্যাখ্যা চেয়ে নোটিশ পাঠাল পাটনা হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত বিধায়কদের লিখিত জবাব পেশ করতে হবে। এই তালিকায় রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রী থেকে শুরু করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের ওজনদার নেতারা থাকায় বিহারের রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে ।ভোটারদের কাছে প্রার্থীর স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য নির্বাচনী হলফনামা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি নথি। সেখানে তথ্য গোপন বা ভুল তথ্য পেশ করাকে আদালত অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে। নোটিশ প্রাপ্তদের তালিকায় রয়েছেন বিহারের বিদ্যুৎমন্ত্রী বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব, বিজেপি বিধায়ক জীবেশ মিশ্র, জেডিইউ-এর চেতন আনন্দ এবং আরজেডি বিধায়ক অমরেন্দ্র কুমার। এমনকি বিধানসভার স্পিকার প্রেম কুমারের বিরুদ্ধেও তথ্য গোপনের অভিযোগ উঠেছে, যদিও তাঁকে এখনও আনুষ্ঠানিক নোটিশ পাঠানো হয়নি বলে খবর ।আদালতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আইনজীবী সিদ্ধার্থ প্রসাদ জানান, গত বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীরা জয়ী বিধায়কদের বিরুদ্ধে এই মামলাগুলি দায়ের করেছেন। তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, নির্বাচনী আবেদন এখনই সরাসরি খারিজ করা হচ্ছে না। অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাঁদের লিখিত জবাব খতিয়ে দেখার পরই আদালত পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে ।অষ্টম বারের বিজেপি বিধায়ক তথা স্পিকার প্রেম কুমারের নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী আখাউড়ি ওঙ্কার নাথ, যিনি প্রায় ২৬ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। শাসক দল ও বিরোধী;উভয় পক্ষের বিধায়করা এই আইনি জালে জড়ানোয় বিহারের রাজনীতিতে অস্বস্তি বাড়ছে। আদালত সূত্রে খবর, বিধায়কদের জমা দেওয়া হলফনামা এবং বর্তমান অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার পরেই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হবে।

## ‘বন্দেমাতরম’ বিতর্কে

## হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

**নয়া জামানা ,কলকাতা ঃ** কেন্দ্র সরকারের বন্দেমাতরম সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে আইনি ও রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে। এই নির্দেশিকা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে এই আশঙ্কা প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন আইনজীবী উপাংশু শূর। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল-এর ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহেই এই সংবেদনশীল বিষয়ের শুনানি হতে পারে ।মামলাকারীর দাবি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ২৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিতর্কিত নির্দেশিকা জারি করে। এতে বন্দেমাতরম-এর আদি চারটি স্তবককে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি অনুষ্ঠান, পদ্ম পুরস্কার প্রদান এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরুর আগে এই রাষ্ট্রগীত গাওয়া বা বাজানো বাধ্যতামূলক। এমনকি রাষ্ট্রপতির আগমন ও প্রস্থানের সময়ও এটি বাজাতে হবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, কোনও অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত ও রাষ্ট্রগীত উভয়ই থাকলে, আগে রাষ্ট্রগীত এবং শেষে জাতীয় সঙ্গীত বাজবে। গানটি চলাকালীন সকলকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ।মামলাকারীর প্রধান আপত্তি হলো এই গানের বর্ধিত স্তবক নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে সাম্প্রদায়িক সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে বন্দেমাতরম-এর বিতর্কিত স্তবকগুলো বাদ দেওয়া হয়েছিল। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সেই প্রথাই অনুসৃত হয়ে আসছিল। হঠাৎ সেই পুরোনো স্তবকগুলো ফিরিয়ে আনায় দেশে অশান্তি বা বিভাজন তৈরি হতে পারে বলে পিটিশনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে ।আইনজীবী উপাংশু শূর প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তির আবেদন জানিয়েছেন। দেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই নির্দেশিকা কার্যকর হলে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

## ২৮ ফেব্রুয়ারিই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

## সুপ্রিম নির্দেশে তৎপর কমিশন

**নয়া জামানা ডেস্ক ঃ** সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের পর অবশেষে কাটল জট। নির্ধারিত সূচি মেনেই আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়ালকে ফোন করে বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজ নেন। সিইও দফতর সূত্রে খবর, নির্ধারিত দিনেই তালিকা প্রকাশ করা হবে বলে দিল্লিকে আশ্বস্ত করা হয়েছে ।শুক্রবার এসআইআর সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, ২৮ তারিখের মধ্যেই ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। বিচারপতি সূর্য কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, বর্তমানে যেটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তার ভিত্তিতেই তালিকা প্রকাশ করতে হবে। তবে কোনও ভোটারের নাম যদি অমীমাংসিত থেকে যায়, তবে পরবর্তীতে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে সেই নামগুলো যুক্ত করা যাবে। আদালতের এই নির্দেশের পরপরই নড়েচড়ে বসে কমিশন ।আদালতের নির্দেশ পালনে কমিশন ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচির নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করেছে,২১ ফেব্রুয়ারি নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির শেষ তারিখ ।২৫ ফেব্রুয়ারি পোলিং স্টেশনের পুনর্বিন্যাস সম্পন্ন করা ।২৭ ফেব্রুয়ারি ভোটার তালিকার গুণগত মান যাচাই ।২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ।মামলার শুনানিতে কমিশন জানায়, কাজের চাপের কারণে রাজ্য সরকারের কাছে অতিরিক্ত গ্রুপ-বি কর্মী চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই আবেদন বিবেচনাধীন বলে ফেলে রেখেছে। রাজ্যের এই ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। তিনি মন্তব্য করেন, প্রয়োজনে কাজের তদারকির জন্য বিচার বিভাগীয় আধিকারিক বা অন্য রাজ্য থেকে আইএএস অফিসার নিয়োগ করতে হবে ।এসআইআর চলাকালীন রাজ্যে যাতে কোনো অশান্তি না হয়, সে বিষয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। কমিশন জানিয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া মেনে যে নামগুলো পাওয়া গেছে, তা দিয়েই প্রাথমিক তালিকা প্রকাশিত হবে।

## মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেলেন ট্রাম্প

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য বড়সড় ধাক্কা। মার্কিন প্রেসিডেন্টের চাপানো অতিরিক্ত আমদানিশুল্ক বা ‘ট্যারিফ’ বাতিল করে দিল সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ঢালাও শুল্ক বসিয়ে আসলে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন ট্রাম্প। জরুরি অবস্থার জন্য তোলা থাকা একটি আইনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তিনি এই কর চাপিয়েছিলেন, যা একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ।১৯৭৭ সালের ‘ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ার্স অ্যাক্ট’ প্রয়োগ করে ট্রাম্প যে শুল্ক নীতি চালু করেছিলেন, ৬-৩ বিচারপতির রায়ে তাকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে ।মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী, সাধারণ মানুষের ওপর কর বা শুল্ক বসানোর অধিকার একমাত্র কংগ্রেসের (মার্কিন সংসদ)। আদালতের পর্যবেক্ষণ, সংবিধান নির্মাতারা কর আদায়ের চাবিকাঠি সংসদের হাতেই দিয়ে গিয়েছেন। শান্তিকালীন সময়ে প্রেসিডেন্ট নিজের ইচ্ছামতো এই ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন না। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, যদি কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে এই বিশেষ ক্ষমতা দিতে চাইত, তবে আইনে তার পরিষ্কার উল্লেখ থাকত। এদিকে আদালতের রায়কেই বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিন উদারপন্থী বিচারপতির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তিন রক্ষণশীল বিচারপতিও।

## মমতা-অভিষেক বৈঠক

## প্রার্থী তালিকায় রদবদল, চড়ছে জল্পনা

**নয়া জামানা ডেস্ক** ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং আসন্ন রাজ্যসভা ভোটকে সামনে রেখে রণকৌশল সাজাতে শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক দীর্ঘ রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা স্থায়ী এই বৈঠকে আগামী দিনের নির্বাচনী রোডম্যাপ, প্রার্থী চয়ন এবং সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর ।সূত্রের দাবি, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় বড়সড় চমক থাকতে পারে। মমতা ও অভিষেক;উভয় নেতাই ‘স্বচ্ছ ভাবমূর্তি’ এবং ‘জনসংযোগ’-কে প্রার্থী পদের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। পুরনো অনেক বিধায়ক এবার টিকিট না-ও পেতে পারেন; পরিবর্তে একঝাঁক নতুন ও তরুণ মুখকে সামনে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। মূলত এলাকার মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে এমন প্রার্থীদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ।বিধানসভার পাশাপাশি আসন্ন রাজ্যসভা ভোট নিয়েও বৈঠকে সবিস্তার আলোচনা হয়। অতীতে পারফরম্যান্সের নিরিখে বর্তমান সাংসদদের কাউকে কি পুনরায় সুযোগ দেওয়া হবে, নাকি নতুন মুখ দিল্লি পাঠানো হবে;তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বিশেষ করে জহর সরকারের ইস্তফার পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিযুক্তি এবং দিনেশ ত্রিবেদীর দলত্যাগের মতো অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রার্থী বাছাই করতে চাইছে কালীঘাট। প্রার্থীর বিশ্বস্ততা এবং দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষমতাই হবে চূড়ান্ত মাপকাঠি ।রাজনীতির মারপ্যাঁচের মাঝেই আসন্ন দোলযাত্রা উৎসবকে জনসংযোগের বড় মাধ্যম হিসেবে দেখছে তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা স্তরের নেতাদের উৎসবের দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছনোর নির্দেশ দিয়েছেন।

# সম্পাদকীয়

## রাজ্যের ভিত এখনও দুর্বল

বাড়ির ভিত দুর্বল হলে, বাড়ি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ঠিক তেমনই পরিকাঠামো। এর উপরেই প্রধানত দাঁড়িয়ে থাকে একটা গোটা দেশ বা রাজ্যের যাবতীয় অগ্রগতি। যার পরিকাঠামো মজবুত, তার আর্থিক বৃদ্ধি তত বেশি গতিশীল এবং দীর্ঘস্থায়ী। অথচ, এই পরিকাঠামোই বরাবর আটকে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজার জালে। যেমন, বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন বিরোধী পক্ষ যে সব কারণে সরব ছিল, তার মধ্যে অন্যতম এই পরিকাঠামোই। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের প্রত্যাশা ছিল, আগের জমানাকে ছাপিয়ে যাবে এ জমানা। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরে পেরিয়েছে প্রায় দেড় দশক। পরিকাঠামোয় কত দূর এগোল এ রাজ্য? এর বিশ্লেষণ মোটামুটি দু’টি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমটি, তৃণমূল সরকারের প্রথম পাঁচ বছর (২০১১-২০১৬)। দ্বিতীয়টি এক দশকের (২০১৬-২০২৬)। প্রথম দফায় রাজ্যে সড়ক পরিকাঠামোয় একটা চোখে পড়ার মতো তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। নতুন নতুন রাজ্য সড়ক, গ্রামীণ সড়ক ইত্যাদি তৈরি হয় বিপুল হারে। রাস্তার গুণমান নিয়ে স্বস্তি ফিরেছিল পথচারীদের মধ্যে। নতুন ভবন-প্রেক্ষাগৃহ, সেতু এবং রেল ওভারব্রিজের সংখ্যাও বাড়তে থাকে ক্রমশ। দ্বিতীয় দফায় জোর পড়ে নানা ধরনের অনুদান প্রকল্পের উপরে। টান পড়তে থাকে পরিকাঠামোর বরাদ্দে। একই সঙ্গে বাম আমলের ‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা’ শব্দবন্ধটি ফিরে আসে রাজনৈতিক ভাষ্যে। রাজনৈতিক সেই বিভাজনের প্রভাব পড়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের উপর। এক দিকে দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগে বন্ধ হয় একাধিক কেন্দ্রীয় অনুদানভুক্ত প্রকল্প। অন্য দিকে, কেন্দ্রের অনেক প্রকল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় রাজ্যও। ফলে খরচের বোঝা আরও বাড়ে নবান্নের কোষাগারের উপরে। গোটা রাজ্যে এখন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই আমলেরই গোড়ায় তৈরি ঝাঁ-চকচকে রাস্তাগুলির হাড়গোড় বেরিয়ে পড়েছে। তাপ্পি দেওয়া ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মেরামত প্রায় নেই বললেই চলে। পূর্ত দফতর রাজ্যের বেশির ভাগ রাস্তা সারাই বা তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত দফতর। গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্র এবং রাজ্য মিলিয়ে ওই দফতরের বাজেট ছিল ৫৪২৭ কোটি টাকা। তার মধ্যে অর্থ দফতর ১৭৯৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছিল। পূর্ত দফতর খরচ করেছিল প্রায় ৭৭৭ কোটি টাকা; এর বেশির ভাগই আগের বছরের নানা ধরনের বিল (প্রধানত ঠিকাদারদের) মেটাতে।

# অমর একুশে থেকে মানভূম- শিলচর ঃ বাংলা ভাষার রক্তস্নাত উত্তরাধিকার

সুনীল মাইতি
শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

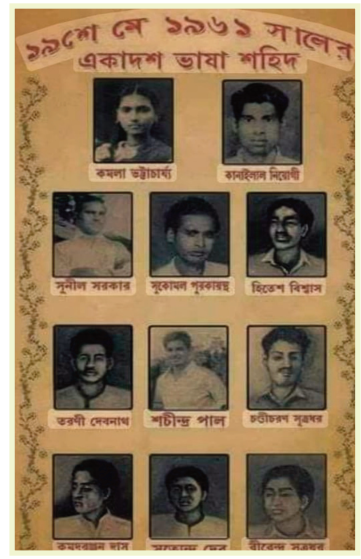


আব্দুল গফফর চৌধুরীর সেই কালজয়ী গান, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলতে পারি? বিশ্বের মানচিত্রের দিকে যদি আমরা তাকাই; তবে দেখব মানুষের লড়াই সাধারণত হয় মাটি দখলের জন্য; খনিজ সম্পদের জন্য বা ধর্মের জন্য। কিন্তু বাঙালি জাতি পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা লড়াই করেছে স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের জন্য।মাতৃভাষা কেবল মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়; বরং একটি জাতির আত্মপরিচয়; সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের ধারক। বাঙালির ইতিহাসে এই ভাষার অধিকার রক্ষার লড়াই কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং এটি ১৯৫২-র ঢাকা আমাদের শিখিয়েছে মাথা নত না করা; ১৯৫৬র মানভূম শিখিয়েছে গণতান্ত্রিক পদযাত্রার শক্তি আর ১৯৬১-র শিলচর শিখিয়েছে ত্যাগের চরমসীমা।

আন্দোলন আসলে একই সুতোয় গাঁথা এক দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী মহাকাব্য।প্রতিবছর ২১শে (একুশে )ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হলেও; এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে একাধিক ভৌগোলিক সীমানায় ছড়িয়ে থাকা ভাষার লড়াইয়ের ইতিহাস। তাই এই দিনটি কেবল ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ নয়; এটি একটি জাতির আত্মপরিচয় রক্ষার অগ্নি শপথ। ঢাকা থেকে শুরু হওয়া এই আগ্নেয়গিরির লাভা যেভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে; আজ তা আমাদের জন্য গর্বের।আমাদের এই ভাষার রূপ তৈরি হয়েছে শহীদদের রক্ত দিয়ে। বাঙালির ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ২১শে (একুশে) ফেব্রুয়ারি একটি মাইলফলক। দেশভাগের পর তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যখন সংখ্যাগুরু মানুষের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে জিন্নাহ সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন; ‘উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা’ তখন গর্জে ওঠে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সেই প্রতিবাদের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ। ১৯৪৮ সাল থেকেই ধীরগতিতে আন্দোলন চললেও ১৯৫২-র জানুয়ারিতে খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা পুনরায় ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। সালাম; বরকত; রফিক; জব্বার; শফিউর সহ আরও অনেক শহীদদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে রাজপথ। এই আন্দোলনের ফলে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। অবশেষে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে মানভূমের (বর্তমানে পুরুলিয়া) লড়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অনেক সময় বিস্মৃত। এই আন্দোলনে ছিল মূলত সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ । ১৯১২ সালে মানভূমকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত করার পর থেকেই সেখানে জোরপূর্বক হিন্দি চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত এই আন্দোলন তীব্র রূপ নেয় ‘লোক সেবক সঙঘের’ নেতৃত্বে নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত; অতুলচন্দ্র ঘোষ; লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও ভজ হরি মাহাতো প্রমুখ এই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনের নেতা ভজহরি মাহাতো এবং লাবণ্যপ্রভা ঘোষ জানতেন; রাজনৈতিক স্লোগান নিষিদ্ধ হলেও মানুষের হৃদয়ের গানকে কেউ আটকাতে পারে না। জন্ম নিল ‘টুসু সত্যাগ্রহ’। ১৯৫৪ সালের সেই দিনগুলোর কথা ভাবুন,গ্রামের সাধারণ চাষী; মজুর আর মা-বোনেরা দলে দলে পথে নেমে এলেন। তাদের হাতে অস্ত্র নেই; কিন্তু মুখে আছে সেই অমর গান

শুন রে বিহারী ভাই /তোদের চরণে জানাই/ বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা/ ওরে ভাই; ভুলতে নারি নাই। এই একটি গান বিহার সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। পুলিশ যখন তাদের গ্রেপ্তার করতে আসত; তারা শান্তভাবে হাসিমুখে কারাগারে যেতেন। মানভূমের জেলখানা গুলো তখন বাঙালির তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল। দিনটি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মানভূমির পাক বিড়রা গ্রাম থেকে শুরু হল এক অভূতপূর্ব পদযাত্রা।২৫০ মাইল রাস্তা!

লক্ষ্য; কলকাতা। হাজার হাজার মানুষ খালি পায়ে; আধপেটা খেয়ে হাঁটছেন। তাদের পরনে জীর্ণ বসন; কিন্তু চোখে স্বাধীনতার স্বপ্ন। কেন এই পদযাত্রা? তাঁরা কলকাতা এসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বলতে চেয়েছিলেন, আমরা আপনাদের সাথে থাকতে চাই; আমাদের ভাষাকে বাঁচান।

সেদিন বাংলার আকাশ- বাতাস কেঁপে উঠেছিল তাদের চিৎকারে। ১৯৫৬ সালের১ লা মে যখন তাঁরা কলকাতায় পৌঁছলেন; তখন তাদের অভ্যর্থনা জানাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিলেন এটি কেবল একটি পদযাত্রা ছিল না; এটি ছিল বাঙালির হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের মিলন। এই আন্দোলনের তীব্রতার কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হল দিল্লি। ১৯৫৬ সালের ১ লা নভেম্বর বিহার ভেঙে জন্ম নিল পশ্চিমবঙ্গের নতুন জেলা, পুরুলিয়া। ভারতের ইতিহাসে এটিই প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র ঘটনা; যেখানে কেবল ভাষার ভিত্তিতে সাধারন মানুষের আন্দোলনের ফলে একটি নতুন জেলা গঠিত হলো এবং মানচিত্র পরিবর্তন করা হলো। এটিই ছিল ভারতে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের অন্যতম আদি উদাহরণ। ঢাকার ঘটনার নয় বছর পর; ভারতের আসামের বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষায় তৈরি হয় এক নতুন ইতিহাস। আসাম সরকার যখন ১৯৬০ সালে ‘অসমীয়া ভাষাকে’ রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে; তখন বরাক উপত্যকার বাঙ্গালিরা রুখে দাঁড়ান।১৯৬১ সালের ১৯শে মে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে সত্যাগ্রহীরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছিলেন। বিকেল দুটো ৩৫ মিনিটের দিকে আধা সামরিক বাহিনী (অসম রাইফেলস) নিরস্ত্র জনতা কে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। সেই মুহূর্তে গুলিতে ১১ জন তরুণ প্রাণ হারান। শিলচর স্টেশনে যখনগুলি চলে; তখন সত্যাগ্রহীদের মধ্যে অসংখ্য মহিলা ছিলেন। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়ে তারা পিছু হটেন নি। কমলা ভট্টাচার্য বিশ্বের প্রথম নারী ভাষা শহীদ; যিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। শহীদ কানাইলাল নিয়োগী ছিলেন রেল কর্মচারী। তিনি ডিউটি ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।

কবি দখিনারঞ্জন বসু এই ঘটনার পর লিখেছিলেন; একুশে ফেব্রুয়ারি যদি হয় বাংলার সূর্যোদয়; উনিশে মে তবে তার মধ্যাহ্ন।শহীদদের এই আত্মদানের ফলে বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে সরকারি ব্যবহারের মর্যাদা দেওয়া হয়। প্রতিবছর ‘উনিশে মে’ ‘ভাষা শহীদ দিবস’ হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে পালিত হয়। আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে মাতৃভাষা দিবসের প্রাসঙ্গিকতা কেবল ইতিহাস চর্চায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না।ডিজিটাল বিপ্লব এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে অনেক ছোট ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে। বাংলা ভাষাকে ইন্টারনেটে আরও বেশি সমৃদ্ধ ও ব্যবহারযোগ্য গড়ে তুলতে হবে। ইউনেস্কোর মতে ;প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয় কিন্তু ইংরেজি বা অন্যান্য প্রভাবশালী ভাষার চাপে অনেক শিশু আজ নিজে ভাষায় কথা বলতে বা পড়তে অনীহা বোধ করছে।৫২; ১৯ শে মে বা মানভূমের শহীদদের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব তখনই; যখন আমরা প্রাত্যহিক জীবনে সঠিক বাংলা উচ্চারণ বা বানান ব্যবহারে যত্নশীল হব। ১৯৫২-র ঢাকা; ১৯৫৬-র মানভূম আর ১৯৬১-র শিলচর; এই তিনটি মাইলফলক প্রমাণ করে যে ভাষার অধিকার রক্ষার লড়াই কোন ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়। এটি মানুষের মৌলিক অধিকারের লড়াই। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সার্থকতা তখনই পূর্ণ হবে; যখন পৃথিবীর প্রতিটি কোণে প্রতিটি মানুষ তার নিজ ভাষায় স্বপ্ন দেখার এবং সেই স্বপ্নকে প্রকাশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে।

# জীবনী

## শিশির কুমার ঘোষ

১৮৪০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মূলত জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিশির কুমার ঘোষ যিনি বিখ্যাত ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’র প্রতিষ্ঠাতা।’অমৃতলাল বাজার’ বা ‘অমৃতবাজার’ মূলত সেই বিখ্যাত পত্রিকার নাম যা শিশির কুমার ঘোষ এবং তাঁর ভাইয়েরা মিলে তাঁদের গ্রাম ‘মাগুরা’র (বর্তমান বাংলাদেশ) নাম পরিবর্তন করে রাখা ‘অমৃতবাজার’ গ্রাম থেকে শুরু করেছিলেন ।শিশির কুমার ঘোষ ছিলেন ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসের এক নির্ভীক কণ্ঠস্বর এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ১৮৪০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার অমৃতবাজার গ্রামে এক শিক্ষিত ও সচ্ছল পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং স্বাধীনচেতা। তাঁর বাবা হরি নারায়ণ ঘোষ ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কিন্তু শিশির কুমার সরকারি চাকরির মোহে না পড়ে দেশের সেবা ও গণমাধ্যমের শক্তির ওপর আস্থা রেখেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্রিটিশ শাসনের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হলে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন, আর তার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো সংবাদপত্র।

১৮৬৮ সালে তিনি এবং তাঁর ভাইয়েরা মিলে নিজেদের গ্রাম থেকে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ প্রকাশ শুরু করেন। শুরুতে এটি ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা যা বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশিত হতো। শিশির কুমার ঘোষের ক্ষুরধার লেখনী এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন অবস্থান দ্রুতই এই পত্রিকাকে জনপ্রিয় করে তোলে। ব্রিটিশ সরকার যখন অনুভব করল যে এই পত্রিকাটি ভারতীয়দের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে তখন তারা ১৮৭৮ সালে কুখ্যাত ‘ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট’ বা দেশীয় সংবাদপত্র দমন আইন জারি করে। এই আইনের লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার সংবাদপত্রগুলোকে স্তব্ধ করে দেওয়া। কিন্তু শিশির কুমার ঘোষ ছিলেন অত্যন্ত চতুর ও দূরদর্শী। রাতারাতি তিনি তাঁর পত্রিকাকে সম্পূর্ণ ইংরেজি দৈনিকে রূপান্তর করেন এবং আইনের ফাঁক দিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনকে স্তম্ভিত করে দেন। তাঁর এই বুদ্ধিমত্তা ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক কিংবদন্তি হয়ে আছে।

সাংবাদিকতার বাইরেও শিশির কুমার ঘোষ ছিলেন একজন প্রখর রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক। ১৮৭৫ সালে তিনি ‘ইন্ডিয়ান লীগ’ গঠন করেন, যা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আগেকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয়দের নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন।

নীল বিদ্রোহের সময় তিনি কৃষকদের পক্ষ নিয়ে কলম ধরেছিলেন এবং নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর সাহসিকতা দেখে স্বয়ং বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁকে নিজের গুরু বলে সম্বোধন করতেন এবং বলতেন যে শিশির কুমারের লেখনী তাঁকে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করেছে।

জীবনের পরবর্তী সময়ে তিনি কিছুটা আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং ‘শ্রী অমিয় নিমাই চরিত’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এক অমূল্য সম্পদ।

১৯১১ সালের ১০ জানুয়ারি এই মহান মনিষীর প্রয়াণ ঘটে। শিশির কুমার ঘোষ কেবল একটি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন আধুনিক ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর হাত ধরেই অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপত্রে পরিণত হয়েছিল। আজও যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে চর্চা হয় তখন শিশির কুমার ঘোষের নির্ভীক সাংবাদিকতা এবং অদম্য দেশপ্রেম আমাদের কাছে আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়।

# ২১ ফেব্রুয়ারি, রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবহ দিবস

এম ওয়াহেদুর রহমান

> বিশ্বের বাংলা ভাষী জনগণের নিকটে বাংলা ভাষা একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি কারী পরিচিত ভাষা । বাংলা ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতিময় দিন হলো একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষা আন্দোলনের স্বর্ণফসল হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যা বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় শহীদ দিবস হিসেবে ও পরিগণিত। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির নবতর উত্থান ও অভ্যুদয়ের দিন তথা বাঙালি সংস্কৃতির হৃদপিন্ড। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালিদের ঐক্য - চেতনার অগ্নিস্মারক। বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা মাতৃদুগ্ধসম বাংলা ভাষার সন্মান রক্ষার্থে ১৯৫২ সালের এই ২১ ফেব্রুয়ারি বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করেছিল ঢাকার রাজপথ ,যা ভাষা আন্দোলন ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিরল।

বিশ্বের বাংলা ভাষী জনগণের নিকটে বাংলা ভাষা একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি কারী পরিচিত ভাষা । বাংলা ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতিময় দিন হলো একুশে ফেব্রুয়ারি। ভাষা আন্দোলনের স্বর্ণফসল হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যা বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় শহীদ দিবস হিসেবে ও পরিগণিত। একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির নবতর উত্থান ও অভ্যুদয়ের দিন তথা বাঙালি সংস্কৃতির হৃদপিন্ড। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালিদের ঐক্য - চেতনার অগ্নিস্মারক। বাংলা মায়ের বীর সন্তানেরা মাতৃদুগ্ধসম বাংলা ভাষার সন্মান রক্ষার্থে ১৯৫২ সালের এই ২১ ফেব্রুয়ারি বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করেছিল ঢাকার রাজপথ ,যা ভাষা আন্দোলন ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিরল।বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জনগণ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর - ডিসেম্বরে ভাষা - বিক্ষোভ শুরু করেন এবং তা ১৯৪৮ সালের মার্চে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে । ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজপথে বিক্ষোভ করলে পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। ফলে আত্মহুতি দিতে হয় ভাষা শহীদ রফিক উদ্দিন আহমেদ, আব্দুল জব্বার,শফিউর রহমান,আব্দুস সালাম, আব্দুল বরকত। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রতীবাদে উত্তাল হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে জমায়েত হন।বহু নির্যাতন ও বাধা সত্ত্বেও ২২ ফেব্রুয়ারি বিক্ষুব্ধ জনতা রফিক, বরকত সহ অন্যান্য ভাষা শহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের প্রাঙ্গনে গড়ে তুলেন স্মৃতি স্তম্ভ । কিন্তু তার তৎকালীন সময়ের সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। ফলে জনতা আরো ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে বাধ্য হয়ে ১৯৫৪ সালের ৭ মে বাংলা কে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং এর জন্য ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়।১৯৮৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে ‘ বাংলা ভাষা প্রচলন বিল ‘ পাশ হয় এবং তা কার্যকর হয় ১৯৮৭ সালের ৮ মার্চ থেকে। প্রসঙ্গত

উল্লেখ্য ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান তৈরী হয়েছিল তখন এর দুটি ভৌগোলিকভাবে পৃথক অংশ ছিল, একটি পূর্ব পাকিস্তান ( বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান ( বর্তমানে পাকিস্তান নামে পরিচিত) । দুটি অংশই সংস্কৃতি এবং ভাষার অর্থে একে অপরের থেকে খুব পৃথক ছিলো ।১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকার উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিল যদিও পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলতেন ।ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে ১৮৮ টি দেশের সমর্থনের ভিত্তিতে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হয় এবং ২০২০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি জাতিপুঞ্জের সদস্য দেশগুলো তে মর্যাদার সঙ্গে মাতৃভাষা দিবস পালিত হয় ।২১ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্য পূরণ করতে ঝরেছে রক্ত , খালি হয়েছে বহু মায়ের কোল। তবু ও বাংলার দামাল ছেলেরা তাদের লড়াই ছাড়েন নি । শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাঁরা যে জয় নিয়ে এসেছিলেন,তা আজ ও কোনোমতেই ভুল বার নয় । রফিক,জাব্বার, সালাম, বরকত দের যে লড়াই আজও তা বিশ্ব মাঝে সমাদৃত। ভাষার জন্য এমন লড়াই কে প্রতি মহুর্তে কুর্নিশ জানায় গোটা বিশ্ব । বাঙালি ব্যাতিত আর কোন জাতি তার নিজের ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন কিংবা সংগ্রাম করেনি ,অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয়নি ।২১ ফেব্রুয়ারি শুধু ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত একটি দিনই নয়, এ হোলো জাতীয় জীবনে গতিশীল চেতনার উন্মেষ ঘটানোর পথ। এই ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল। তাই প্রতিবছরই ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতির কণ্ঠে ভেসে উঠে ‘ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি ‘

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/21/2026 2:49 AM Page 7



# ডিএ জট ঃ সুপ্রিম-আজ্ঞা অমান্য রাজ্যের রাজ্যকে 'অবমাননা'র মামলা যৌথ মঞ্চের

**নয়া জামানা, কলকাতা ঃ** বকেয়া মহার্ঘভাতা বা ডিএ নিয়ে নবান্নের অন্দরে অস্বস্তি আরও বাড়ল। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটানোর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের 'উদাসীনতা' ও 'গড়িমসি'র অভিযোগ তুলে এবার সরাসরি আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করল সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। শীর্ষ আদালতের নির্দেশকে 'ইচ্ছাকৃত ও সজ্ঞানে' লঙ্ঘন করা হয়েছে, এই মর্মে ফের একবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কড়া নাড়লেন আন্দোলনকারীরা। গত ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ ডিএ মামলায় এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিল। আদালত সাফ জানিয়েছিল, মহার্ঘভাতা সরকারি কর্মচারীদের দয়া নয়, বরং আইনি অধিকার। সেই রায়ে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। একইসঙ্গে বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়া মেটানোর রূপরেখা তৈরি করতে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের কথাও বলা হয়। আদালতের নির্দেশ ছিল, ওই কমিটি নির্ধারিত বকেয়ার প্রথম কিস্তি রাজ্যকে মেটাতে হবে ৩১ মার্চের মধ্যে। কিন্তু অভিযোগ, সময়সীমা পার হতে চললেও রাজ্যের তরফে কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবি, বকেয়া মেটানো তো দূরস্থান, আদালতের নির্দেশে তৈরি হওয়া কমিটি আলোচনার জন্য সময় চাইলেও রাজ্যের প্রশাসনিক শীর্ষ মহল থেকে কোনও সদুত্তর মেলেনি। এই প্রেক্ষাপটেই রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং অর্থসচিবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিস পাঠিয়েছিল যৌথ মঞ্চ। কিন্তু তাতেও জল না গড়ায় এবার সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন সরকারি কর্মীরা। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ রাজ্য সরকারের এই অনড় মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দেওয়ার রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। রাজ্য সরকারের কার্যকলাপ দেখে আমাদের মনে হয়েছে, তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে আদালতের রায়কে মান্যতা দিচ্ছে না। বকেয়া মেটানোর কোনও প্রস্তুতি বা মানসিকতা দেখা যাচ্ছে না। তাই আদালত ২৫ শতাংশ মেটানোর যে নির্দেশ দিয়েছে, শুধু সেটুকুর উপরে আমরা আদালত অবমাননার মামলা করেছি। সরকারপক্ষের এই টালবাহানাকে 'সংবিধান অবমাননা' হিসেবেই দেখছে আন্দোলনকারী মহল। ভাস্করের কথায়, 'শীর্ষ আদালতের প্রতি সম্মান দেখানোর কোনও মানসিকতা নেই রাজ্য সরকারের। এমন একটা সরকারকে নির্বাচিত করা হয়েছে, যাদের এই দেশের সংবিধানের প্রতিও ন্যূনতম সম্মানবোধ নেই। প্রশাসনিক তৎপরতা নেই। বাধ্য হয়ে শরণাপন্ন হয়েছি। না জেনে করেছেন এমনটাও নয়।' তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকার চাইলে রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাতে পারত, কিন্তু তাও তারা করেনি। অথচ প্রাপ্য টাকাও কর্মীদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। ডিএ-র দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে শহিদ মিনারের পাদদেশে অনশন ও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীরা। বারবার আইনি লড়াইয়ে রাজ্য সরকারের যুক্তি ধোপে না টিকলেও আর্থিক সংকটের দোহাই দিয়ে ডিএ পিছিয়ে দেওয়ার কৌশল নিয়ে আসছে নবান্ন। তবে এবার সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশকে এভাবে 'ফুত্‌কারে' উড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাজ্যকে চরম আইনি পরিণতির মুখে পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন আইনজ্ঞরা। বকেয়া টাকা না মেটানো এবং আদালতের রায়কে গুরুত্ব না দেওয়ার এই অভিযোগকে হাতিয়ার করেই এবার আইনি লড়াইয়ের জল কতদূর গড়ায়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে এখন ওয়াকিবহাল মহল।

# প্রতীক-বিচ্ছেদে 'সন্তানহারা' সেলিম

**নয়া জামানা, কলকাতা ঃ** বঙ্গ রাজনীতিতে এখন বড় প্রশ্ন, তবে কি প্রতীক উর রহমানের সঙ্গে সিপিএমের বিচ্ছেদ স্রেফ সময়ের অপেক্ষা? 'বিদ্রোহী' এই যুবনেতাকে নিয়ে শুক্রবার আলিমুদ্দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। একদিকে বিরক্তি, অন্যদিকে তীব্র আবেগ; দুইয়ের দোলাচলে সেলিম স্বীকার করে নিলেন, প্রতীকের এই দূরে সরে যাওয়া তাঁর কাছে 'সন্তানহারার মতো বেদনাদায়ক'। প্রতীককে নিয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তের কথা এদিন খোলসা করেনি দল। তবে সেলিম জানান, মাস দুয়েক আগে থেকে কিছু অভিযোগ আসায় বিষয়টি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত হয়। তারপর থেকেই প্রতীকের সঙ্গে দলের যোগাযোগে তাল কাটে। আলিমুদ্দিন সূত্রে খবর, প্রতীকের 'অন্য যোগাযোগ' নিয়ে দলের অন্দরে যথেষ্ট অস্বস্তি রয়েছে। ওদিকে প্রতীক নিজে সংবাদমাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন, তাঁর ক্ষোভ দলের বিরুদ্ধে নয়, বরং সম্পাদকের বিরুদ্ধে। তিনি নিজেকে কোণঠাসা মনে করছেন। রাজনৈতিক মহলের নজর এখন প্রতীকের ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনার দিকে।

এদিন সেলিম আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল নিয়েও মুখ খোলেন। বাম শরিকদের মধ্যে ৯০ শতাংশ আসন রফা চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানান তিনি। বাকি ১০ শতাংশ রাখা হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিদের জন্য। আগামী ১ মার্চ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্মদিনে তাঁর নামে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগের কথাও জানান সেলিম। তবে সব ছাপিয়ে এদিন আলিমুদ্দিনের অলিন্দে ঘুরপাক খেয়েছে প্রতীক উর প্রসঙ্গই।

# দীর্ঘ জট কাটিয়ে এক লপ্তে ৯ হাজার নিয়োগ স্বাস্থ্যদপ্তরে

**নয়া জামানা, কলকাতা ঃ** নির্বাচনের দামামা বাজার আগেই রাজ্যে কর্মসংস্থানের জোয়ার। স্বাস্থ্যদপ্তরে ৯ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যত শেষ পর্যায়ে। নার্স থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, সর্বত্রই ছিল আবেদনের পাহাড়। বিপুল সংখ্যক চাকরিপ্রার্থীকে নিয়োগপত্র তুলে দিয়ে সরকারি পরিষেবার মানোন্নয়নে বড় পদক্ষেপ করল স্বাস্থ্য ভবন। নিয়োগের এই মহোৎসবে কয়েক হাজার বেকার যুবক-যুবতীর মুখে হাসি ফুটেছে। সবার নজর কেড়েছে 'জেনারেল নার্সিং মিডওয়াইফারি' বা জিএনএম পদের নিয়োগ। ৩ হাজার ৩৬৩টি পদের জন্য আবেদন জমা পড়েছিল ৪০ হাজারেরও বেশি। দীর্ঘ টানাপোড়েন, কম্পিউটার টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের পর অবশেষে প্যানেল প্রকাশ করেছে সরকার। এ ছাড়াও নতুন ২ হাজার ৬১১ জন স্টাফ নার্স নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে চিকিৎসকদের অভাব মেটাতে তৎপর প্রশাসন। সেখানে ৪৭টি ভিন্ন বিভাগে ৫২২টি শূন্যপদের মধ্যে ৪১৬ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ করা হয়েছে। গ্রাম থেকে শহর, জেলা স্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মজবুত করতে জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার বা জিডিএমও পদেও ১ হাজার ১৩২ জনের প্যানেল প্রকাশ্যে এসেছে। ১ হাজার ২২৭টি পদের লড়াইয়ে নেমেছিলেন ৮ হাজারের বেশি চিকিৎসক। একইভাবে খুশির হাওয়া মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট মহলে। ৮০৭টি পদের জন্য প্রায় সাড়ে চার হাজার আবেদনকারীর মধ্যে বাছাই করা হয়েছে ১ হাজার ৫৪৭ জনকে। তাদের ইন্টারভিউ দ্রুত শেষ করে হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

# চিরঘুমে 'চৌরঙ্গী'র স্রষ্টা, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

**নয়া জামানা, কলকাতা ঃ** শেষ হলো একটি দীর্ঘ সাহিত্যিক সফরের। না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, পাঠক হৃদয়ে যিনি কেবল 'শংকর' নামেই অমর হয়ে আছেন। শুক্রবার দুপুরে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি গত ডিসেম্বর মাসে পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভেঙে গিয়েছিল তাঁর। সম্প্রতি খাওয়ার ক্ষমতাও হারিয়েছিলেন। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে শুক্রবার দুপুরে বাঙালির প্রিয় 'শজাহান হোটেল' চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দুই বাংলা থেকে বিনোদন জগত। ১৯৩৩ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের যশোহরের বনগাঁয় জন্ম মণিশঙ্করের। তবে বড় হয়ে ওঠা এবং সাহিত্য সাধনার পীঠস্থান ছিল হাওড়া। আইনজীবী পিতার মৃত্যুর পর কিশোর বয়সেই সংসারের কঠিন ভার কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল তাঁকে। জীবনধারণের তাগিদে কখনও করেছেন কেরানিগিরি, কখনও বা হকারি। আর এই জীবনসংগ্রামই হয়ে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যের প্রধান রসদ। কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার নায়েল ফ্রেডারিক বারওয়েলের অধীনে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছিলেন প্রথম বই 'কত অজানারে'। প্রথম সৃষ্টিতেই তিনি জানান দিয়েছিলেন এক নতুন ধারার কথাশিল্পীর আগমনবার্তা। শংকরকে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা দিয়েছিল 'চৌরঙ্গী'। মহানগরীর নেপথ্যের সুখ-দুঃখের সেই আখ্যান আজও বাঙালির বেস্ট সেলার। তাঁর কলমেই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল 'সীমাবদ্ধ' বা 'জনঅরণ্য'-র মতো কালজয়ী সৃষ্টি, যা সেলুলয়েডে বন্দি করেছেন কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে তাঁর সুগভীর গবেষণা বাঙালির অমূল্য সম্পদ। সাহিত্যিকের প্রয়াণে শোকবার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'তাঁর প্রয়াণে বাংলা সাহিত্য জগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন হল।' তিনি আরও জানান যে, শংকরের লেখনীতে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম অনন্যভাবে ফুটে উঠত। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও গভীর শোক প্রকাশ করে জানিয়েছেন, শংকরের সৃষ্ট সাহিত্যকীর্তি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়া থেকে সাধারণ পাঠক শংকরের বিদায়ে আজ সকলেই ম্রিয়মান। মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে তিনি চিরকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়েই থাকবেন।

# কাজের চাপে প্রাণহানির অভিযোগ, সিইও দপ্তরে বিক্ষোভে বিএলওরা

**নয়া জামানা, কলকাতা ঃ** রাজপথে ফের উত্তপ্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দপ্তর। শুক্রবার বিএলও অধিকার মঞ্চের সদস্যদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় এলাকায়।

পুলিশের বাধা ও ব্যারিকেড ভাঙার প্রচেষ্টায় শুরু হয় প্রবল ধস্তাধস্তি। এই ঘটনায় এক বিএলও সদস্য আহত হয়েছেন বলে খবর। অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং সহকর্মীর মৃত্যুর প্রতিবাদে এদিন ফেটে পড়েন কর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের ক্ষোভের মূলে রয়েছে সুজাপুরের বিএলও মহম্মদ আলমের সাম্প্রতিক মৃত্যু। অভিযোগ, নাম সংশোধনের তালিকায় ১৪০ জনের নাম ফেরত আসায় প্রবল মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এরপরই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই এদিন সিইও দপ্তরের সামনে হাজির হন কর্মীরা। ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। আহত এক সদস্যকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনের (এসআইআর) চাপে কর্মীরা দিশেহারা। হুড়োহুড়ি করে কাজ করতে গিয়ে অনেক বৈধ ভোটারের নামও বাদ পড়ছে। বিএলও অধিকার মঞ্চের এক সদস্যা বলেন, 'আমাদের দাবি জানাতে এসেছি। তাতে আমাদের উপর অত্যাচার করা হল।' পরবর্তী

পদক্ষেপ নিয়ে তিনি জানান, 'আপাতত সহকর্মীকে সুস্থ করি। তারপর একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেব।' কমিশনের দোরগোড়ায় এমন বেনজির বিশৃঙ্খলায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

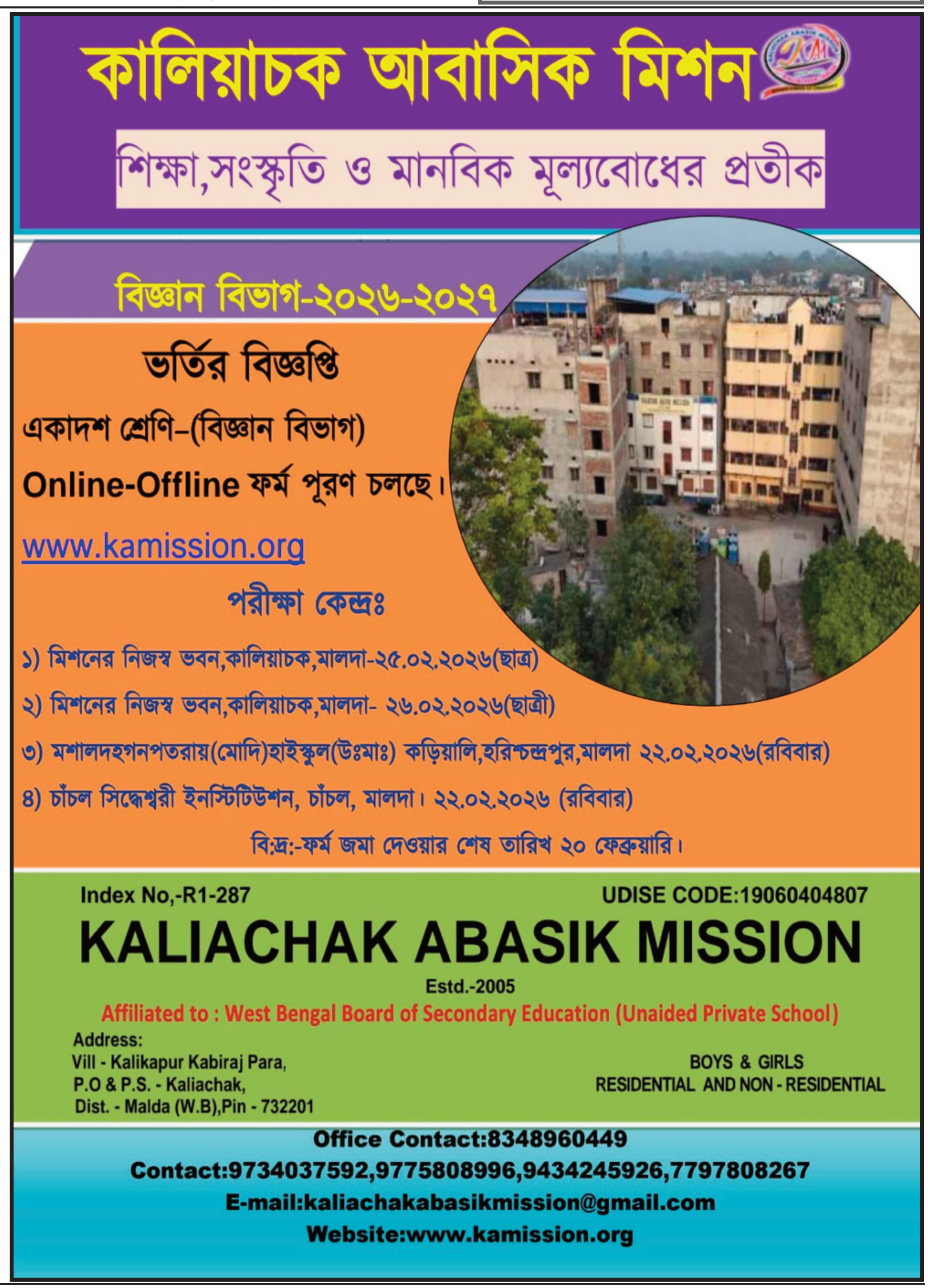

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/21/2026 2:49 AM Page 8



# ডুয়ার্সের পর্যটনে নতুন দিগন্ত ,খাটু শ্যাম মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনে জনপ্লাবন ওদলাবাড়িতে

সোমনাথ দত্ত ।। নয়া জামানা ।। মালবাজার

ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের পর্যটন বিকাশে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যুক্ত হলো। দীর্ঘ ১৪ বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার মালবাজার ব্লকের ওদলাবাড়িতে নবনির্মিত খাটু শ্যাম মন্দির,এর আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন সম্পন্ন হলো। সকাল ১১টা ৩৫ মিনিটে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে বীরপাড়ার শ্যাম অনুরাগী রাজেন্দ্র প্রসাদ আগারওয়াল ফিতে কেটে মন্দিরের মূল দ্বার দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেন। একই সঙ্গে উদ্বোধন হয় শ্যাম বাবার দরবার।

উল্লেখ্য, প্রায় দশ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে নির্মিত ৮২ ফুট উচ্চ এই বিশালাকার মন্দির ইতিমধ্যেই ডুয়ার্সের পর্যটন মানচিত্রে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। মন্দির চত্বরজুড়ে রয়েছে প্রশস্ত লন ও সুবিন্যস্ত পরিকাঠামো। মূল দরবার হলে শ্যাম বাবার পাশাপাশি মা দুর্গা ও হনুমানজির আসন স্থাপিত হয়েছে। ভবিষ্যতে পৃথক ভাবেও দেবী দুর্গা ও হনুমানজীর মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে।

মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, বিগত ১৪ বছর ধরে তিল তিল করে এই মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে।

মুম্বাইয়ের বিশিষ্ট মন্দির স্থপতি সুভাষ ভৌতের নকশায় দামি পাথরের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্যে নির্মিত এই মন্দিরে রাজস্থানী স্থাপত্য ও সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। রঙিন কাঁচে তৈরি সিলিং, অলঙ্কৃত স্তম্ভ ও শিল্পনির্ভর নকশা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করছে। উদয়পুর, ওড়িশা এবং কৃষ্ণনগর থেকে আগত দক্ষ কারিগরদের নিরলস পরিশ্রমে এই নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য যজমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওদলাবাড়ি শ্যাম মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি বিনোদ কুমার আগারওয়াল।

ইতিমধ্যেই রাজস্থানের খাটু শ্যাম ধাম থেকে আনা অখণ্ড জ্যোতি মূল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি কলসযাত্রা এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি পূজা-পাঠ ও ভজন-কীর্তনের মধ্য দিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন পর্বের ধর্মীয় আচার সম্পন্ন হয়। এদিন সকাল থেকেই ডুয়ার্স ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার

শ্যামভক্ত ওদলাবাড়িতে ভিড় জমান।

মন্দির প্রাঙ্গণ ও সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ভক্তদের ব্যাপক ভিড় ও যানজট সামাল দিতে পুলিশ প্রশাসন ও মন্দির কমিটির নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মীরা তৎপর ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ পূজা, আরতি ও প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, চা-বাগান ও বনাঞ্চলের পাশাপাশি এই মন্দির ডুয়ার্সের ধর্মীয় পর্যটনে নতুন মাত্রা যোগ করল। ফলে স্থানীয় অর্থনীতি ও পর্যটন শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে বলেই আশাবাদী সকলেই।

## পাচারের আগেই মহিষ পাচারের ছক বানচাল, গ্রেপ্তার দুই

**নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ** আসামে পাচারের আগেই মহিষ পাচারের ছক বানচাল করল খড়িবাড়ি থানা,র পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার ভোরে থানঝোড়া চা বাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০টি মহিষসহ দুটি পিকআপ ভ্যান আটক করা হয়। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোঃ আপজাল (২৬) ও নজরুল আনসারী (৩২) নামে দুই চালককে। ধৃত দু'জনেই নকশালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মহিষগুলি বিহার থেকে এনে আসাম,এ পাচারের পরিকল্পনা ছিল। বৈধ নথি দেখাতে না পারায় গাড়ি দুটি থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং মহিষগুলিকে খুয়ারে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

## জঙ্গলে প্রতিমার কাঠামো ফেলে পরিবেশ দূষণ শিলিগুড়িতে

**নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ** শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন শাওনদী ও ফাঁড়াবাড়ি জঙ্গল এলাকায় পরিবেশ দূষণ নিয়ে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে নিরঞ্জনের পর প্রতিমার কাঠামো নদীর উপর ফেলে রাখা হচ্ছে, যা আর সরানো হয় না। ফলে নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে, দূষিত হচ্ছে জল এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জঙ্গল সংলগ্ন বাস্তুতন্ত্র। স্থানীয়দের দাবি, এই অব্যবস্থা দীর্ঘদিনের। আবর্জনা জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং নদী,জঙ্গলের পরিবেশ মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ছে। বিষয়টি নিয়ে দায় চাপানউতোর শুরু হয়েছে প্রশাসনে। একাংশের অভিযোগের আঙুল ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত,এর দিকে। যদিও পঞ্চায়েতের দাবি, বিষয়টি ফরেস্ট দফতর,এর অধীন। ফরেস্ট দফতর আবার দায়িত্ব পঞ্চায়েতের বলে জানিয়েছে। দায় ঠেলাঠেলির মাঝে শাওনদী কার্যত আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। দ্রুত স্থায়ী সমাধানের দাবি উঠছে।

## আন্তারাম ছাট এলাকার জঙ্গলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

**নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ** খড়িবাড়ির আন্তারাম ছাট এলাকা,র জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মঙ্গলবার ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ হঠাৎ করে জঙ্গলে আগুন লাগে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ায় আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ও এসএসবি,র জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কাজ শুরু করেন। পরে নকশালবাড়ি দমকল বিভাগ,কে খ বর দেওয়া হলে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। দুলারজোত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য জীবন নিরোলা জানান, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির ফেলা বিড়ির আগুন থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। বড়সড় দুর্ঘটনা না ঘটলেও এলাকার সামাজিক বনসৃজনের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

## শিলিগুড়ির জয়জয়কার, ৯৯ পার্সেন্টাইলের ওপরে আট ছাত্র

**নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ** ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি প্রকাশিত দেশের অন্যতম বৃহৎ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষা জেইই মেইন ২০২৬,এর ফলাফলে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল শিলিগুড়ি। শহরের আটজন মেধাবী ছাত্র ৯৯ পার্সেন্টাইলের বেশি নম্বর পেয়ে নজির গড়েছেন, যা উত্তরবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে এক গর্বের মুহূর্ত হিসেবে ধরা হচ্ছে।

উচ্চ পার্সেন্টাইল অর্জনকারী ছাত্ররা হলেন; আদিত্য আগারওয়াল, ওজস কুমার, অভিজ্ঞান চক্রবর্তী, হর্ষ কুমার, অভিরুপ মজুমদার, আদিত্য সিংহাল, আয়ুষ কুমার ঝা এবং সায়ক দাশগুপ্ত। তাঁদের এই সাফল্যে পরিবার, শিক্ষক মহল ও শহরবাসীর মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে। ছাত্রদের অধিকাংশই দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পিত পড়াশোনা, নিয়মিত অনুশীলন ও মক টেস্টের মাধ্যমে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, অধ্যবসায় ও সঠিক দিশানির্দেশই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। অভিভাবকরাও শিক্ষকদের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। শিক্ষামহলের ধারণা, এই কৃতিত্ব শিলিগুড়িকে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করল।

আগামী দিনে তাঁরা দেশের শীর্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবেন বলেই আশা।

## বন্ধ চা বাগান খোলার দাবিতে স্মারকলিপি মহকুমা শাসকের কাছে

**নয়া জামানা, মালবাজার ঃ** বন্ধ চা বাগান দ্রুত খোলার দাবিতে মালবাজারে চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার পিটিডব্লিউইউ,এর ব্যানারে শ্রমিকরা রাজা চা বাগান ও কিলকোট চা বাগান পুনরায় চালুর দাবিতে কর্মসূচি করেন। এদিন শ্রমিকরা বন্ধ রাজা চা বাগানের সামনে থেকে মিছিল শুরু করে মালবাজার বাসস্ট্যান্ড ও সুভাষ মোড় হয়ে মালবাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়,এ এসে পৌঁছান। মিছিল চলাকালীন বাগান খোলার দাবিতে স্লোগান ওঠে। কর্মসূচিকে ঘিরে মহকুমা শাসকের দপ্তরের বাইরে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কিছুক্ষণ শ্রমিকরা রাস্তায় অবস্থান করায় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক,এ যান চলাচল ব্যাহত হলেও পুলিশি তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। পরে শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি জমা দেন। পিটিডব্লিউইউ নেতা বাবলু মাঝি জানান, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় শ্রমিকরা চরম আর্থিক সংকটে রয়েছেন। দ্রুত বাগান খোলার দাবিতে প্রশাসনের সদর্থক পদক্ষেপের দাবি জানান তিনি।

## রাজ্য সরকারের পোস্টার ছেঁড়া নিয়ে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ তৃণমূলের

**নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ** শহরে রাজ্য সরকারের প্রচারমূলক পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দার্জিলিং জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস,এর পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি থানা,য় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার এই অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পরিকল্পিতভাবে রাজ্য সরকারের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। বিশেষ করে যেসব পোস্টারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব,এর ছবি রয়েছে, সেগুলোকেই লক্ষ্য করে নষ্ট করা হচ্ছে বলে দাবি যুব তৃণমূলের। দলীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই ফের সেই কৌশলেই পোস্টার ছেঁড়ার ঘটনা ঘটছে বলে তাঁদের দাবি। বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## পরপর অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক ধূপগুড়ি সুপারমার্কেটে

**নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ** পরপর অগ্নিকাণ্ডে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ধূপগুড়ি সুপারমার্কেট। একের পর এক দোকান আগুনে ভস্মীভূত হওয়ায় সর্বস্বান্ত হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা, আর রাত নামলেই আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন মার্কেট লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা। কিছুদিন আগেই অগ্নিকাণ্ডে ১০,১২টি দোকান পুড়ে যায়। পরে সিসিটিভি ফুটেজে এক যুবককে লাইটার দিয়ে আগুন ধরাতে দেখা গেলেও এখনও ঘটনার কিনারা করতে পারেনি প্রশাসন। এর রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার রাতে ফের আগুনে পুড়ে যায় একটি ওষুধের গোডাউন। এই সুপারমার্কেট এলাকাতেই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দপ্তর; বিডিও অফিস থেকে স্থায়ীভাবে মহকুমা শাসকের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছে কাছাকাছি দূরত্বে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে আগুন ধরানো হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা তাপসী বসাক বলেন, নিরাপত্তারক্ষী ও পর্যাপ্ত আলো না থাকায় রাত হলেই নেশাগ্রস্তদের আড্ডা বসে, আবর্জনায় বারবার আগুন লাগে। প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর দাবি উঠছে জোরালোভাবে।

## বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতে

**নয়া জামানা, মালবাজার ঃ** বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো মালবাজার ব্লকের রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত,এ। শুক্রবার গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও সিনি,র সহযোগিতায় এই কর্মসূচি ও পঞ্চায়েত ডায়েরি'র উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ১৮ বছরের নিচে মেয়ে ও ২১ বছরের নিচে ছেলের বিবাহ আইনত দণ্ডনীয় এবং এটি শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর। কর্মসূচির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি সচেতনতামূলক হোর্ডিং উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অশোক চিক বরাইক, উপপ্রধান অঞ্জলি রাউতিয়া, সিনি'র প্রতিনিধিরা, পঞ্চায়েত সদস্য, এসএসডি সদস্য, অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীরা।

## নিকাশি নালা পরিষ্কার না হওয়ায় সমস্যায় ময়নাগুড়ির বাসিন্দারা

**রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ** শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ড,এর বিভিন্ন এলাকায় নিকাশি নালার বেহাল অবস্থায় চরম সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত নালা পরিষ্কার না হওয়ায় দুর্গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে মশা, মাছির উপদ্রব বেড়েছে। এতে মশাবাহিত রোগের আশঙ্কায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। বাসিন্দাদের দাবি, একাধিকবার মৌখিকভাবে কাউন্সিলারকে জানানো হলেও কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি একবার নিজেদের খরচে নালা পরিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

শীতলা মন্দির এলাকা ও মিলপাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ, আবদ্ধ নালায় নোংরা জল জমে থাকায় দুপুরের পর থেকেই মশার উৎপাত বাড়ছে।

যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তুহিন কান্তি চৌধুরী। তাঁর দাবি, মাঝেমধ্যেই নালা পরিষ্কার করা হয় এবং নতুন করে অভিযোগ আসায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## এসএসবি'র 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ' প্রকল্পে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ শিবির আলিপুরদুয়ারে

**অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ** ভারত,ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকার যুবকদের স্বনির্ভর করে তুলতে এসএসবি,র ১৭তম ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে ৩০ দিনের মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি হলো। শুক্রবার মকরাপাড়া চা বাগান,এ 'নাগরিক কল্যাণ কর্মসূচি ২০২৫,২৬'-এর অধীনে আয়োজিত এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে। গত ২১ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণে ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রকল্প, এর আওতায় মকরাপাড়া চা বাগান এলাকার ৩০ জন দুস্থ যুবক অংশ নেন। প্রশিক্ষণে হাতে,কলমে ড্রাইভিং শেখানোর পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ম, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও নিরাপদ চালনার কৌশল শেখানো হয়। ১৭তম ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট শ্রী সঞ্জয় ত্রিপাঠীর তত্ত্বাবধানে ও ডেপুটি কমান্ড্যান্ট শ্রী আশীষ কুমারের উপস্থিতিতে কর্মসূচি সফল হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে শংসাপত্র ও হেলমেট তুলে দেওয়া হয়।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/21/2026 2:49 AM Page 9



# মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে তৃণমূল নেতা

**নয়া জামানা, মালদহ ঃ** হবিবপুর ব্লক-এর কানতুর্কা অঞ্চলের নিমবাড়ি গ্রামে এখনও যেন থমথমে পরিবেশ। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ উৎসব সরকারের (৩৫) অকাল প্রয়াণে ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে দুর্ঘটনায় বহুতলের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি।মাথায় আঘাত এতটাই মারাত্মক ছিল যে শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচানো যায়নি। ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর মরদেহ গ্রামে ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার ও প্রতিবেশীরা।

এই কঠিন সময়ে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিলেন হবিবপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সৌগত সরকার।তৃণমূল কংগ্রেস-এর হবিবপুর ব্লক সহ-সভাপতি হিসেবে তিনি সরাসরি মৃতের বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন। মালদহ জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি-র নির্দেশে পরিবারের জন্য সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান তিনি।

শুধু আশ্বাস নয়, বাস্তব সহায়তাও মিলেছে। উৎসবের দুই সন্তানের পড়াশোনার সমস্ত খরচ দলের পক্ষ থেকে বহনের ঘোষণা করেন সৌগত।তাঁর এই উদ্যোগে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে শোকাহত পরিবারে।দুর্ঘটনার বেদনার মাঝেও এই মানবিক পদক্ষেপ যেন আশা জাগায় সময়ের প্রয়োজনে মানুষই মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

# শিবরাত্রির মেলায় গিয়ে নিখোঁজ যুবক, উদ্বেগে পরিবার

**নয়া জামানা,ইসলামপুর ঃ** উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ব্লকের মাটিকুন্ডা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জকটাগাও এলাকার বুধাগছ গ্রামের বাসিন্দা আরশাদ হোসেন (২১) শিবরাত্রির মেলায় যাওয়ার পর থেকেই নিখোঁজ।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত সোমবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বের হন। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। মেলা প্রাঙ্গণ, আশ্রম বাজার ও আত্মীয়দের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান মেলেনি। ইসলামপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেছেন বাবা জয়নাল আবেদীন। নিখোঁজের সময় আরশাদের পরনে ছিল টি-শার্ট ও লুঙ্গি।

উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট, গায়ের রং ফর্সা। পরিবার জানিয়েছে, তিনি এক চোখে কম দেখতেন এবং মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন।

# দিনে দুপুরে ঘরে ঢুকে চুরি,চাঞ্চল্য এলাকায়

ঘরের ভিতরে ঢুকে আলমারির ভেঙ্গে চুরি করে পালানোর আগেই গ্রামবাসীদের পাকড়াও মহিলা চোরেরা।চুরি যাওয়া নগদ টাকা ও সামগ্রী উদ্ধার করার সাথে চোরদের পুলিশের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসী।ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছরিয়ে পরে মালদার মানিকচকের মথুরাপুর বাজার পাড়া এলাকায়। গ্রামবাসীদের হাত থেকে মহিলা চরেদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

**নয়াজামানা, মানিকচক ঃ** ঘরের ভিতরে ঢুকে আলমারির ভেঙ্গে চুরি করে পালানোর আগেই গ্রামবাসীদের পাকড়াও মহিলা চোরেরা।চুরি যাওয়া নগদ টাকা ও সামগ্রী উদ্ধার করার সাথে চোরদের পুলিশের হাতে তুলে দিল গ্রামবাসী। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছরিয়ে পরে মালদার মানিকচকের মথুরাপুর বাজার পাড়া এলাকায়। গ্রামবাসীদের হাত থেকে মহিলা চরেদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ আটক করেছে দুইজন মাঝ বয়সী মহিলা, একজন নাবালিকা ও এক সদ্যোজাত কোলের সন্তান ছিল।তন্ময় কুমার মন্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে এই মহিলারা আলমারির লকার ভেঙে কৌটোতে থাকা নানান অলংকার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

তবে বাড়ির মালিকের স্ত্রীর সন্দেহ হতেই ঘরে ঢুকে দেখেন আলমারির লকার ভাঙ্গা। এরপর গ্রাম জুড়ে হৈচৈ করে তাড়া করে এই মহিলা চোরেদের ধরে ফেলেন গ্রামবাসীরা। উদ্ধার হয় চুরি যাওয়া টাকা, অলংকারের কৌটাগুলো। এরপরই ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী চড় থাপ্পড় দেয় মহিলাদের। মানিকচক থানার পুলিশ পৌঁছে অভিযুক্তদের থানায় নিয়ে যায়।

# মেয়েকে স্কুলে দিয়ে ফেরার পথে পথদুর্ঘটনা,আহত বাবা

**নয়া জামানা , ইসলামপুর ঃ** ইসলামপুর থানার ঘোরামারা বাইপাস এলাকায় ফের পথদুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাদ্দাম হোসেন নামে ওই ব্যক্তি বৃহস্পতিবার সকালে নিজের মেয়েকে বাইকে করে স্কুলে পৌঁছে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় বাইপাস এলাকায় একটি লরি পিছন দিক থেকে তার বাইকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনায় গুরুতর আহত হন সাদ্দাম। স্থানীয় বাসিন্দা ও ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হারুন রশীদ আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করান। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর একটি পা ভেঙে গিয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বারবার দুর্ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা প্রায় এক ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য

# গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড,পুড়ে ছাই বসতবাড়ি

**নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ** ইসলামপুর পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি বসতবাড়ি। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক মোহন মল্লিক।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আচমকা এলপিজি গ্যাস লিক থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে বাড়ির চারটি ঘরসহ আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রাস করে। খবর পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেন।পরে ইসলামপুর দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও সরু রাস্তার কারণে গাড়ি পুরোপুরি ঢুকতে পারেনি, ফলে প্রাথমিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হয়। দমকল কর্মী ও স্থানীয়দের সম্মিলিত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকেই আগুনের সূত্রপাত বলে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমকল বিভাগ।

# রমজান মাসে ফলের বাজার আগুন, চাপে রোজাদাররা

**নয়া জামানা , ইসলামপুর ঃ** পবিত্র মাহে রমজানকে কেন্দ্র করে ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ বাজারে ফল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইফতারের সময় ফলের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বাজারে আপেল, কলা, কমলালেবু, খেজুরসহ বিভিন্ন ফলের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, সীমিত আয়ের মধ্যে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়েছে, তার ওপর রমজানে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি বাড়তি চাপ তৈরি করছে। অনেকেই বাজারে এসে দাম শুনে খালি হাতেই ফিরে যাচ্ছেন। ফলে রোজাদারদের ইফতারের আয়োজনেও কাটছাঁট করতে হচ্ছে বলে জানা গেছে।অন্যদিকে ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পড়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, পাইকারি বাজার থেকেই বেশি দামে মাল তুলতে হচ্ছে।

কিন্তু খুচরো বাজারে সেই দাম মেনে নিতে পারছেন না ক্রেতারা। ফলে বিক্রি কমে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও বাড়ছে। রমজানের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের নজরদারি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

# প্রাথমিক শিক্ষকদের পরিচয় পত্র প্রদান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের

**নয়া জামানা , মালদা ঃ** মালদা জেলার সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষককে পরিচয় পত্র প্রদান করল জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ।এদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে ডি পি এস সি চেয়ারম্যানের সভাকক্ষে আরবান ও আরবান এক চক্রের সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের হাতে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মলয় মন্ডল জানিয়েছেন মালদা জেলার প্রায় দশ হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে পরিচয় পত্র প্রদান করা হবে। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে দুটি চক্রের সমস্ত শিক্ষককে পরিচয় পত্র প্রদান করা হল। এর ফলে বর্ডার এলাকায় সমস্ত শিক্ষকরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। ডি পি এস সি চেয়ারম্যান বাসন্তী বর্মন জানিয়েছেন মালদা জেলায় ১৬৫ বেশি কিলোমিটার এলাকা বর্ডার এলাকা। এই এলাকায় শিক্ষকদের সবচেয়ে অসুবিধা সম্মুখীন হয়। এই আই কার্ডের ফলে শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল।দিন ডিপিএসসির ঘরে আই কার্ড নিতে উপস্থিত হন বিশিষ্ট শিক্ষক অরিন্দম কুমার প্রদীপ্ত মিশ্র হিল্লোল পাল ভাস্কর রায় শুভেন্দু দাস সরকার সহ একাধিক শিক্ষক। প্রাথমিক শিক্ষক অরিন্দম কুমার কুমার জানিয়েছেন পরিচয় পত্র পেয়ে আমরা আপ্লুত। বিশেষ করে বর্ডার এলাকার শিক্ষকদের পরিচয় পত্র খুব কাজে দিবে এর জন্য আমরা মালদা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

# নারায়ণপুর শিল্পতালুকে পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যের সক্রিয় পদক্ষেপ, আশার আলো শিল্পমহলে

**নয়া জামানা, মালদহ ঃ** পুরাতন মালদহের নারায়ণপুর শিল্পতালুককে ঘিরে এবার উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। শিল্পাঞ্চলের সার্বিক মানোন্নয়ন ও আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরেজমিনে পরিদর্শনে এলেন পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন দপ্তরের এর সিইও ময়ূরী বসু।তিনি প্রথমেই ঘুরে দেখেন মালদহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক-এর বর্তমান পরিকাঠামো, রাস্তা, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। শিল্পাঞ্চলের খুঁটিনাটি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে শুক্রবার শিল্পপতিদের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকে বসেন তিনি।এই আলোচনায় উঠে আসে উৎপাদন বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ড্রেনেজ ও পরিষেবার নানা সমস্যা। শিল্পপতিদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনার পাশাপাশি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন সিইও। যদিও ক্যামেরার সামনে তিনি মন্তব্য করতে চাননি, তবু বৈঠকের ইতিবাচক বার্তা তুলে ধরেন মালদহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেম্বার অফ কমার্স-এর সভাপতি সৌরভ টেকরিওয়াল।শিল্পমহলের মতে, রাজ্যের এই সরাসরি হস্তক্ষেপে নারায়ণপুর শিল্পতালুকে নতুন করে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হবে। স্থানীয় অর্থনীতিতে গতি আনতে এই উদ্যোগ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, সে বিষয়ে আশাবাদী সকলেই।উন্নয়নের পথে মালদহের শিল্প মানচিত্রে যুক্ত হতে চলেছে এক নতুন অধ্যায়।

# মাসনা কালী পুজোয় ভক্তের ঢল

**নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ** কুশমন্ডি ব্লক-এর অন্তর্গত উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌযা হড়মোড় এলাকায় ঐতিহ্যবাহী মাসনা কালী পূজাকে ঘিরে এ বছর সৃষ্টি হয়েছে নজিরবিহীন উৎসবের আবহ। সকাল থেকে শুরু হওয়া ভক্তদের ঢল সন্ধ্যা নামতেই পরিণত হয় জনস্রোতে। পূজা মণ্ডপ প্রাঙ্গণ উপচে পড়ে হাজারো মানুষের ভিড়ে।আলোকসজ্জায় ঝলমল করে ওঠে গোটা এলাকা। ঢাকের বাদ্যি, শঙ্খধ্বনি ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতে মুখরিত পরিবেশ যেন ধর্মীয় আবেগকে পৌঁছে দেয় চরম শিখরে। স্থানীয়দের দাবি, সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে এ বছরই সবচেয়ে বেশি মানুষের সমাগম ঘটেছে। মেলায় উপচে পড়া ভিড় মাসনা কালী পূজাকে কেন্দ্র করে বসেছে বর্ণাঢ্য মেলা। নাগরদোলা, ব্রেক ডান্সসহ একাধিক রোমাঞ্চকর বিনোদনের আয়োজন ঘিরে শিশু-কিশোরদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন খাবারের স্টল, খেলনা, প্রসাধনী ও দৈনন্দিন সামগ্রীর দোকানে জমে ওঠে কেনাবেচা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেলার চেহারা নেয় উৎসবের মহামিলনে। কমিটির সক্রিয় উদ্যোগ এই পূজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শীতেশ সরকার, শৈলেশ সরকার, প্রাক্তন সম্পাদক রমেশ হাঁসদা, ক্যাশিয়ার দেবু মুর্মু, সম্পাদক শ্যাম সরেনসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের তত্ত্বাবধান ও স্থানীয় কমিটির সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় পুরো অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, মাসনা কালী পূজা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি এলাকার সামাজিক সম্প্রীতি ও মিলনমেলার এক অনন্য উদাহরণ। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণে এ উৎসব পরিণত হয়েছে এক সর্বজনীন আনন্দোৎসবে। স্থানীয় কমিটি ও এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় এ বছরের মাসনা কালী পূজা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে, যা আগামী দিনেও এই ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেই আশা করছেন সকলেই।

# শ্রমিক সুরক্ষায় মানবিক উদ্যোগ পুরাতন মালদহে সচেতনতা শিবির

**নয়া জামানা ,মালদহ ঃ** শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পুরাতন মালদহে আয়োজিত হল এক বিশেষ সচেতনতা শিবির। শুক্রবার পুরাতন মালদহের মঙ্গলবাড়ি এলাকায় অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে শ্রমিকদের উৎসাহব্যঞ্জক উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সহযোগিতায় ছিল আইএনটিটিইউসি।শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মালদহ শ্রম দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার রথীন সেন,পুরাতন মালদহ পৌরসভার চেয়ারম্যান বিভূতি ভূষণ ঘোষ, প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান নবরঞ্জন সিনহা, আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদার সহ একাধিক প্রশাসনিক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

এদিন বিশেষভাবে পরিবহণ শ্রমিকদের বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়। দুর্ঘটনা, অকালমৃত্যু বা কর্মক্ষমতা হারালে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য কী ধরনের আর্থিক সহায়তা, বীমা সুবিধা এবং ক্ষতিপূরণ মিলতে পারে তা সহজ ভাষায় বোঝানো হয়। পাশাপাশি সকলকে শ্রম দপ্তরে নাম নথিভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত সরকারি সুবিধা পাওয়া যায়।শ্রমিকদের দাবি, এই ধরনের উদ্যোগ তাঁদের ভবিষ্যৎকে আরও নিরাপদ করবে। প্রশাসনের মতে, সচেতনতা বাড়লেই সুরক্ষা প্রকল্পের প্রকৃত সুফল পৌঁছাবে প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিটি পরিশ্রমী মানুষের কাছে।

# মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ৫০ টাকায় রাত কাটানোর সুযোগ

**নয়া জামানা , মালদহ ঃ** চিকিৎসার জন্য দূরদূরান্ত থেকে মালদহ শহরে এসে সবচেয়ে বড় সমস্যার মুখে পড়তে হয় রোগীর পরিজনদের রাত কাটানোর জায়গা। সেই দীর্ঘদিনের অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই মানবিক উদ্যোগ নিল মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের রাত্রি নিবাসে চালু হল এক বেড বিশিষ্ট স্বল্প খরচের রাত্রিযাপনের বিশেষ ব্যবস্থা। শুক্রবার ফিতে কেটে এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ পার্থ প্রতীম মুখোপাধ্যায় ও সহকারী অধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ বর সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, রোগীর আত্মীয়রা মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে নিরাপদ ও পরিষ্কার পরিবেশে রাত কাটাতে পারবেন।এই উদ্যোগে যেমন স্বস্তি মিলবে সাধারণ মানুষের, তেমনই স্বাস্থ্য পরিষেবায় যোগ হবে আরও এক মানবিক অধ্যায়।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/21/2026 2:49 AM Page 10



# বেলডাঙা কাণ্ডে তদন্তে পুলিশের ‘বাধা’!
# ‘কেস ডায়েরি’ চেয়ে হাইকোর্টে এনআইএ

**নয়া জামানা ।। কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ**

বেলডাঙার অশান্তি মামলার তদন্তভার হাতে নিলেও রাজ্য পুলিশের অসহযোগিতার মুখে পড়ার অভিযোগ তুলল এনআইএ। তদন্তের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ‘কেস ডায়েরি’ দিতে টালবাহানা করছে পুলিশ, এই মর্মে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের ডিভিশন বেঞ্চে বিষয়টি জানানো হলে আদালত জানায়, আগামী মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি হবে। এর আগে মামলাটি প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের বেঞ্চে থাকায়, ২৪ ফেব্রুয়ারি সেই বিশেষ বেঞ্চই বিষয়টি শুনবে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘটা অশান্তির তদন্তে এনআইএ-কে সবুজ সংকেত দিয়েছিল উচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টও সেই তদন্তে হস্তক্ষেপ না করে জানিয়ে দিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সংস্থা কাজ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এনআইএ-র আইনজীবীর দাবি, আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য পুলিশ কেস ডায়েরি হস্তান্তর করছে না। এর ফলে থমকে রয়েছে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া।

গতকাল কলকাতার বিশেষ এনআইএ আদালতেও এই নিয়ে পুলিশের কড়া সমালোচনা করেন বিচারক। তিনি সাফ জানান, সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের এমন কোনও নির্দেশ নেই যা কেস ডায়েরি দিতে বাধা দেয়। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেস ডায়েরি এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়ার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বিশেষ আদালতের বিচারক। একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার ও তদন্তকারী আধিকারিককে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৬ জানুয়ারি।

ঝাড়খণ্ডে বেলডাঙার বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। দেহ গ্রামে পৌঁছতেই সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে পথে নামেন, যা পরে চরম অশান্তির আকার নেয়। সেই সময় পুলিশ ৩৬ জনকে গ্রেফতার করে।

বর্তমানে ধৃতদের মধ্যে ৩১ জনকে সশরীরে আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ এনআইএ আদালত। এনআইএ জানিয়েছিল, পুলিশ না পারলে তারাই অভিযুক্তদের বহরমপুর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবে। তবে বিচারক সেই প্রস্তাব নাকচ করে পুলিশকেই অভিযুক্তদের হাজির করার দায়িত্ব দেন। বেলডাঙার ঘটনায় ইউএপিএ-র মতো কঠোর ধারা প্রয়োগযোগ্য কি না, তা খতিয়ে দেখার ভার এখন হাইকোর্টের ওপর। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে এনআইএ-কে একটি মুখ বন্ধ খামে রিপোর্ট পেশ করতে হবে উচ্চ আদালতে। এর মধ্যেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর করা জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতেই এনআইএ তদন্তের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এখন দেখার, মঙ্গলবার হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে ঝুলে থাকা কেস ডায়েরি এনআইএ-র হাতে পৌঁছয় কি না।

# হুমায়ুনের ‘বাবরি’ মসজিদে বাধা নেই, জনস্বার্থ মামলা ফেরাল শীর্ষ আদালত

**নয়া জামানা,দিল্লি ও মুর্শিদাবাদ** ঃ মুঘল সম্রাট বাবরের নামে কোনো ধর্মীয় স্থাপত্য বা মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না, এই মর্মে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলাটি শুক্রবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই ধরনের আবেদনের শুনানি করতে শীর্ষ আদালত আগ্রহী নয়। এরপরই মামলাকারীর আইনজীবী আদালতের অনুমতি নিয়ে আবেদনটি প্রত্যাহার করে নেন। ফলে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের ‘বাবরি মসজিদ’ নির্মাণে আপাতত কোনো আইনি বাধা রইল না। মামলাকারীর মূল আপত্তি ছিল মুঘল সম্রাট বাবরের নাম ঘিরে। সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা আবেদনে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, সম্রাট বাবর আদতে একজন ‘আক্রমণকারী’ ছিলেন। তিনি বিদেশ থেকে ভারতে এসে হামলা চালিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

সেই কারণেই ভারতের মাটিতে তাঁর নামে কোনো মসজিদ বা অন্য কোনো ধর্মীয় স্থাপত্য নির্মাণ হওয়া উচিত নয়। এমনকি, কোনো ধর্মস্থানের নামকরণও বাবরের নামে করা থেকে বিরত থাকতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল। আবেদনকারীর আইনজীবী বেঞ্চের কাছে সওয়াল করেন, যারা এই ধরনের নামকরণের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধেও যেন কঠোর পদক্ষেপ করা হয়।

তবে দুই বিচারপতির বেঞ্চ এই সওয়ালে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করতে চায়নি।

এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন মুর্শিদাবাদের

রেজিনগরের বিধায়ক তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর।

গত বছর থেকেই তিনি বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের আদলে একটি মসজিদ তৈরির ঘোষণা করেছিলেন। গত ৬ ডিসেম্বর লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে সেই মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এরপর গত ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে রীতিমতো ইট গেঁথে শুরু হয় নির্মাণের কাজ।

হুমায়ুন কবীরের এই উদ্যোগ নিয়ে শুরু থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কের ঝড় ওঠে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করে। এরপরই তিনি নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করে মসজিদ নির্মাণের পথে অবিচল থাকেন। আদালতের নির্দেশের পর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রের নামে স্থাপত্য তৈরির ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো বিচারবিভাগের কাজ নয়।

হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই মসজিদটি ঘিরে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন ও রাজ্য রাজনীতিতে দীর্ঘ সময় ধরে উত্তেজনা বজায় ছিল। মামলাকারীর আইনজীবীর দাবি ছিল,

বাবরের নামে মসজিদ নির্মাণ সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিতর্কিত। কিন্তু শীর্ষ আদালত এই আইনি লড়াইকে শুরুতেই থামিয়ে দিল। বিচারপতিরা জানিয়ে দেন, সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। শেষমেশ কোনো সুরাহা না পেয়ে মামলাটি সরিয়ে নেওয়া হয়।

## খুলছে জট ঃ ভাবতায় রেল ওভারব্রিজের কাজে গতি, স্বস্তিতে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ

**নয়া জামানা,বহরমপুর** দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ছন্দে ফিরছে বেলডাঙা-১ ব্লকের ভাবতা রেল ওভারব্রিজের (আরওবি) নির্মাণকাজ। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর অবস্থিত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি গত ছয় বছর ধরে কার্যত বিশ বাঁও জলে পড়ে ছিল। রেল কর্তৃপক্ষের ‘উদাসীনতা’ আর পরিকল্পনার জট কাটিয়ে ফের কর্মতৎপরতা শুরু হওয়ায় খুশির হাওয়া মুর্শিদাবাদ ও সংলগ্ন নদিয়া জেলাতেও। এই সেতু চালু হলে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষত, শিয়ালদহ-লালগোলা শাখার এই ব্যস্ত রেলগেটে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন নিত্যযাত্রী ও গাড়িচালকেরা। রেল সূত্রের খবর, নকশা বা নির্মাণ পরিকল্পনায় বড়সড় ত্রুটি ধরা পড়াতেই মাঝপথে থমকে গিয়েছিল কাজ। সেই ত্রুটি সংশোধন করে এখন নতুন উদ্যমে পিলারের কাজ ও মাটি ভরাটের প্রক্রিয়া চলছে। রেলের আধিকারিকদের আশা, ২০২৭ সালের মধ্যেই এই আরওবি যান চলাচলের জন্য সম্পূর্ণভাবে খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। ভাবতার এই লেভেল ক্রসিংটি বর্তমানে শিয়ালদহ-লালগোলা শাখার অন্যতম মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বহরমপুর শহরের পঞ্চাননতলার চেয়েও এখানে যানবাহনের চাপ কয়েক গুণ বেশি। এর মূল কারণ হল, অসংখ্য বাস ও লরি বহরমপুর শহরকে এড়িয়ে ভাগীরথীর ওপর নতুন ফোর লেনের সেতু দিয়ে সারগাছি হয়ে এই পথেই যাতায়াত করে।

ফলে রেলগেট পড়লেই জাতীয় সড়কের দু’পাশে তৈরি হয় গাড়ির পাহাড়। ট্রেনের সংখ্যা বাড়ায় ভোগান্তি এখন চরমে। এলাকার ভৌগোলিক গঠনও যানজটের অন্যতম কারণ। স্থানীয় বাসিন্দা রমজান মণ্ডল বলেন, ‘ জাতীয় সড়কের ওই সংকীর্ণ অংশ অনেকটা ইংরেজি ‘এস’ আকৃতির। প্রতিদিন বেশ কয়েকবার এখানে যানজট দেখা দেয়। এই রেলগেট একাধিক দুর্ঘটনারও সাক্ষী। অনেকদিন ধরে এই সমস্যা চলে এলেও আরওবির কাজ ফেলে রাখা হয়েছিল। অবশেষে সেই কাজ আবার শুরু হয়েছে। আশা করছি, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করা হবে। দ কয়েক বছর আগে প্রকল্পের দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় ১৫০ মিটার ঢালাই হওয়ার পর কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধেছিল। আন্দোলনের পথেও হেঁটেছিলেন অনেকে। ঝুনকা এলাকার বাসিন্দা অনিমেষ দত্তের কথায়, ‘ আরওবির প্ল্যানে ভুল রয়েছে। সেকারণে কাজ বন্ধ রয়েছে বলে আমাদের জানানো হয়েছিল। কয়েকবছর একইভাবে পড়ে থাকায় আমরা আশঙ্কা করছিলাম, আর কাজ শুরু হবে না। কাজ শুরু হওয়ায় এখানে যানজট মেটার আশায় রয়েছি। ‘ বর্তমানে কাজ চলায় চার লেনের বদলে মাত্র দু’টি লেন দিয়ে গাড়ি চলছে, ফলে সাময়িকভাবে যানজট বেড়েছে। তবে ভবিষ্যতের সুদিনের আশায় এই কষ্টটুকু মেনে নিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সারগাছির বাসিন্দা হাফিজুর রহমান বলেন, ‘ ভাবতা রেলগেট আমাদের কাছে দুর্ভোগের অন্যতম কারণ।

এখন একটু কষ্ট হলেও আশা করছি, আরওবি তৈরির পর আর যানজটে সমস্যা হবে না। ‘ এই সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গগামী যাত্রীদের আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবতার মোড়ে আটকে থাকতে হবে না।

## চার সন্তানের জন্ম দিয়ে নজির জেলায়, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে সুস্থ মা ও খুদেরা

**নয়া জামানা,বহরমপুর** ঃ তিন বছরের অপেক্ষা শেষে ভগবান যেন দু’হাত উজার করে দিলেন। তবে এক বা দুই নয়, একসঙ্গে চার সন্তানের জন্ম দিয়ে সকলকে চমকে দিলেন মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ার রিম্পা মণ্ডল। বিরল এই ঘটনার সাক্ষী থাকল গোটা জেলা। সাগরপাড়া থানার জামালপুর নিবাসী বিশ্বজিৎ মুখার্জির স্ত্রী রিম্পা দেবী সম্প্রতি বহরমপুরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে দুই পুত্র ও দুই কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। প্রথম সন্তানকে গর্ভেই হারানোর বিষাদ মুছে চার শিশুর আগমনে এখন খুশির হাওয়া পরিবারে। যদিও অভাবের সংসারে চারটে শিশুকে বড় করে তোলা নিয়ে দুশ্চিন্তার ভাঁজও দেখা দিয়েছে বাবার কপালে। চিকিৎসকদের কাছেও এই ঘটনা ছিল অপ্রত্যাশিত। গর্ভাবস্থায় আলট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টে ধরা পড়েছিল তিনটি ভ্রূণের অস্তিত্ব। কিন্তু অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকরা দেখেন, সেখানে চারজন সদস্য অপেক্ষা করছে। লালদিঘির কাছের ওই নার্সিংহোমে চিকিৎসক অভিরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভোলানাথ আইচের তত্ত্বাবধানে অস্ত্রোপচার সফল হয়। তবে প্রসবের পর মা ও শিশুদের শারীরিক অবস্থার কিছুটা অবনতি হওয়ায় তড়িঘড়ি তাঁদের মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে মা ও চার সন্তানই সুস্থ এবং স্থিতিশীল রয়েছে। রিম্পার স্বামী বিশ্বজিৎ মুখার্জি পেশায় একজন সামান্য পূজারী। অতীতের যন্ত্রণার কথা মনে করে তিনি বলেন, ‘বছর তিনেক আগে রিম্পার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। এর আগেও রিম্পা একবার গর্ভবতী হয়েছিল। কিন্তু সেই বার বাচ্চা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এরপর দ্বিতীয়বারের জন্য যখন রিম্পা গর্ভবতী হয়, তখন ইউএসজিতে তাঁর গর্ভে তিনটি সন্তান দেখতে পেয়েছিলেন ডাক্তাররা।’ পরিস্থিতির জটিলতা বুঝে তাঁরা জামালপুরের বদলে বহরমপুরের নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। বিস্ময় প্রকাশ করে বিশ্বজিৎ আরও বলেন, ‘ সেখানে সিজার হওয়ার পর ডাক্তাররা দেখতে পান রিম্পার গর্ভে তিনটি নয়, চারটি সন্তান রয়েছে। এর মধ্যে দু’টি ছেলে এবং দু’টি মেয়ে। ‘ তবে আনন্দের মাঝেই চিন্তিত বিশ্বজিৎ বলেন, ‘ সন্তান হল ভগবানের আশীর্বাদ। কিন্তু আমরা গরীব মানুষ। একসঙ্গে চারটি সন্তানের লালন পালন কীভাবে করব সে নিয়ে এখন দুশ্চিন্তায় রয়েছি। ‘ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় বিষয়টিকে বিরল আখ্যা দিয়েছেন রানিনগর-১ এর বিএমওএইচ মহম্মদ ওয়াসিম রেজা। তাঁর মতে, সম্ভবত চতুর্থ সন্তানটি ইউএসজি করার সময় নীচে ঢাকা পড়ে ছিল, ফলে তা ধরা পড়েনি। তাঁর কথায়, ‘এটি একটি বিরল ঘটনা। যদিও গর্ভাবস্থায় রিম্পার ইউএসজি করার সময় রেডিওলজিস্ট তিনটি সন্তানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। সম্ভবত চতুর্থ সন্তানটি নীচে ঢাকা পড়ে যায়। তারপর সিজারের সময় চারটি সন্তানের জন্ম হয়। তবে আনন্দের খবর এই যে মা এবং বাচ্চারা বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন। ‘ বিরল এই জন্মবৃত্তান্ত ঘিরে গোটা জেলাজুড়ে এখন ব্যাপক শোরগোল।

## সাত দশকেও জোটেনি পাকা রাস্তা, অবশেষে বিডিও-র দ্বারস্থ গ্রামবাসীরা

**নয়া জামানা,রঘুনাথগঞ্জ** ঃ রোগী সেজে হাসপাতালে ঢোকা এবং সুযোগ বুঝে সর্বস্ব লুটে নেওয়া; জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে চলা এই দীর্ঘদিনের চুরির কারবারে অবশেষে দাঁড়ি টানল পুলিশ। মহিলা-পরিচালিত একটি সংঘবদ্ধ চক্রের এক সদস্যকে শুক্রবার হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। গত কয়েক মাস ধরে চলা এই দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল চক্রের এক সক্রিয় সদস্য। জানা গেছে, হাসপাতাল চত্বরের ভিড়কে ঢাল বানিয়েই চলত এই কান্ড । কখনও ব্যাগ, কখনও মোবাইল আবার কখনও নগদ টাকা গায়েব করে দিত এই চক্রের মহিলারা। পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ কুদরাত বাবু বলেন, ত প্রায় তিন মাস ধরে এই চক্রটিকে ধরার জন্য পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে আজ হাসপাতালের ভিড়ের মধ্যেই ওই মহিলাকে চুরি করার সময় হাতেনাতে পাকড়াও

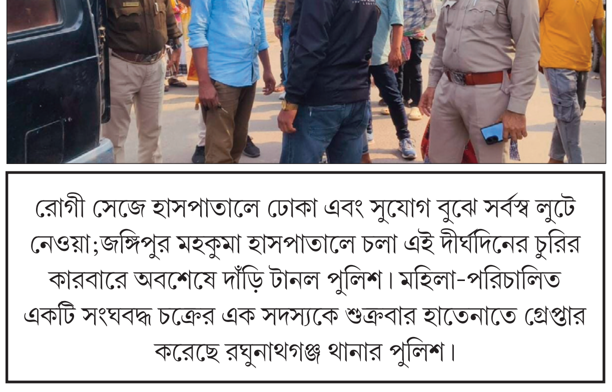

রোগী সেজে হাসপাতালে ঢোকা এবং সুযোগ বুঝে সর্বস্ব লুটে নেওয়া;জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে চলা এই দীর্ঘদিনের চুরির কারবারে অবশেষে দাঁড়ি টানল পুলিশ। মহিলা-পরিচালিত একটি সংঘবদ্ধ চক্রের এক সদস্যকে শুক্রবার হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

করা হয়। দ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, এটি একটি বড়সড় সংঘবদ্ধ চক্র। চুরির উদ্দেশ্যেই এরা রোগী বা আত্মীয়ের ছদ্মবেশ ধারণ করত।

এই চক্রের শিকড় আরও গভীরে বলে অনুমান তদন্তকারীদের। বাকি সদস্যদের হদিস পেতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গোপন ডেরায় তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। মূলত দূর-দূরান্ত থেকে আসা গরিব রোগীদের অসহায়তার সুযোগ নিত এই দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পর হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। ইনচার্জের কথায়, খুব শিগগিরই পুরো চক্রটিকে গ্রেপ্তার করার জন্য অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

## রঘুনাথগঞ্জে নতুন কমিউনিটি হল, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর

**নয়া জামানা,জঙ্গিপুর** ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক কমিউনিটি হল। শুক্রবার দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক তথা বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। লক্ষীজোলা ও কাশিয়াডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাঁচটি গ্রামের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনেই গঙ্গা প্রসাদ ঈদগাহ কমিটির এই উদ্যোগে সবুজ সঙ্কেত দেয় প্রশাসন। দশ লক্ষ টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত এই ভবনে থাকছে শৌচালয় ও ওযু খানার সুব্যবস্থা। ফিতে কেটে কাজের সূচনা করে মন্ত্রী জানান, স্থানীয়দের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়েই এই অনুদান দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন,

ত গঙ্গাপ্রাসাদ ঈদগাহ কমিটির দাবিকে মান্যতা দিয়ে কমিউনিটি হল ও বাথরুম, ওযু খানার শিল্যানাস করা হয়।

দ উপস্থিত ছিলেন প্রধান নাসির সেখ ও পঞ্চায়েত সদস্য আইনাল হক। এই কেন্দ্রটি মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজের মূল ভরসাকেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দাদের আশা, দ্রুত কাজ শেষ হলে সামাজিক মেলবন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

# বাংলার মুকুটে জুড়লো নয়া পালক তিন সুগন্ধি চালকে রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ! আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী

অঞ্জন শুকুল ।। নয়া জামানা ।। নদীয়া

গোবিন্দভোগ চাল সহ বাংলার দুই ধরনের চালকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। এছাড়া রাজ্য সরকারের বিশেষ প্রকল্প ‘মাটির সৃষ্টি’ও স্বীকৃতি পেয়েছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে জানান রাষ্ট্রপুঞ্জের এই স্বীকৃতি পেয়ে তিনি গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। শুধু তাই নয়, নিজের পোস্টে তিনি গ্রামবাংলার মানুষ, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের এই স্বীকৃতি উৎসর্গ করেছেন। ‘মাটির সৃষ্টি’ প্রকল্পের মাধ্যমে অনুর্বর এবং একফসলি জমি যে কীভাবে উর্বর, বহুফসলি, ও বছরভর চাষযোগ্য হয়ে উঠেছে সেই কথাও জানিয়েছেন তিনি।এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে লেখেন, অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ইউএন(সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ) আবারও আমাদের একটি পথিকৃৎ উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইউনাইটেড নেশনসের ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন আমাদের ‘মাটির সৃষ্টি’ কর্মসূচীকে দিয়েছে এই আন্তর্জাতিকভাবে মূল্যবান স্বীকৃতির শংসাপত্র। আমাদের রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ২০২০ সালে আমরা যে পথপ্রদর্শক ‘মাটির সৃষ্টি’ প্রকল্প শুরু করেছিলাম, তার বিপুল সাফল্যের জন্যই আন্তর্জাতিক স্তরের এই প্রশংসাপত্র।প্রাকৃতিক ঐতিহ্য এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর এই বহুমুখী প্রকল্পটিকে একটি অনন্য জনমুখী উদ্যোগ হিসেবে ইউএন স্বীকৃতি দিল।‘মাটির সৃষ্টি’ প্রকল্পের মাধ্যমে, এক অনন্য বীক্ষায়, আমরা জমি, সেচ এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নানা প্রকরণকে এক সূত্রে গেঁথেছি। আমাদের মূল লক্ষ্য থেকেছে পশ্চিমাঞ্চলের রুক্ষ, অনুর্বর এবং একফসলি জমিকে উর্বর, বহুফসলি, ও বছরভর চাষযোগ্য করে তোলা। সুজলা ও উর্বর এইসব জমিতে এখন শাকসবজির ফলন ও ফলের চাষও হচ্ছে। পুকুর খনন ও অন্যান্য নতুন সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে জলের জোগান নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং গ্রামীণ পরিবারগুলির আয় বহুগুণ বেড়েছে।তিনি লেখেন, আমি আনন্দের সঙ্গে আরও জানাচ্ছি যে, ইউএন বাংলার বিখ্যাত সুগন্ধি চাল; গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি এবং কনকচুরকে আন্তর্জাতিক ‘খাদ্য ও সংস্কৃতি ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেলের কাছ থেকে পাওয়া এই সার্টিফিকেটগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি।প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং আমাদের খাদ্য সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে এইসব আন্তর্জাতিক সম্মান বাংলার কাজের এক বিশাল স্বীকৃতি। এই গৌরব আমি গ্রামবাংলার সকল মানুষ, বিশেষ করে বাংলার কৃষক ভাই-বোনদের উৎসর্গ করছি।প্রসঙ্গত গোবিন্দভোগ চালের জনপ্রিয়তা নতুন নয়, দেশজুড়েই এই চালের চাহিদা তুঙ্গে। নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, বীরভূমের মতো জেলাগুলিতে এই চালের চাষ হয়। যদিও তুলাইপাঞ্জি উত্তরবঙ্গের চাল। উত্তর দিনাজপুর এবং চারপাশের এলাকায় এই চালের চাষ হয়। অন্যদিকে কনকচূড় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় চাষ হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই এই সকল চাল কিনতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে বাংলার বিখ্যাত এই তিন সুগন্ধী চালকে স্বীকৃতি যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই।

## রেলের জমিতে বেআইনি দখল, অবৈধ দোকান ভাঙলো কর্তৃপক্ষ

**নয়া জামানা, নদীয়া ঃ** রেলের অধিকৃত জায়গা বেআইনিভাবে দখল করে রাখা বেশ কয়েকটি দোকান ভেঙে উচ্ছেদ করল রেল কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, নদীয়ার ফুলিয়া রেলস্টেশন সংলগ্ন স্টেশন রোড এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ রেলের জায়গা বেআইনি ভাবে দখল করে সেখানে দোকান ঘর তৈরি করে ব্যবসা চালাচ্ছিলেন কিছু মানুষ। অভিযোগ,

গত কয়েক মাস আগে রেলের উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য সেই সব দখলকৃত দোকানিদের নির্দিষ্টি সময়ের মধ্যে উঠে যেতে নোটিস দেয় রেল কর্তৃপক্ষ।রেলের সেই নোটিস পাওয়ার পর কিছু ব্যবসায়ী তাদের দোকান সরিয়ে নিলেও কিছু ব্যবসায়ী দোকান

জোরপূর্বক রেখে দিয়েছিল। আর রেলের দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার পর শুক্রবার সকালে রেলের পক্ষ থেকে সেই সব দখলকৃত দোকান ভেঙে দেওয়া হয়। তবে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে রেল কে সাহায্যের কথা জানানো হয়। রেলের ব্যবসায়িক সমিতির তরফ থেকেও জানানো হয়েছে যে এই সম্পূর্ণ উচ্ছেদ প্রক্রিয়াটি উন্নয়নের স্বার্থেই করা হয়েছে।

## তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপির চার্জশিট, লড়াইয়ে বামকর্মীদের আহ্বান সৌমিত্র খাঁ-র

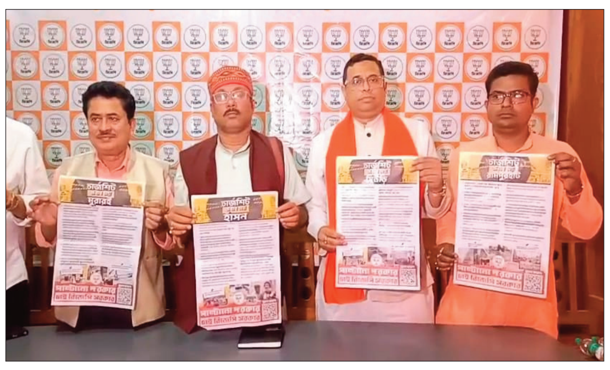

**তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ** সিপিএম নেতা-কর্মীদের বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তাঁর দাবি, সিপিএমের ভোট শতাংশ ৭ থেকে কমে ২ শতাংশে নেমে আসবে। একই সঙ্গে সনাতনী ভোটারদের বিজেপির হয়ে ভোট দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।শুক্রবার সিউড়িতে বিজেপি-র উদ্যোগে বীরভূম সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের দখলে থাকা ছ’টি বিধানসভাকে ঘিরে ‘চার্জশিট প্রেস’ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে সৌমিত্র খাঁ একে একে সিউড়ি, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, মুরারই, হাসন ও নলহাটি বিধানসভার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরেন।সিউড়ি বিধানসভা প্রসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট বিধায়ক উন্নয়নের কোনও হিসাব দিতে পারবেন না। এলাকায় বালি ও পাথর পাচার হয়েছে এবং তিলপাড়া ব্যারেজে ফাটল দেখা দিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। রামপুরহাট বিধানসভায় বিধায়ক ভদ্রলোকের মুখোশ পরে রয়েছেন বলে কটাক্ষ করেন সাংসদ। পাশাপাশি এক কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ তোলা হয়।সাঁইথিয়া বিধানসভা সম্পর্কে সৌমিত্র খাঁ বলেন, জীবন কৃষ্ণ চাকরি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত এবং তাঁর পিসি সাঁইথিয়ার কাউন্সিলর। তৃণমূলের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগও তোলা হয়। মুরারই বিধানসভায় দু’জন জঙ্গি ধরা পড়েছে বলে দাবি করা হয়। এছাড়াও রেলের জমি দখল, নিম্নমানের রাস্তার কাজ এবং বাইপাস রাস্তার বেহাল অবস্থার অভিযোগ তোলা হয়।হাসন বিধানসভায় ভুয়ো থানা চালানো, ব্যাপক দুর্নীতি এবং তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনার কথা উল্লেখ করেন সাংসদ। নলহাটি বিধানসভায় বিস্ফোরক উদ্ধারের পাশাপাশি পাথর খাদানে শ্রমিক মৃত্যুর পরও মালিকদের গ্রেপ্তার না হওয়ার অভিযোগ করেন তিনি।বক্তব্যের শেষে সৌমিত্র খাঁ বলেন, বীরভূম ছিল বীরের ভূমি, এখন তা ডাকাতদের ভূমিতে পরিণত হয়েছে। জেলা পরিষদের কাজকর্ম নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমরা চাই ডাকাতদের হাত থেকে বীরভূম আবার বীরেদের হাতে ফিরুক।পাশাপাশি বীরভূমে ‘ঔরঙ্গজেব তৈরি হয়েছে’ বলেও তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি।

## পুলিশের বিশেষ অভিযান, হাঁসখালি থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

**শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ** ভারতীয় নাগরিকের বাড়িতে লুকিয়ে থাকা বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। নদীয়ার হাঁসখালি থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে ওই অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে তোলা হয় বিচার বিভাগীয় আদালতে। তদন্তের স্বার্থে হেফাজতে নেওয়ার আবেদনও জানানো হয় আদালতে। অন্যদিকে মদতদাতা ভারতীয় দালালকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। সূত্রের খবর, ওই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী দিন কয়েক আগে কাজের সন্ধানে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। এরপর নদীয়ার হাঁসখালি থানা এলাকার এক ভারতীয়ের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয় সে। পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারে ওই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী দালাল চক্রের মধ্যে দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ। প্রথমে আটক করা হয় সেই ভারতীয় নাগরিককে। পরবর্তীতে আটক ব্যক্তি স্বীকার করে নেয় তার আশ্রয়ে রয়েছে ওই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। পরবর্তীতে পুলিশ দুজনকেই গ্রেফতার করে। শুক্রবার ধৃত দুজনকে নদীয়ার রানাঘাট আদালতে তোলে পুলিশ। উল্লেখ্য, নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে প্রায় অনুপ্রবেশ এর ঘটনা ঘটছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারতীয় দালাল চক্রের মধ্যে দিয়ে ভূখণ্ডে প্রবেশ করার সাহস পাচ্ছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা। বিএসএফ সতর্ক থাকলেও চোরা পথ বেছে নিয়ে অনায়াসে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে কাজের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে অনুপ্রবেশকারীরা। হাঁসখালি থেকে এই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে উদ্ধারের বিষয়টিকে একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।

## শান্তিনিকেতনের হেরিটেজ ওয়াকের টিকিট বিক্রিতে ব্যাপক কালোবাজারি অভিযোগ

**নয়া জামানা, বীরভূম ঃ** হেরিটেজ ওয়াকের টিকিট বিক্রি নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ সামনে আসতেই তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিল বিশ্বভারতী। বুধবার প্রকাশিত এক প্রেস বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি পরিকল্পিতভাবে ভুল তথ্য ছড়িয়ে প্রতিষ্ঠানকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে বিশ্বভারতীর এক সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রভবন পরিচালিত হেরিটেজ ওয়াকের টিকিট কালোবাজারির অভিযোগ তোলেন এমটিএস কর্মীরা। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি সহ বিভিন্ন দপ্তরে ইমেলে অভিযোগ জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যেখানে আধার কার্ড দেখিয়ে প্রতি টিকিট ৩০০ টাকায় অগ্রিম বুকিং দেয়, সেখানে এক অধ্যাপক একই টিকিট ২০০০ টাকায় বিক্রি করছিলেন। অভিযোগ, টিকিট কাউন্টার থেকে আধার যাচাই ছাড়াই অগ্রিম বুকিং করে অতিরিক্ত টাকার বিনিময়ে পর্যটকদের কাছে তা তুলে দেওয়া হয়েছে, যা স্পষ্টতই কালোবাজারির সামিল। এমন অভিযোগ সামনে আসতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। আর তার মধ্যেই প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতীর উপাচার্যের নির্দেশেই এই প্রেস বিবৃতি জারি করেছে ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক। এই প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, হেরিটেজ ওয়াকের টিকিট শুধুমাত্র রবীন্দ্র-ভবনের নির্দিষ্টি কাউন্টার থেকেই নির্ধারিত মূল্যে দেওয়া হয়। কোনও এজেন্সি বা ব্যক্তির মাধ্যমে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা নেই। কেউ যদি অন্য কোনও উপায়ে টিকিট সংগ্রহ করেন, তার দায় বিশ্ববিদ্যালয় নেবে না বলেও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পর্যটকদের সরাসরি কাউন্টার থেকেই টিকিট কেনার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এমনকি জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অনলাইনে টিকিট বুকিংয়ের ব্যবস্থাও চালু হতে পারে। তবে একই সঙ্গে কড়া ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি সহ্য করতে না পেরে কিছু ‘দুষ্কৃতী’ ও বিরোধী মহল অপপ্রচার চালাচ্ছে। যারা মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট করতে চাইছে। এই বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ ধরনের অপচেষ্টা সত্ত্বেও তারা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য ও ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ মর্যাদা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর এমন প্রেস বিবৃতি প্রকাশের পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বোলপুর , শান্তিনিকেতন জুড়ে। হেরিটেজ ওয়াক অংশগ্রহণকারী পর্যটকদেরও বার্তা দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্র ভবন টিকিট কাউন্টার থেকে তাঁরা যেন টিকিট কাটেন। এখান থেকে টিকিট কিনে নিয়ে গিয়ে অন্য কেউ বিক্রি করলে আমাদের কোন দায় নেই। সকলের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিশ্বভারতী তার নিজস্ব ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে চলেছে।

## ভোররাতে তাঁতঘরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ! সর্বস্বান্ত তাঁতী পরিবার

**নয়া জামানা, নদীয়া ঃ** রমজান মাসের শুরুতেই সর্বস্বান্ত হলো তাঁতি পরিবার। প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি। বর্তমানে চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের।

নদীয়ার শান্তিপুর থানার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা শান্তিপুর জুড়ে। ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা কুরবান শেখের দাবি, বৃহস্পতিবার সেহেরি সেরে পরিবারের সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শুক্রবার ভোর আনুমানিক সাড়ে চারটে নাগাদ, সূর্য ওঠার আগেই তিনি দেখতে পান তাদের তাঁত ঘরে জ্বলছে দাউ দাউ করে আগুন। ছুটে আসেন স্থানীয়রা। আগুন নেভানোর চেষ্টা করে জল ঢালা হয়।ততক্ষণে আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় ঘরের মধ্যে থাকা পাওয়ার লুম তাঁত।

কুরবান শেখের অভিযোগ,এমনি এমনি কিছুতেই আগুন লাগতে পারে না, কেউ বা কারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই আগুন লাগিয়েছে। যদিও তাদের কোনো শত্রু নেই, তাঁত বুনেই কোন রকমে সংসার চালান তারা। তার ওপর চলছে রমজান মাস, প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে সর্বশান্ত তারা। শুক্রবারের এই ঘটনায় শান্তিপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের তরফে।

অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত করলেও এখনো পর্যন্ত আগুন লাগার ঘটনায় কারা যুক্ত তার স্পষ্ট করতে পারিনি। অন্যদিকে গোটা পরিবারের সদস্যদের চোখে মুখে রয়েছে আতংকের ছাপ।

## আইপ্যাক বিরোধী পোস্টার ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ

**নয়া জামানা, নদীয়া ঃ** বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিকে দিকে ছড়িয়ে রয়েছে আইপ্যাক বিরোধী পোস্টার। কিন্তু কেন? নেই কোনো সদত্বর।এর পেছনে রয়েছে কার হাত, রাতের অন্ধকারে কে বা কারা মারলো এই প্রোস্টার-তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। নদীয়ার বিভিন্ন প্রান্তের পর এবার নদীয়ার শান্তিপুরের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে পড়ল আইপ্যাক সংযুক্ত বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে সরাসরি পোস্টার। পোস্টার গুলিতে উল্লেখিত রয়েছে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ। ফলে মানুষের নজরে আসতেই মুখে মুখে শুরু হয় তীব্র জল্পনা। যদিও বিজেপির দাবি বিধানসভা নির্বাচনের আগে টাকা নিয়ে টিকিট দিচ্ছে আইপ্যাক, এটা অন্য কিছু নয় তৃণমূলের গোয়াল ঘরে গুতোগুতি।

তৃণমূলের দাবি, যাদের বিনীত গোয়েল সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে তারাই হয়তো এই পোস্টার মেরেছে। এই ঘটনায় তৃণমূল কোনভাবে যুক্ত নয়। অন্যদিকে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

## যুবসাথী প্রকল্পের আবেদন ঘিরে বিডিও অফিসে উত্তেজনা , মারধরের অভিযোগ

> যুব সাথী প্রকল্পের আবেদন জমা দিতে গিয়ে উত্তেজনা ছড়াল তেহট্ট ১ বিডিও অফিসে। আবেদনকারীদের একাংশের অভিযোগ, ফর্ম জমা দেওয়ার পর রিসিভ কপি দেওয়া হলেও সেখানে কোনও রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করা হয়নি। এই নিয়ে প্রতিবাদ করতেই বিডিও অফিসের কয়েকজন কর্মী তাঁদের মারধর করেন বলে অভিযোগ। অভিযোগকারী যুবকদের দাবি, তাঁরা তেহট্ট ১ ব্লকের পাথরঘাটা -১ পঞ্চায়েত এলাকা থেকে আবেদন জমা দিতে এসেছিলেন।

**সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ** যুব সাথী প্রকল্পের আবেদন জমা দিতে গিয়ে উত্তেজনা ছড়াল তেহট্ট ১ বিডিও অফিসে। আবেদনকারীদের একাংশের অভিযোগ, ফর্ম জমা দেওয়ার পর রিসিভ কপি দেওয়া হলেও সেখানে কোনও রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করা হয়নি। এই নিয়ে প্রতিবাদ করতেই বিডিও অফিসের কয়েকজন কর্মী তাঁদের মারধর করেন বলে অভিযোগ।

অভিযোগকারী যুবকদের দাবি, তাঁরা তেহট্ট ১ ব্লকের পাথরঘাটা -১ পঞ্চায়েত এলাকা থেকে আবেদন জমা দিতে এসেছিলেন। ফর্ম জমা নেওয়ার পর রিসিভ কপিতে রেজিস্ট্রেশন নম্বর না থাকায় তাঁরা বিষয়টি জানতে চান। তখনই বচসা বাধে এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিডিও অফিস চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি আবেদনকারীদের মারধরের অভিযোগ ওঠে বিডিও অফিসের কর্মীদের বিরুদ্ধে।তবে অভিযোগ অস্বীকার করে যুগ্ম বিডিওর দাবি, সরকারি নিয়ম মেনেই আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, কয়েকজন যুবক আবেদন জমা দেওয়ার সময় ভিডিও করছিলেন। অফিসের ভিতরে ভিডিও করা নিষেধ করা হলে তাঁরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

# রাষ্ট্রপুঞ্জের হেরিটেজ তকমা, গোবিন্দভোগের সুগন্ধে মাতবে বিশ্ব, খুশিতে ডগমগ বর্ধমানের চাষিরা

আমিনুর রহমান ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

জাতীয় স্বীকৃতির পর এবার বিশ্বজোড়া শংসাপত্র পেয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার গোবিন্দ ভোগ চাল। সুগন্ধি এই চালের জন্য রাস্ট্রপুঞ্জের হেরিটেজ তকমা মেলার পর জেলার চাষিরা উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এ ব্যাপারে উচ্ছসিত বলে জানা গেছে। এরই মধ্যে রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর এলাকায় গোবিন্দ ভোগ ধানের চাষ কয়েক গুণ বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বিদেশের বাজারে রপ্তানি আরও বাড়বে বলেও আশা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পূর্ব বর্ধমান জেলায় গ্রামীণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের সুফল মেলার সম্ভবনা দেখা দিল। পূর্ব বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ, রায়না সহ কয়েকটি এলাকায় দীর্ঘ বছর ধরে অতি সুগন্ধি গোবিন্দ ভোগ ধানের চাষ হয়ে আসছে। অনেক আগে এই ধান চাষে এতটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু আস্তে আস্তে ভিন জেলা, রাজ্য এবং পরে আন্তর্জাতিক বাজারে এই চালের কদর বেড়ে যাওয়ায় চাষের এলাকা অনেকটাই বেড়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ তথা দক্ষিণ দামোদর এলাকার বাসিন্দা অপার্থিব ইসলাম জানান, প্রায় ৩০ বছর আগে থেকেই একটু একটু রায়না, খন্ডঘোষ এলাকায় গোবিন্দ ভোগ ধানের চাষ বেড়েই চলেছে। তিনি বলেন, ২০১১ সালের পর থেকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে বার বার চাষিদের উৎসাহ যোগাচ্ছেন। অধ্যক্ষ আশাবাদী বিশ্বজুড়ে গোবিন্দ ভোগ চালের তকমা চাষিদের আগ্রহ কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলবে। তাঁর দাবি চাষ বাড়লে রাইস মিল ব্যাবসার উন্নয়ন, ক্ষেতমজুরদের কাজ বৃদ্ধি, বিদেশি টাকা আমদানি সবটারই উন্নতি হবে। ফলে গ্রাম বাংলার কৃষি অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটবে। খাস বা সুগন্ধি গোবিন্দ ভোগ চাল এর আগে দেশের মধ্যে জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রেও কোন বাধা নেই। ব্রাজিল, শ্রীলঙ্কা, কানাডা, জার্মান, লন্ডন এর মতো একাধিক দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় চাল। এরই পাশাপাশি দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যেও চাহিদা তুঙ্গে। ধান থেকে চাল তৈরীর জন্য এখন বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর এলাকাতেই প্রায় ৭৫ টির মতো রাইসমিল রয়েছে। যে মিল গুলোতে শুধুমাত্র খাস বা গোবিন্দ ভোগ চাল উৎপাদন হয়। দক্ষিণ দামোদর এলাকার চাষি সেখ সাদ্দাম, মহসিন আলী মিদ্যা থেকে শুরু করে সেখ মহম্মদ মোমিন, সেখ কামরুজ্জামান এর মতো ছোট ছোট বড়ো চাষিরা নতুন করে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন। তাদের দাবি আগামী বছর খরিপ মরশুমে চাষের এলাকা আরও বাড়ানো হবে। কারণ গত কয়েক বছরে রাজ্য সরকারের সহায়তায় ধানের দাম ভালোই পাচ্ছেন। খন্ডঘোষ ব্লকে অনান্য জাতের ধানের তুলনায় গোবিন্দ ভোগ ধানের দাম দ্বীগুন পাওয়া যায় বলে দাবি তাদের। কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত বছর খন্ডঘোষ, রায়না ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামে প্রায় ৩৫ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছিল। এবছর খরিপে এলাকা বেড়ে ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হয়। আগামী বছর এলাকা বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। রায়না- খন্ডঘোষ ছাড়াও বিদেশের বাজারে চাহিদা ভালো থাকায় গত কয়েক বছরে বর্ধমান শহর লাগোয়া রায়ান, জামাড় সহ দু তিনটি গ্রামে গোবিন্দ ভোগ ধানের চাষ বাড়ছে। রায়ান গ্রামের বর্ধিষ্ণু কৃষক বিশ্বেশ্বর রায় বলেন, চাহিদা বাড়ছে বলেই এসব এলাকার চাষিরা গোবিন্দ ভোগ ধান চাষের এলাকা বাড়াচ্ছেন। এতে চাষিদের আয় বাড়ছে এটা বলা যায়। রাস্ট্রপুঞ্জের স্বীকৃতি পাবার পর এর চাহিদা কয়েক গুণ বাড়লো বলে দাবি বিশ্বেশ্বর রায়ের। অন্যদিকে ব্যাবসায়িক সূত্রে জানা গেছে, সারা বছরে এখ ন প্রায় ২৫ হাজার টন চাল শুধুমাত্র বিদেশের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। বিদেশি টাকা লেনদেন হচ্ছে ১২০ কোটি টাকার মতো। আগামী দিনে টাকার অঙ্ক আরও বাড়বে বলে দাবি।

## পাণ্ডবেশ্বরে গব্বর বিতর্ক, জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা

**নয়া জামানা ,পাণ্ডবেশ্বর ঃ** পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে এক নজিরবিহীন ‘গব্বর’ বিতর্ক। আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তথা দাপুটে এই বিজেপি নেতা এলাকায় প্রবেশ করলেই গ্রামবাসীরা ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছেন এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে তাঁকে সিনেমার খ লনায়ক ‘গব্বর সিং’-এর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনীতিতে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে।পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন গ্রামে জিতেন্দ্র তিওয়ারির আনাগোনাকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ উঠেছে, তিনি এলাকায় এলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসীর ঘরবন্দি হয়ে যাওয়ার এই দৃশ্যকে কালজয়ী সিনেমা ‘শোলে’-র গব্বর সিংয়ের আগমনের সঙ্গে তুলনা করেছে বিরোধী পক্ষ। তাদের দাবি, জিতেন্দ্র তিওয়ারি এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছেন, যার ফলে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।জিতেন্দ্র তিওয়ারি পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক এবং আসানসোল শিল্পাঞ্চলের অন্যতম পরিচিত মুখ।

বর্তমানে বিজেপির এই প্রভাবশালী নেতার ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই পরিকল্পিতভাবে এই ‘গব্বর’ তকমা দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের।

তাদের পাল্টা অভিযোগ, শাসকদল ভয় দেখিয়ে মানুষকে জিতেন্দ্রর থেকে দূরে রাখতে চাইছে এবং কুৎসা ছড়াতে এই রূপক ব্যবহার করছে। লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের সমীকরণ মাথায় রেখে এই চরিত্রহননের রাজনীতি শুরু হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকর।এই বিতর্কের ফলে পাণ্ডবেশ্বর এলাকায় এক অস্থির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমেও এই গব্বর উপমাটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে; কেউ কেউ এই ভয়ের পরিবেশের কথা স্বীকার করলেও, অনেকে একে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে মনে করছেন।

## ভোটের আগে ভিন রাজ্যের মাসলম্যান আতঙ্ক, সন্ত্রাসের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

**নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ** ভোটের আগে গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিক ভীতি প্রদর্শন করার আশঙ্কা করলেন বর্ষিয়ান তৃণমূল নেতা অপার্থিব ইসলাম। পূর্ব বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি বিজেপির বিরুদ্ধে এই সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে রীতিমতো আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। শুক্রবার যুবশক্তি ও সরকারি প্রকল্পের ক্যাম্প পরিদর্শন করার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাঁর আশঙ্কা বিধানসভা ভোটের আগে পূর্ব বর্ধমান জেলায় দাপিয়ে বেড়াবে ভিন রাজ্য থেকে আসা মাসলম্যানরা। তাদের দাপট থাকবে গ্রামাঞ্চলেও। যা নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে ইতিমধ্যেই। বেশ কিছুদিন আগে বর্ধমান স্টেশন থেকে বেশ কয়েকটি ভিন রাজ্যের মোটরসাইকেল উদ্ধার নিয়ে সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। পরে জানা যায় ওই বাইক গুলো ট্রেন যোগে নিয়ে আসা হয় বিজেপির নির্দেশে। ভিন রাজ্য থেকে আনা ওই মোটরবাইকে চেপে পার্টির প্রচার চলে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ ছিল মোটর বাইকের সঙ্গে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি শাসিত রাজ্য গুলো থেকে ক্যাডার আনা হয়েছিল। এবারও একইভাবে অন্য রাজ্য থেকে লোকজন আনার কাজ শুরু করেছে বিজেপি। এমনটাই দাবি করলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম। অভিযোগ, বিশেষ সূত্রে জানা গেছে শহর বর্ধমানের লাগোয়া বিভিন্ন হোটেলে ভিন রাজ্যের ক্যাডাররা আস্তানা গাড়তে শুরু করেছে। যেহেতু বিজেপির বুথ ভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা কম, সেই ঘাটতি পূরণ করতে এই পরিকল্পনা বলে দাবি। এমনকি গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি নিয়েও আশঙ্কা করছেন তিনি। বলেন, গ্রাম বাংলায় ইতিমধ্যেই পয়সার লোভ দেখি য়ে লোকজনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে অর্থের অভাব রয়েছে এ রকম লোকজনকে প্রলোভন দেখিয়ে দলে টানা হচ্ছে। আগামী দিনে তারাই সন্ত্রাস চালাতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। এ ব্যাপারে পুলিশের হস্তক্ষেপ দাবি করেন তিনি। এছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে বঙ্কিমদা এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে স্বামী বলার জন্য প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওই তৃণমূল নেতা।

## জাল আধার দিয়ে মামলা প্রত্যাহারের চেষ্টা, আদালতে ধৃত লিঙ্কম্যান

**নয়া জামানা ,আসানসোল ঃ** আদালত কক্ষের ভেতরেই জালিয়াতি! জাল আধার কার্ড ব্যবহার করে আসল মামলাকারীর বদলে অন্য এক ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে মামলা তুলে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল আসানসোলে। শুক্রবার এই ঘটনা জানাজানি হতেই আসানসোল জেলা আদালত চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে অর্ণব দে নামে এক তথাকথিত ‘লিঙ্কম্যান’কে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন আইনজীবীরা।আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের একটি মামলা প্রত্যাহারের আবেদন জানানো হয়েছিল জনৈক দুলাল চন্দ্র ঘোষের নামে। আবেদনের সমর্থনে আদালতে একটি আধার কার্ডও জমা দেওয়া হয়। কিন্তু স্ক্রুটিনির সময় দেখা যায়, যিনি মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন, তিনি আসল অভিযোগকারী নন। সম্পূর্ণ ভুয়া নথিপত্র ব্যবহার করে আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই জালিয়াতি ধরা পড়ার পর গত ১ নভেম্বর আসানসোল দক্ষিণ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

শুক্রবার অভিযুক্ত অর্ণব দে কোনো কাজে আসানসোল আদালতে এলে আইনজীবীদের নজরে পড়ে যায়। আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে সংগঠনের কার্যালয়ে নিয়ে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

ধৃত অর্ণব পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুর থানার ক্ষুদিকা গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অয়ন রঞ্জন মুখোপাধ্যায় জানান, গোটা বিষয়টি নজরে আসার পরেই আমরা পুলিশকে জানিয়েছিলাম। আজ অভিযুক্ত আদালতে আসায় আমরা তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই চক্রের শিকড় আরও গভীরে।

আদালতের ভেতরে এই ধরনের জালিয়াতির পেছনে কোনো বড়সড় চক্র বা অসাধু কর্মীর যোগসাজশ আছে কি না,

তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানান, ধৃত যুবককে জেরা করে এই জালিয়াতির সাথে আর কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা চলছে।

## নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরির অভিযোগে বিক্ষোভ

**নয়া জামানা, জামুড়িয়া ঃ** উন্নতমানের রাস্তার দাবিতে সরব হয়ে বিক্ষোভ দেখালেন পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া বিধানসভা এলাকার চাপুইশাওড়ার বাসিন্দারা। জেলা পরিষদের ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রায় ১১০০ মিটার দীর্ঘ এই রাস্তায় নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তৃণমূলের পুরনো নেতা ও বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি ও বচসা শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিমচা পুলিশ ফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী।এলাকাবাসীর দাবি, রাস্তা তৈরির কয়েক দিনের মধ্যেই সিমেন্টের আস্তরণ উঠে যাচ্ছে। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের ফলে চারদিকে ধুলোর আস্তরণ (ডাস্ট) উড়ছে, যার জেরে শ্বাসকষ্টসহ একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রবীণ গ্রামবাসীদের মতে, এর আগে তৈরি হওয়া রাস্তাগুলি দীর্ঘস্থায়ী হলেও এবারের কাজ অত্যন্ত দায়সারা। শুক্রবার সকালে এই অভিযোগেই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা।ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধান। সেই সময় দলেরই একদল পুরনো নেতৃত্ব নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ করলে দু-পক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। এক পক্ষ সঠিক কাজের দাবি করলেও অন্য পক্ষ দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নিমচা পুলিশ ফাঁড়ির নতুন লেডি ইন্সপেক্টর নাসরিন সুলতানা। তিনি উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করেন এবং অভিযোগ থাকলে তা নির্দিষ্ট দপ্তরে লিখিতভাবে জানানোর পরামর্শ দেন।অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরী। তাঁর দাবি, উপযুক্ত সংস্থাকে টেন্ডার দিয়ে সঠিক মান বজায় রেখেই কাজ করা হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের প্রচারের আলোয় আনতেই এই ভিত্তিহীন বিক্ষোভ করছেন বলে তিনি পাল্টা তোপ দাগেন।

## মডিফাইড সাইলেন্সার রুখতে তৎপর পুলিশ

**নয়া জামানা ,দুর্গাপুর ঃ** শহরের রাস্তায় কান ফাটানো শব্দের দৌরাত্ম্য কমাতে এবার সরাসরি উৎসস্থলে হানা দিল পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে দুর্গাপুরের ট্রাঙ্ক রোড এলাকায় মোটর পার্টসের দোকানগুলিতে অতর্কিত অভিযান চালায় দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ড ও সাব-ট্রাফিক গার্ড। শব্দদূষণ রুখতে এবং বেআইনিভাবে সাইলেন্সার পরিবর্তন রুখতেই প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপ।দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ আসছিল যে, ট্রাঙ্ক রোড সংলগ্ন বেশ কিছু দোকানে বাইকের শব্দ বৃদ্ধির জন্য অবৈধ ‘মডিফায়েড সাইলেন্সার’ বিক্রি ও লাগানো হচ্ছে। এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে শুক্রবার দুপুরে ট্রাফিক ইনস্পেক্টর সুকান্ত দাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশাল দল এলাকায় পৌঁছায়। পুলিশি হানায় ওই অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।অভিযান চলাকালীন পুলিশ প্রতিটি দোকানের গোডাউন এবং মজুত রাখা পার্টস খতিয়ে দেখে । বিশেষ করে সাইলেন্সার পাইপগুলির বৈধ কাগজপত্র আছে কি না, তা যাচাই করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর,বেশ কিছু দোকানে সন্দেহজনক সরঞ্জাম পাওয়া গেছে।দোকান মালিকদের কড়াভাবে সতর্ক করা হয়েছে যাতে তারা কোনও বেআইনি যন্ত্রাংশ বিক্রি না করেন।সাইলেন্সার বিক্রির ক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মডিফায়েড সাইলেন্সারের কারণে শব্দদূষণ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা প্রবীণ নাগরিক ও রোগীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, শহরে শান্তি বজায় রাখতে এবং বেআইনি গাড়ি পরিবর্তন রুখতে এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও চলবে।

যারা আইন ভঙ্গ করবেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।পুলিশের এই ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ নাগরিকরা।

## অসুস্থ তৃণমূল নেতাকে দেখতে গেলেন বিজেপি নেতা

**নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ** ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি দেবাশীষ ব্যানার্জি অসুস্থ। সেই গ্রামে দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে বিজেপির যুব নেতা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করলেন। শুক্রবার বিকেলে বিজেপির যুব নেতা সৌমেন কার্ফা জানান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয় কেবলমাত্র সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার করলাম। বিজেপির দলীয় কর্মসূচি চলছে গ্রামে গ্রামে। যার নাম দেওয়া হয়েছে গৃহ সম্পর্ক অভিযান। আর সেই কর্মসূচিতে ভাতাড় বিধানসভার বড়বেলুন গ্রামে গিয়েছিলেন বিজেপির যুব নেতা সৌমেন কারফা। দীর্ঘদিন ধরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে বাড়িতে রয়েছেন ভাতাড় ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি দেবাশীষ ব্যানার্জি। তাঁর বাড়িতে গিয়ে যুব নেতা স্বাস্থের খোঁজ নিলেন। পাশাপাশি সুস্থতা কামনা করেন ।তবে ভোটের মুখে বিরোধী নেতাদের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নিয়ে রাজনৈতিক চর্চা চলছে বিভিন্ন মহলে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/21/2026 2:49 AM Page 13



# চা চক্রে দিলীপের বার্তা ঃ 'দেশ জানে বিজেপি জিতবে, এবার বদল আসবেই বাংলায়'

নয়া জামানা।। পূর্ব মেদিনীপুর

ভোটের আগে আত্মবিশ্বাসী সুরে ফের সরব হলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাত এলাকার দেউলিয়া বাজারে এক চা চক্রে যোগ দেন তিনি। সেখানে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং আসন্ন নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। চা চক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ভারতবর্ষের যেখানে নির্বাচন হয়, মানুষ আগেই বুঝে যায় বিজেপি জিতবে। একমাত্র ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ।

গতবার আমরা লড়াই করে অর্ধেক পথ এগিয়েছিলাম, এবার পুরোটা সম্পূর্ণ করব। তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ এবার পরিবর্তনের পক্ষে মনস্থির করে ফেলেছেন। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানেন, ক্ষমতায় না এলে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই কেন্দ্র সরকার নানা জনমুখী প্রকল্প চালু করেছে। মানুষকে বাড়ি দেওয়া হচ্ছে, চাল-ডাল দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মাঝপথে অনেক কিছু হাওয়া হয়ে যাচ্ছে;বাচ্চাদের মিড-ডে মিল, ওষুধ;সব জায়গায় কাটমানি ও দুর্নীতির অভিযোগ, বলেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে দিলীপ বলেন, এই রাজ্যের মানুষ সহজে পরিবর্তন করেন না। তাই এত বছর ধরে কংগ্রেস, তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। সর্বত্র মানুষ পরিবর্তনের কথা বলছে। বিজেপির চেয়ে সাধারণ মানুষের তাগিদ বেশি। রেল প্রকল্প নিয়েও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।

তাঁর দাবি, দেশের অন্যান্য রাজ্যে ট্রেন যোগাযোগ বাড়ছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জমি না দেওয়ার কারণে একাধিক রেল প্রকল্প আটকে রয়েছে। এতে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সবশেষে তিনি বলেন, মানুষের নিজের জিনিস লুঠ হচ্ছে। তাই এবারকার ভোট পরিবর্তনের ভোট। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

# সরকারি ছোঁয়ায় গতি পেল সবং মাদুর হাব, স্বপ্ন বুনছেন শিল্পীরা

**ভরত বেরা, নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ** পশ্চিম মেদিনীপুরের সবংয়ের ঐতিহ্যবাহী মাদুর শিল্পে জোয়ার আনতে বড় উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। রুইনানে গড়ে ওঠা 'সবং মাদুর হাব'-এ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রথম পর্যায়ে ১১৮ জন শিল্পী নাম নথিভুক্ত করেছেন। এর মধ্যে ৬৫ জনকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মহিলা শিল্পীদের, যাতে তাঁরা আরও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন। প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী তথা সবংয়ের বিধায়ক মানস রঞ্জন ভুঁইয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ।

মন্ত্রী জানান, সবংয়ের অধিকাংশ পরিবার মাদুর চাষ ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাদুর হাব গড়ে দিয়েছেন। এবার সেই হাবকে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা হলো। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীরা হাব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কাঁচামাল পাবেন। আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে উন্নত মানের মাদুর তৈরির সুযোগ মিলবে। শুধু উৎপাদন নয়, বিপণনের ব্যবস্থাও করবে হাব কর্তৃপক্ষ। শিল্পীদের তৈরি মাদুর সরাসরি কিনে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে শিল্পীরা অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী হতে পারেন। জেলাশাসক জানান, জেলা সদরেও একটি স্থায়ী মাদুর বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হবে, যা সারা বছর চালু থাকবে। এতে একদিকে যেমন ক্রেতাদের সুবিধা বাড়বে, তেমনই শিল্পীদের আয়ের পথও সুগম হবে। সরকারি সহায়তার এই সার্বিক উদ্যোগে সবংয়ের মাদুর শিল্পে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। শিল্পীরা এখন উন্নয়নের রেলগাড়িতে চেপে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনতে ব্যস্ত।

# সবংয়ে সেতু ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ, সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে আক্রান্ত সাংবাদিক

**ভরত বেরা,নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ** পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের দেভোগ অঞ্চলের ভিকনিবাটিটাকি এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি সেতুকে ঘিরে তুমুল বিতর্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেতু নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কাজের মান নিয়ে একাধিক অনিয়ম রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা না মেলায় ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছিল এলাকায়। এই পরিস্থিতিতে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন সাংবাদিক ইন্দ্রজিৎ সাহু। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের কাছে নির্মাণ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন তোলার পরই আচমকা পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ওই ইঞ্জিনিয়ার ক্ষিপ্ত হয়ে সাংবাদিকের উপর চড়াও হন এবং তাঁকে মারধর করা হয়। ঘটনায় ইন্দ্রজিৎ সাহুর মুখে আঘাত লাগে বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, সংবাদ সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত তাঁর মোবাইল ফোন ও মাইক্রোফোনও কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সাংবাদিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকেই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারাও সেতু নির্মাণের মান নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, উন্নয়নের নামে কোনওভাবেই অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না। ঘটনার পর এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই নজর সকলের।

# গভীর রাতে রহস্যময় আগুন ! তিন গ্রামে একসঙ্গে পুড়ল একাধিক খড়ের গাদা, চাঞ্চল্য রামজীবনপুরে

**নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ** গভীর রাতে একই এলাকায় পরপর তিনটি গ্রামে একাধিক খড়ের গাদায় আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর পৌরসভার আমদান ও দেউপুর এলাকায়। রাতের অন্ধকারে প্রায় ১৪ থেকে ১৫টি খড়ের গাদা আগুনে পুড়ে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় একই সময়ে তিনটি গ্রামে এই আগুন লাগে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকাজুড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রামজীবনপুর ফাঁড়ির পুলিশ ও চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন চন্দ্রকোনা থানার ওসি পুরুষোত্তম পাণ্ডে। পাশাপাশি ঘাটাল দমকল বিভাগে খবর দেওয়া হলে দুটি ইঞ্জিন নিয়ে দমকল কর্মীরা পৌঁছে যান। স্থানীয় মানুষ, পুলিশ এবং দমকল কর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে বহু কৃষকের বছরের পরিশ্রম পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কারও ১০ বিঘা জমির খড়, কারও আবার ৬ বিঘা জমির খড় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে বলে জানা গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা হতে পারে বলে অনুমান। একই রাতে তিনটি গ্রামে কীভাবে একসঙ্গে আগুন লাগল, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে কোনও দুষ্কৃতীর হাত রয়েছে;তা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে যান রামজীবনপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কল্যাণ তেওয়ারী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# শিলদা কলেজে রক্তের জোয়ার ! ৬৫ জনের স্বেচ্ছায় রক্তদান

**নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ** ঝাড়গ্রামের শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজ -এ অনুষ্ঠিত হলো এক মানবিক উদ্যোগ। কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস) ইউনিট ১ ও ইউনিট ২-এর উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন ৬৫ জন রক্তদাতা। ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও কর্মীদের মিলিত অংশগ্রহণে শিবিরটি হয়ে ওঠে সফল ও তাৎপর্যপূর্ণ। শিবিরের উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সুশান্ত কুমার দোলুই। তিনিই প্রথম রক্তদান করে শিবিরের সূচনা করেন। তাঁর এই উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে একে একে রক্তদানে এগিয়ে আসেন ছাত্রছাত্রী ও স্বেচ্ছাসেবকরা। মোট ৬৫ জনের মধ্যে ৩৫ জন মহিলা ও ৩০ জন পুরুষ রক্তদান করেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষা ড. সুজাতা তিওয়ারি। এছাড়া প্রাক্তন প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক শক্তিপদ শীট, ড. সুশান্ত দে ও ড. ফটিক চন্দ্র অধিকারী উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেন। রক্তদান শিবিরটি পরিচালনা করেন এনএসএস-এর বর্তমান প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক সুনীল কুমার মান্ডি ও অধ্যাপক অতনু বেরা। শিবির শেষে সর্বাধিক রক্তদাতা বিভাগকে পুরস্কৃত করা হয়। সবচেয়ে বেশি রক্তদান করেন বিএ পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ইতিহাস বিভাগ। অনুষ্ঠান শেষে অধ্যক্ষ ড. সুশান্ত কুমার দোলুই সকল রক্তদাতাকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কর্মসূচিতে সক্রিয় থাকার আহ্বান জানান। এই রক্তদান শিবির কলেজ ক্যাম্পাসে এক মানবিক বার্তা ছড়িয়ে দেয় এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

# ঝাড়গ্রামে বিজেপির চার্জশিট ঝড় ! দুর্নীতির অভিযোগে শাসককে কোণঠাসা করার ডাক

**নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ** আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। তারই মধ্যে শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জশিট প্রকাশ করল ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপি। শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে এই চার্জশিট প্রকাশ করা হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা এলাকায় গত কয়েক বছরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অভিযোগ ও ঘটনাকে ভিত্তি করেই এই নথি প্রস্তুত করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, সাধারণ মানুষের সমস্যা, উন্নয়নের ঘাটতি এবং প্রশাসনিক অনিয়মের বিষয়গুলি তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ। চার্জশিটের মাধ্যমে এলাকার মানুষের সামনে শাসক দলের ত্বাস্তব চিত্রদ তুলে ধরা হয়েছে বলেও দাবি নেতৃত্বের। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাঁথি বিধানসভার বিজেপি বিধায়িকা সুমিতা সিনহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতো সহ জেলার অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। সভা থেকে বিজেপি নেতৃত্ব জানায়, এই চার্জশিট শুধুমাত্র শুরু। আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটা হবে এবং অভিযোগগুলিকে মানুষের দরবারে পৌঁছে দেওয়া হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে এই চার্জশিট প্রকাশ ঘিরে জেলায় রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হতে চলেছে। এখন দেখার, শাসক দল এই অভিযোগের কী জবাব দেয়।

# খাকুড়দায় ভয়াবহ মুখোমুখি সংঘর্ষ, লরির ধাক্কায় চূর্ণ গাড়ি - প্রাণ গেল ২, আহত ৩

**নয়া জামানা পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ** শুক্রবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা-এগরা রাজ্য সড়কে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন দুই ব্যক্তি। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বেলদা থানার অন্তর্গত খাকুড়দা এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঝাড়গ্রাম দিক থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা-রামনগরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল একটি প্রাইভেট গাড়ি। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা সিমেন্ট বোঝাই একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে প্রাইভেট গাড়িটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার শব্দে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। গাড়িটিতে মোট পাঁচজন আরোহী ছিলেন। তাঁদের সকলের বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা-রামনগর থানা এলাকায় বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। বাকি তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলদা থানার পুলিশ ও জোড়া গাড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুই গাড়িকেই উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কী কারণে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অনুমান, অতিরিক্ত গতি বা অসতর্কতাই কারণ হতে পারে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারগুলিতে চলছে কান্নার রোল।

# বিয়ের প্রতিশ্রুতি, সহবাসের অভিযোগ ! তালডাংরা হাসপাতালের বিএমওএইচকে ঘিরে চাঞ্চল্য

**রাখি গরাই,নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ** বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহকর্মীর সঙ্গে দীর্ঘদিন সহবাসের অভিযোগ উঠল তালডাংরা গ্রামীণ হাসপাতালের এক ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ (বিএমওএইচ)-এর বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আইনি কারণবশত দুই পক্ষের নাম গোপন রাখা হয়েছে। অভিযোগকারী এক ফিজিওথেরাপিস্ট দাবি করেছেন, অভিযুক্ত আধিকারিক তাঁকে বিয়ের আশ্বাস দেন। সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীতে অভিযুক্ত বিয়ে করতে অস্বীকার করেন বলে অভিযোগ। এতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত আইনের আশ্রয় নেন।

সূত্রের খবর, ঘটনাটি বেশ কয়েক মাস ধরে চলছিল। সম্প্রতি বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই হাসপাতাল চত্বর ও আশপাশের এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত আধিকারিকের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

# রঙিন মাছেই নতুন স্বপ্ন ! পুরুলিয়ায় ৪০ প্রতিষ্ঠানে অ্যাকোয়ারিয়াম বিতরণ

**জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ** পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রঙিন মাছ চাষ ও বিভিন্ন প্রজাতির মাছ সম্পর্কে আগ্রহ বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হলো।

কলেজ, স্কুল-সহ মোট ৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হলো অ্যাকোয়ারিয়াম। এই উদ্যোগে উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে। মূলত তফসিলি উপজাতির মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যেই ব্যারাকপুরের - সেন্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিযেরিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিআইএফআরআই)-এর উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ৪৮২ বিঘা আয়তনের ১৬টি পুকুরে গত দুই বছর ধরে ৫১৮ জন মহিলা মাছ চাষ করছেন। এছাড়াও ৩০ জন আদিবাসী মহিলা রঙিন মাছের চাষে যুক্ত রয়েছেন। তাঁদের সাফল্যকে সামনে রেখেই এলাকায় ভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষে আগ্রহ বাড়াতে এই বিশেষ উদ্যোগ বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে সিআইএফআরআই-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন আধিকারিক লোকনাথ চক্রবর্তী ও শতরূপা ভৌমিক।

অ্যাকোয়ারিয়াম উপহার দেওয়ার জন্য সংস্থার ডিরেক্টর তথা বিশিষ্ট মৎস্যবিজ্ঞানী ড. বসন্ত দাসকে ধন্যবাদ জানান গোবিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিতাভ মিশ্র।

প্রধান শিক্ষক অমিতাভ মিশ্র বলেন, স্কুল ও কলেজে এই অ্যাকোয়ারিয়ামগুলি সুদৃশ্যভাবে স্থাপন করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা মাছ সম্পর্কে হাতে-কলমে শিখতে পারবে এবং আগামী দিনে এই বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠবে। অ্যাকোয়ারিয়ামের সঙ্গে মাছের খাবার ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীও প্রদান করা হয়েছে। এই উদ্যোগে শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার নতুন দিগন্ত খুলবে বলেই আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল।

# রাজ্য সড়কে শোকের ছায়া, তেমাথানিতে লরির ধাক্কা প্রাণ গেল প্রবীণের

**নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ** পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার তেমাথানি এলাকায় শুক্রবার সকালে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক প্রবীণ সাইকেল আরোহীর। সকাল প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ তেমাথানি,পটাশপুর রাজ্য সড়কে ঘটনাটি ঘটে। আচমকা দুর্ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি লরি তেমাথানি দিক থেকে পটাশপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে সাইকেল চালিয়ে আসছিলেন দুর্গাপদ ভূঁইয়া (৬৫)। হঠাৎই দ্রুতগতির লরিটি সাইকেলটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড আঘাতে সাইকেল আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়েন।

গুরুতর জখম অবস্থায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। মৃত দুর্গাপদ ভূঁইয়ার বাড়ি পিংলা থানার বাসুদেবপুর এলাকায়। খবর পেয়ে সবং থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। দুর্ঘটনায় জড়িত লরিটিকে আটক করা হয়েছে এবং চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য রাজ্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই এলাকায় প্রায়ই বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চলাচল করে এবং দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁদের দাবি, দ্রুত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হোক, নাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

# ৩৩ হাজার নাম বাদ নিয়ে তোলপাড় !

## জীবনতলায় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

গোপাল শীল ।। নয়া জামানা ।। ক্যানিং

ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৩৩ হাজার নাম বাদ পড়ার অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলায়। যদিও এখনও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়নি, তবুও নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ শুক্রবার জীবনতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের তীর ওঠে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-এর দিকে।

এই বিক্ষোভ ও অভিযোগ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা। তাঁর দাবি, এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং বৈধ ভোটারদের নাম পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

বিশেষ করে সংখ্যালঘু ও দরিদ্র মানুষের নাম কেটে বিজেপির সুবিধা করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, ১৯৮০ বা ২০০২ সাল থেকে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে, যাঁরা এই মাটির সন্তান, তাঁদেরও নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। ৩৩ হাজার নাম বাদ পড়ার ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সওকত মোল্লা আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনকে এই প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে কেন নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের নাম বেশি হারে বাদ যাচ্ছে। তিনি দাবি করেন, বাংলার মানুষ এ ধরনের পদক্ষেপ মেনে নেবে না। অন্যদিকে এই অভিযোগকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দলের নেতা সঞ্জয় নায়েক বলেন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা এখনও প্রকাশিত হয়নি। তাহলে কীভাবে ৩৩ হাজার নাম বাদ যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে? নির্বাচন কমিশনারের নামে থানায় এফআইআর করা আইনসম্মত কি না, সেটাও প্রশ্নের।

তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইস্যুটি উসকে দিচ্ছে। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই নজর সকলের।

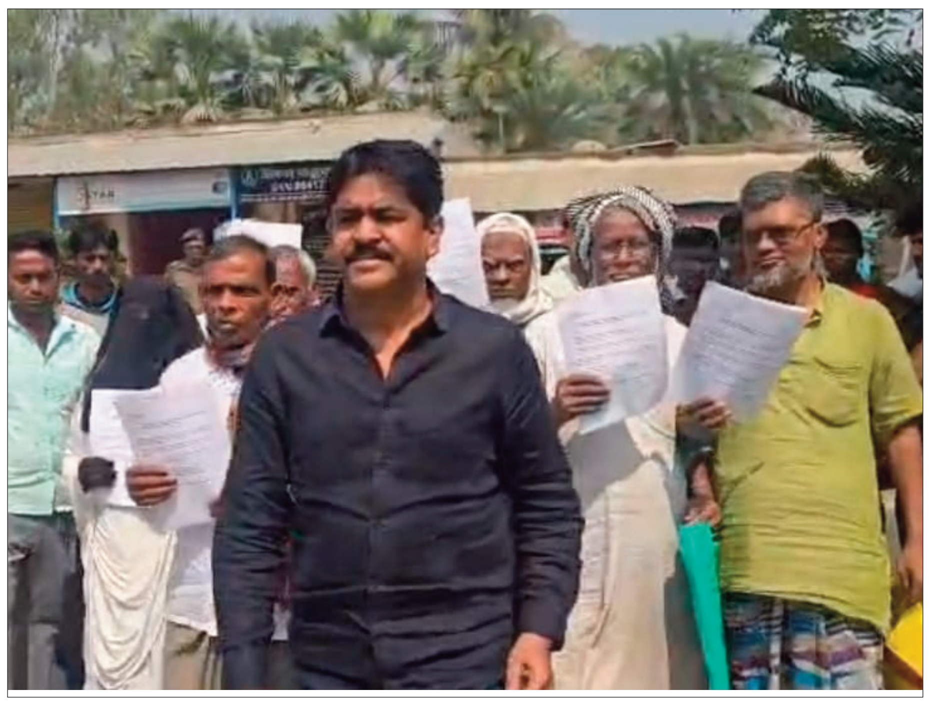

## ড্রেন নির্মাণ ঘিরে রণক্ষেত্র দেগঙ্গা, লাঠি-রডের আঘাতে জখম একাধিক

**নয়া জামানা , দেগঙ্গা ঃ** উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় ড্রেন নির্মাণকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের আওতায় পাকা ড্রেন তৈরির কাজ শুরু হতেই গ্রামবাসীদের একাংশের সঙ্গে ঠিকাদার ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীদের সংঘর্ষ বাধে। লাঠি, বাঁশ ও লোহার রড নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় অন্তত ছয় থেকে সাতজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে দেগঙ্গা ব্লকের নুরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বসনা বেনাপুর গ্রামে। দীর্ঘদিন ধরে জল নিকাশির সমস্যায় ভুগছিলেন গ্রামবাসীরা।

সেই সমস্যা সমাধানের জন্য পাকা ড্রেন তৈরির আবেদন করা হয়। সম্প্রতি কাজ শুরু হতেই নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি ছিল, ড্রেনটি রাস্তার মাঝখান দিয়ে তৈরি করা হোক। কিন্তু সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয় বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঠিকাদার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী আচমকা লাঠি, বাঁশ ও লোহার রড নিয়ে হামলা চালান। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং দু'পক্ষের মধ্যে মারপিট শুরু হয়। আহতদের উদ্ধার করে দেগঙ্গার বিশ্বনাথপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দেগঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং এলাকায় টহল শুরু করে। এই বিষয়ে দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান বিদেশ জানান, সরকারি শিডিউল মেনেই কাজ শুরু হয়েছিল। কয়েকটি পরিবারের আপত্তির জেরেই বিবাদ সৃষ্টি হয়। ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে।

## বিটি রোডে বাসের বেপরোয়া গতি, সাইকেল আরোহী পিষে মৃত্যু ; জখম আরও চার

**নয়া জামানা , সোদপুর ঃ** বৃহস্পতিবার ভোরবেলা সোদপুরের বিটি রোডে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক পথচারীর। দ্রুতগতির একটি বেসরকারি বাসের ধাক্কায় প্রাণ হারান গণেশ দাস (৪৫) নামে এক সাইকেল আরোহী। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। পাশাপাশি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক গাড়ি, সাইকেল ও মোটরবাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে সোদপুর ধানকল মোড়ের কাছে বিটি রোড-এ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ব্যারাকপুর-ধর্মতলা রুটের একটি বেসরকারি বাস একই রুটের একটি সরকারি বাসের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল। সেই সময় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। এরপর সাইকেল নিয়ে রাস্তা পার হওয়ার অপেক্ষায় থাকা গণেশ দাসকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আর এক সাইকেল আরোহী মহম্মদ আলিও বাসের ধাক্কায় নিচে পড়ে যান, তবে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। দুর্ঘটনায় আহত আরও তিনজনকে উদ্ধার করে কামারহাটি সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় দু'টি সাইকেল, একটি মোটরবাইক ও চারটি ছোট গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খবর পেয়ে খড়দহ থানার পুলিশ ও ট্র্যাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বাসচালক পলাতক, তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

## জিআই স্বীকৃতির গৌরবে উজ্জ্বল বারুইপুর, তাইওয়ান গোলাপি পেয়ারায় কৃষকের মুখে হাসি

**শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা , বারুইপুর ঃ** পেয়ারার নাম উঠলেই রাজ্যের মানুষ প্রথমেই মনে করেন বারুইপুরের কথা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই অঞ্চল বহু বছর ধরে উৎকৃষ্ট মানের পেয়ারা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। সম্প্রতি বারুইপুরের পেয়ারা জিআই (জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন ) স্বীকৃতি পাওয়ায় এই ফলের মর্যাদা আরও বেড়েছে। ফলে দেশ-বিদেশে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকদের আয়েও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে চাষিদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও লাভজনক জাত হল তাইওয়ান গোলাপি পেয়ারা। বাইরে সবুজ খোসা, ভেতরে উজ্জ্বল গোলাপি শাঁস;দেখতে যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি স্বাদেও মিষ্টি ও রসাল। বাজারে এই পেয়ারার আলাদা কদর রয়েছে। চাষিরা জানাচ্ছেন, সঠিক পরিচর্যা করলে গাছ লাগানোর এক বছরের মধ্যেই ফল ধরতে শুরু করে। এতে দ্রুত আয়ের সুযোগ তৈরি হয়। ৩ থেকে ৪ বছরের একটি গাছ থেকে গড়ে ২৫ থেকে ৩০ কেজি ফলন পাওয়া যায়। পাইকারি বাজারে কেজিপিছু ২০ থেকে ২৫ টাকা দরে

বিক্রি হলে গাছপিছু ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত আয় সম্ভব। বিঘাপ্রতি প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক চাষি বছরে কয়েক লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন বলেও জানা গেছে। হালকা বেলে দোআঁশ বা কাদা দোআঁশ মাটি এই চাষের জন্য উপযুক্ত। গুটি কলম, জোড় কলম ও চোখ কলম পদ্ধতিতে চারা তৈরি হয়, যার মধ্যে গুটি কলম সবচেয়ে সহজ ও জনপ্রিয়। বর্ষা, শীত ও বসন্ত;এই তিন মৌসুমে মূলত ফল সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় চাষি মুক্তরাম মণ্ডল বলেন, আগে ধান চাষে তেমন লাভ হতো না। এখন তাইওয়ান গোলাপি পেয়ারা চাষ করে ভালো আয় করছি। জিআই স্বীকৃতির গর্বে বারুইপুর আজ কৃষি অর্থনীতিতে নতুন দিশা দেখাচ্ছে।

## তিন ভাইয়ের চুরির সাম্রাজ্য ফাঁস ! পুলিশের জালে ধরা ২, পলাতক এক

**নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ** একই মায়ের পেটের তিন ভাই; একসঙ্গে চলাফেরা, একসঙ্গে কাজ, আর অভিযোগ উঠল একসঙ্গেই চুরিতে হাত পাকানো। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঠাকুরপুকুর,মহেশতলা ব্লকের আশুতি প্লাজা ও সংলগ্ন সরশুনা এলাকায় এক রাতেই একটি অফিস-সহ প্রায় ১০টি ফাঁকা বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটায় দুষ্কৃতীরা।

তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে নগদ টাকা, সোনার গয়না ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করা হয়। ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ১১ ফেব্রুয়ারি আশুতি কালীতলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। এরপর ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের কালীতলা আশুতি থানার ওসি রূপম ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়।

সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করা হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সরিষা এলাকা থেকে একই পরিবারের দুই

ভাই;কচি মিস্ত্রি ও ছোট্টু মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তৃতীয় ভাই এখনও পলাতক।

পুলিশের দাবি, ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি সোনার চেইন-সহ মোট ১১টি সোনার ও রুপোর গয়না উদ্ধার হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে আরও তথ্য মিলতে পারে বলে অনুমান তদন্তকারীদের। পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এক রাতের ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হলেও দুই অভিযুক্তের গ্রেফতারে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে এলাকায়। পুলিশের তৎপরতায় চক্রের বাকি সদস্যকেও শিগগিরই ধরা সম্ভব হবে বলে আশা স্থানীয়দের।

## একদিনে ৯ রাস্তার উদ্বোধন ! কুলতলীতে উন্নয়নের ঝড় তুললেন গণেশ মন্ডল

**নুরউদ্দিন,নয়া জামানা,কুলতলী ঃ** দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী বিধানসভা এলাকায় উন্নয়নের নতুন নজির গড়লেন বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডল। শুক্রবার নলগোড়া অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে একই দিনে মোট ৯টি রাস্তার উদ্বোধন করে চমক দিলেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা গ্রামীণ রাস্তাগুলির সংস্কারের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার আবেদন জানিয়ে আসছিলেন। সেই দাবির ভিত্তিতেই রাজ্য সরকারের 'পথশ্রী' প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯ কোটি টাকার ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণ ও ঢালাইয়ের কাজের সূচনা হয়। এদিন জয়নাল বাজারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নাইয়াপাড়া থেকে জয়নাল বাজার ভায়া শরৎপল্লী মন্দির পর্যন্ত নতুন ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন করেন বিধায়ক। পাশাপাশি জয়নাল বাজার থেকে সুবল হালদার পোল্ট্রি ফার্ম পর্যন্ত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাজও শুরু হয়। স্থানীয়দের দাবি, এই রাস্তাগুলি চালু হলে যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটাই সহজ হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেও গতি আসবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলতলী যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিলন পুরকায়েত, বিধানসভা শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান আবু বক্কর সরদার, জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ও নলগোড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ অধিকারী সহ একাধিক নেতৃত্ব।

সভা থেকে বিধায়ক বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছু শক্তি বাংলার সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করছে। যারা বিভাজনের রাজনীতি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে সকলকে তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থাকার আবেদনও জানান গণেশ চন্দ্র মন্ডল। সভায় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

## ইছামতীর পলি বিক্রি ঘিরে রাজনৈতিক তরজা, মুখোমুখি বিজেপি,তৃণমূল

**নয়া জামানা , বনগাঁ ঃ** ইছামতী নদীর সংস্কার কাজকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ মহকুমায়। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ইছামতী নদী থেকে পলি তোলার কাজ শুরু হয়েছে। আর সেই পলি বিক্রি নিয়েই সরব হয়েছে বিজেপি। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গত শনিবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গাইঘাটা ব্লকের বেড়িগোপালপুর থেকে তেঁতুলিয়া ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৪৩ কিলোমিটার নদীপথ সংস্কারের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৯টি ধাপে এই কাজ সম্পন্ন হবে। নদীগর্ভ থেকে তোলা পলির একটি অংশ নদীর বাঁধ মেরামতে ব্যবহার করা হবে। অবশিষ্ট পলি বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা খোলা বাজারে বিক্রি করতে পারবে। রাজ্য সড়ক নির্মাণ ও আইনসম্মত ইটভাটায় সেই পলি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। এই পলি বিক্রি নিয়েই অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি বিকাশ ঘোষ। তাঁর দাবি, আমরা ইছামতী সংস্কারের বিরোধী নই, কিন্তু পলি বিক্রিতে স্বচ্ছতা নেই। লক্ষ লক্ষ টাকার মাটি লুট হচ্ছে। অভিযোগ খারিজ করে গাইঘাটা ব্লকের রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বাসুদেব ঘোষ বলেন, সরকারি টেন্ডারের মাধ্যমে নিয়ম মেনেই পলি বিক্রি হচ্ছে এবং প্রতি সিএফটি মাটির জন্য সরকার রয়্যালটি পাচ্ছে। কোনও মাফিয়া চক্র নেই বলেও দাবি করেন তিনি। ইছামতীর পলি ঘিরে এই রাজনৈতিক তরজা এখন এলাকায় চর্চার বিষয়।

## প্রান্তিক গ্রামে মানবিক ছোঁয়া, শিশুদের মুখে হাসি ফোটাল 'আমরা আপনজন'

**নয়া জামানা , ডায়মন্ড হারবার ঃ** সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে ফের এক মানবিক উদ্যোগ নিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আমরা আপনজন। ডায়মন্ড হারবার জনসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এক প্রান্তিক মৎস্যজীবী গ্রামে শিশুদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। রবিবার বিকেলে সংগঠনের সদস্যরা গ্রামে পৌঁছে প্রায় অর্ধশতাধিক শিশুর হাতে পুষ্টিকর খাবারের প্যাকেট তুলে দেন। অধিকাংশ পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। মৎস্যজীবী পরিবারগুলির আয় সম্পূর্ণ নির্ভর করে মাছ ধরার উপর। খারাপ

আবহাওয়া বা মাছের অভাবে বহুদিন কাজ বন্ধ থাকে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষায়। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ বলে জানান সংগঠনের সদস্যরা। খাবারের প্যাকেটে ছিল লুচি, আলুরদম ও মিষ্টি। সংগঠনের সদস্য জিৎ সাঁতরা বলেন, আমরা চাই শিশুদের মুখে হাসি ফুটুক। সামান্য উদ্যোগ হলেও যদি তাদের একবেলা ভালো খাবার দিতে পারি, সেটাই আমাদের সাফল্য। শুধু খাবার বিতরণেই থেমে থাকেননি স্বেচ্ছাসেবীরা। শিশুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে গল্প, খেলাধুলা ও পড়াশোনার গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করা হয়। অভিভাবকরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য শিবির, বস্ত্র বিতরণ ও শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির পরিকল্পনাও রয়েছে। মানবিকতার এই প্রয়াস এলাকায় প্রশংসিত হয়েছে।

## টোটো রাখাকে ঘিরে রক্তারক্তি ! টাকিতে কুড়ুলের কোপে জখম ভাইপো, গ্রেফতার অভিযুক্ত

**নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার টাকি এলাকার থুবা দাসপাড়ায় সামান্য টোটো রাখা নিয়ে পারিবারিক বিবাদ ভয়াবহ রূপ নিল। সোমবার রাতে রাস্তার ধারে টোটো দাঁড় করানোকে কেন্দ্র করে বাবাই ঋষি দাসের সঙ্গে তাঁর কাকা অশোক ঋষি দাসের বচসা শুরু হয়। প্রথমে কথাকাটাকাটি হলেও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, সেই সময় কাকার পরিবারের পক্ষ থেকে আচমকা কুড়ুল দিয়ে বাবাইয়ের মাথায় আঘাত করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বাবাই। ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তাঁর মা মিনু ঋষি দাসকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় বাবাইকে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসনাবাদ থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত সোমনাথ ঋষি দাসকে গ্রেফতার করেছে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল।

## পানিহাটিতে স্কুলের জমি মিউটেশন বিতর্ক, বিধায়কের নাম জড়াতেই চাঞ্চল্য

**নয়া জামানা , পানিহাটি ঃ** উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে বন্ধ হয়ে যাওয়া এক প্রতিবন্ধী স্কুল ও গ্রন্থাগারের জমি মিউটেশন ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, সোদপুর স্টেশন সংলগ্ন স্কুল রোড সি ব্লকে অবস্থিত প্রাক্তন বিধানচন্দ্র রায় প্রতিবন্ধী বিদ্যায়তন ও গ্রন্থাগারের জমি শাসকদলের এক বিধায়ক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে মিউটেশন করা হয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট বিধায়ক সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাম আমলে এক ব্যক্তির দান করা জমিতে ওই স্কুল ও গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। বহু পড়ুয়া সেখানে পড়াশোনা করত এবং সরকারি অনুদানও মিলত। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে স্কুলটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রায় এক বছর আগে ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়।

এরপর সম্প্রতি জমির মিউটেশন হওয়ায় নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা কৌশিক চট্টোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ তুলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। তাঁর দাবি, জমি দখলের অভিযোগ সামনে আসার পরেই তড়িঘড়ি মিউটেশন করা হয়েছে। সিপিএম নেতারাও জমি দখলের অভিযোগ তুলেছেন। অভিযোগের আঙুল উঠেছে পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ-এর দিকে। তবে তিনি জানান, ২০০৫ সালে সোসাইটির নামে জমি রেজিস্ট্রি হয়েছিল এবং তিনি সোসাইটির সভাপতি। ২০২৩ সালে নিয়ম মেনেই মিউটেশন হয়েছে।

## আবার খেলা হবে ! ২০২৬-এ খেলবে মহিলারা, জিতবে মহিলারা;বসিরহাটে তৃণমূলের নতুন স্লোগান

**হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ** ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অভিনব স্লোগান তুলে প্রচারে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। আবার খেলা হবে, খেলবে মহিলারা, জিতবে মহিলারা; এই বার্তাকে সামনে রেখে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটে শুরু হলো বিশেষ কর্মসূচি। বসিরহাট টাউন হলে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এদিন আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় নির্বাচনী প্রচারের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট শহর আইএনটিটিইউসি-র সহ-সভাপতি অলোক সরদার, কৌশিক দত্তসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। টাউন হলে শতাধিক মহিলার উপস্থিতিতে জমে ওঠে অনুষ্ঠান। রাজনৈতিক মতাদর্শ

ভুলে ঘরের বধূদের খোলা মঞ্চে তুলে এনে বিভিন্ন গেম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের দাবি, এই কর্মসূচির মাধ্যমে মহিলাদের আরও সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করাই মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হয়। যুব সাথী, লক্ষীর ভান্ডার, সবুজ সাথী, খাদ্য সাথী, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্য সাথীসহ একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে কীভাবে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন, তা ব্যাখ্যা করেন বক্তারা। তাঁদের বক্তব্য, এই প্রকল্পগুলির ফলে বিশেষ করে মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিন শতাধিক মহিলা বিভিন্ন গেম শো-তে অংশ নেন। শুভ্রা ঘোষ বসু, রুশা মজুমদার, বৃতিকা রায়, স্বপ্না দাসসহ অনেকে মঞ্চে উঠে নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শন করেন। অংশগ্রহণকারী মহিলাদের গলায় উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয় এবং তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আবার খেলা হবে, খেলবে মহিলারা, জিতবে মহিলারা লেখা প্ল্যাকার্ড। গোটা অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয় বসিরহাটে।

# হরেকরকম

নয়া জামানা

## ১৮ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন যাবে ?

## রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

## সাবেকিয়ানায় সংস্কৃতির জয়গান

নয়া জামানা ঃ নতুন বছরের সূচনায় এক অনন্য সাংস্কৃতিক আবহে উন্মোচিত হল বিশেষ বার্ষিক ক্যালেন্ডার, যার পরেই আয়োজিত হল ঐতিহ্যবাহী ফটোশুট সাবেকিয়ানা। বাঙালিয়ানা ফটোগ্রাফি কর্ণধার অনেক ত্রিবেদী ও দীপিকা বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এমন একটি নজর কারা অনুষ্ঠান। বাঙালির শিকড় ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহরের বিশিষ্ট শিল্পী, আলোকচিত্রী ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা। নতুন ক্যালেন্ডারটির প্রতিটি পাতায় ফুটে উঠেছে বাংলার লোকসংস্কৃতি রূপ। আয়োজকদের বক্তব্য,এই ক্যালেন্ডার শুধু সময় জানানোর মাধ্যম নয়, এটি বাঙালির ঐতিহ্যের দলিল।

ক্যালেন্ডার উন্মোচনের পর শুরু হয় সাবেকিয়ানা ফটোশুট। লাল-সাদা শাড়ি, অলতা রাঙা পা, শাঁখা-পলা ও ধুতি-পাঞ্জাবিতে সজ্জিত মডেলরা তুলে ধরেন এক অন্য সময়ের আবহ। আলো-ছায়ার খেলায় ক্যামেরাবন্দি হয় বাংলার হারিয়ে যাওয়া রীতিনীতির সৌন্দর্য। অনুষ্ঠানটি যেন মনে করিয়ে দিল; আধুনিকতার ভিড়ে শিকড়কে ভুলে গেলে চলবে না।

সাবেকিয়ানা আর কোনও নির্দিষ্ট দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই। আয়োজকদের মতে, এই উদ্যোগ দেশ, কাল, গোষ্ঠী, জাতি ও মহাদেশের সীমারেখা অতিক্রম করে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ঐতিহ্য ও প্রাচীনতার সুরকে এক মঞ্চে তুলে ধরার প্রয়াস।
তাদের দাবি, বিভিন্ন সংস্কৃতি, পোশাক, আচার ও শিল্পভাবনার মধ্য দিয়ে বিশ্বের নানা প্রান্তের সাবেকিয়ানাকে একত্রে উপস্থাপন করার সচেতন চেষ্টা করা হয়েছে। বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে ঐক্যের বার্তাই এখানে মূল প্রতিপাদ্য।
আয়োজকরা জানান, সাবেকিয়ানা কেবল একটি থিম নয়, বরং এটি বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি সম্মান ও সংযোগের এক সৃজনশীল মাধ্যম। আত্মপরিচয়ের পুনরাবিষ্কার।

মডেলদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেয়া পাল, প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, সুস্মিতা দাস, পিঙ্কি দাস, আকাশ মিস্ত্রি, রাহুল কেশ, শ্রাবনী কুন্ডু শ্রেয়া মিত্র, অনামিকা দাস, চৈতালি মুখার্জী, সোমা বেরা, কৃষিতা পাল, বুলবুল গুহ রায়, কেয়া চ্যাটার্জী, শুভদীপ দাশশর্মা, তন্দ্রিম মাঝি, মল্লিকা মন্ডল, প্রথমা মাইতি,পিয়ুষ বিশ্বাস ও রিমা তপস্বী। প্রসাধনি শিল্পিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেবী অধিকারী,
অপর্ণা মজুমদার, অন্তরা বোস, শ্রেয়া দেবনাথ, আনিশা খাতুন, রমা মালি, অন্তরা বড়াল ও মল্লিকা মন্ডল।সব মিলিয়ে, নতুন বছরের প্রারম্ভে আয়োজিত এই ক্যালেন্ডার উন্মোচন ও সাবেকিয়ানা ফটোশুট প্রমাণ করল;ঐতিহ্যই বিশ্বের শক্তি। সংস্কৃতির শিকড়কে আঁকড়ে ধরেই এগিয়ে চলার বার্তা ছড়িয়ে দিল এই অনন্য আয়োজন।

## কড়াইয়ের পোড়া দাগ তুলতে কিছু ঘরোয়া উপায়

নয়া জামানা ঃ ভাজাপোড়া করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় কড়াইয়ের হাল খারাপ হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে রান্না করতে গিয়ে কড়াই এর নিচের অংশ অত্যাধিক তাপের কারণে পুড়ে যায়। ফলে কড়াই দেখতে নোংরা লাগে। এই পড়ার দাগ দীর্ঘদিন কড়াইতে থাকলে সেটা পরিষ্কার করতে আরও বেশি কষ্ট হয়। কিন্তু এই কড়াইয়ের কালো দাগ দূর করতে কিছু ঘরোয়া উপায় মেনে চলা যায়। অনেকেই সেটা জানেন না, যার দরুন পরিশ্রমটাও হয় বেশি।

১. বেকিং সোডা এবং জল বেকিং সোডা এবং জল মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্টটি পোড়া দাগের উপর লাপ করুন এবং ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
২. ভিনেগার এবং পানি ভিনেগার এবং পানি সমান পরিমাণে মিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করুন। এই দ্রবণটি পোড়া দাগের উপর লাপ করুন এবং ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৩. লেম্বুর রস এবং বেকিং সোডা লেম্বুর রস এবং বেকিং সোডা মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্টটি পোড়া দাগের উপর লাপ করুন এবং ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৪. টমেটোর রস টমেটোর রস পোড়া দাগের উপর লাপ করুন এবং ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।
৫. সাবান এবং গরম পানি সাবান এবং গরম পানি দিয়ে কড়াইটি ধুয়ে ফেলুন। যদি পোড়া দাগ থাকে, তাহলে একটি স্ক্রাবার দিয়ে ঘষে তুলুন।
৬. স্টিল উলের স্ক্রাবার যদি পোড়া দাগ খুব শক্ত হয়, তাহলে একটি স্টিল উলের স্ক্রাবার দিয়ে ঘষে তুলুন। তবে সাবধান থাকুন, যাতে কড়াইয়ের উপর আঁচড় না পড়ে।

পোড়া দাগ তোলার আগে কড়াইটি গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিন। এছাড়াও, পোড়া দাগ তোলার জন্য কখনও ধারালো বস্তু ব্যবহার করবেন না, কারণ এতে কড়াইয়ের উপর আঁচড় পড়তে পারে।

## নজরে INSTA

জানভী

পূজা

মাধুরী

রেখা

রশ্মিকা

## রমজান মাসজুড়ে সেহরি তৈরি নিয়ে চিন্তিত? বুঝে পাচ্ছেন না কি বানাবেন? দেখে নিন কিছু খাবার আইডিয়া

নয়া জামানা সেহেরিতে চটজলদি তৈরি হয়ে যায় এবং দীর্ঘক্ষণ শক্তি যোগায় এমন কয়েকটি খাবার হল ওটস,আটার রুটি, দুধ, ডিম, টক দই ইত্যাদি। রোজা চলাকালীন প্রতিদিনের খাবার তালিকায় কি কি আইটেম বানাবেন তা নিয়ে চিন্তিত? সেহেরির জন্য চটজলদি ও সুস্বাদু খাবারের কিছু আইডিয়া দেখে নিন

১. পরোটা এবং সবজি পরোটা তৈরি করে সবজি দিয়ে পরিবেশন করুন।
২. পাউরুটি এবং ডিম ভাজা পাউরুটি তৈরি করে ডিম ভাজা দিয়ে পরিবেশন করুন।
৩. ফ্রুট সালাদ ফ্রুট সালাদ তৈরি করে পরিবেশন করুন।
৪. স্যান্ডউইচ স্যান্ডউইচ তৈরি করে পরিবেশন করুন।
৫. আলুর পরোটা আলুর পরোটা তৈরি করে পরিবেশন করুন।
৬. ডাল পুরি ডাল পুরি তৈরি করে পরিবেশন করুন।
৭. চানা মাশলা চানা মাশলা তৈরি করে পরিবেশন করুন।
৮. ভেজিটেবল রোল ভেজিটেবল রোল তৈরি করে পরিবেশন করুন।
৯. ইডলি এবং সাম্বার ইডলি তৈরি করে সাম্বার দিয়ে পরিবেশন করুন।
১০. পোহা পোহা তৈরি করে পরিবেশন করুন।

এছাড়াও, আপনি চাইলে সেহেরির জন্য কিছু প্রস্তুত খাবারও তৈরি করে রাখতে পারেন, যেমন ফ্রুট সালাদ, স্যান্ডউইচ,
আলুর পরোটা, ডাল পুরি,চানা মশলা।এই খাবারগুলি তৈরি করা খুব সহজ এবং সুস্বাদু। এছাড়াও রোজার সময় অত্যাধিক তেল যুক্ত ও মসলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। বেশি পরিমাণে জল ও ঠান্ডা পানীয় গ্রহণ করুন যাতে সারাদিন শরীর সতেজ থাকে।

## বাটাবাটির ঝামেলা ছাড়াই বাড়িতে বানিয়ে নিন সুস্বাদু মাছের ঝোল!

রাধুনী দিয়ে মাছের ঝোল একটি জনপ্রিয় বাঙালি রেসিপি। গরমের দিনে মাছের এই হালকা পদটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। রান্নায় রাঁধুনিক বাটা করুন হিসেবে ব্যবহার করলে রান্নার স্বাদ ও সুগন্ধ আরও বেড়ে যায়। এটি পাঁচনক্রিয়ার জন্যও উপকারী।

নয়া জামানা ঃ রাধুনী দিয়ে মাছের ঝোল একটি জনপ্রিয় বাঙালি রেসিপি। গরমের দিনে মাছের এই হালকা পদটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। রান্নায় রাঁধুনিক বাটা করুন হিসেবে ব্যবহার করলে রান্নার স্বাদ ও সুগন্ধ আরও বেড়ে যায়। এটি পাঁচনক্রিয়ার জন্যও উপকারী।

উপকরণ৫০০ গ্রাম মাছ (রুই, কাটলা, বা অন্যান্য মাছ),-২ টেবিল চামচ রাধুনী,-১ টি পেঁয়াজ, কাটা, ২ টি রসুন, কাটা- ১ টি আদা, কাটা
১টি টমেটো, কাটা ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়া,
১ চা চামচ মরিচ গুঁড়া,১ চা চামচ জিরা গুঁড়া,
লম্বা ধনে পাতা, কাটা (ঐচ্ছিক), লবণ, স্বাদ অনুযায়ী, ২ টেবিল চামচ তেল

প্রণালী
১. মাছ পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন এবং টুকরো করে কেটে নিন।
২. একটি পাত্রে তেল গরম করুন এবং পেঁয়াজ, রসুন, আদা, এবং টমেটো যোগ করুন। নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।
৩. হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, এবং জিরা গুঁড়া যোগ করুন এবং ১ মিনিট ভাজুন।
৪. মাছের টুকরো যোগ করুন এবং ২-৩ মিনিট ভাজুন।
৫. ২ কাপ পানি যোগ করুন এবং ফুটিয়ে নিন।
৬. রাধুনী যোগ করুন এবং ১০-১৫ মিনিট রান্না করুন বা মাছ সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত।
৭. লবণ এবং ধনে পাতা যোগ করুন এবং মিশিয়ে নিন।
৮. গরম গরম পরিবেশন করুন।

টিপস
রাধুনী ব্যবহার করার আগে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন।মাছের ঝোল ঘন করতে চাইলে ১ টেবিল চামচ কর্নফ্লার ২ টেবিল চামচ পানিতে মিশিয়ে যোগ করুন।মাছের ঝোলের স্বাদ বাড়াতে চাইলে ১ টেবিল চামচ ঘি যোগ করুন।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/21/2026 2:49 AM Page 16



# এবার টিপু সুলতানকে ‘খলনায়ক’ বানানোর চেষ্টায় হিন্দুত্ববাদী বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ** নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সরকারের কাছে ইতিহাস কখনো পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেনি, বরং এটিকে সব সময় তারা একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। যেকোনো ইসলামি বিষয় সামনে এলেই বেছে বেছে রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহার করছে তারা। মহারাষ্ট্র রাজ্যে অতীতে বিজেপি নিজেদের মজবুত ভিত এবং রাজ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি করতে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের নাম বারবার ব্যবহার করেছে। এখন নতুন এক মোড়ে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে টিপু সুলতানকে। মহীশূরের ১৮ শতকের এই শাসকের ইতিহাসকে এখন খুঁড়ে বের করা হচ্ছে। একই কৌশলে তাকেও খলনায়ক বানানোর চেষ্টা করছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী এই দল।বিতর্কের সূত্রপাত হয় গত ১৪ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন রাজ্যের মালেগাঁওয়ের ডেপুটি মেয়র শান-এ-হিন্দ নিহাল আহমেদ তার কার্যালয়ে টিপু সুলতানের ছবি টাঙানোর সিদ্ধান্ত নিলে প্রতিবাদ জানায় বিজেপি এবং মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা।উগ্র হিন্দুত্ববাদী দুই দলই দাবি তোলে, এই ছবি সরিয়ে ফেলতে হবে। এই সিদ্ধান্তের জন্য ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।একই দিনে কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি হর্ষবর্ধন সপকাল মহীশূরের এই শাসককে রাজা শিবাজীর সঙ্গে তুলনা করেন। সুলতানকে একজন ‘মহান নেতা’ হিসেবে অভিহিত করে সপকাল বলেন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের যে ধরনের বীরত্ব ছিল এবং তিনি যে ‘স্বরাজ’-এর ধারণা প্রবর্তন করেছিলেন, সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করে এবং তার আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে টিপু সুলতান ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।সপকাল বলেন, ‘সেই অর্থে টিপু সুলতান ছিলেন একজন মহান যোদ্ধা, যিনি অসীম সাহস প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের এক অকৃত্রিম সন্তান।

তিনি কখনো কোনো বিষাক্ত বা সাম্প্রদায়িক ধারণাকে প্রশ্রয় দেননি। বীরত্বের প্রতীক হিসেবে আমাদের উচিত টিপু সুলতানকে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সমতুল্য হিসেবে দেখা।’কংগ্রেস নেতা সপকালের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় উগ্রবাদী বিজেপি নেতা ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফাডনবিশ এই তুলনাকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে অভিহিত করেন। ফাডনবিশ বলেন, ‘মহারাষ্ট্র ছত্রপতি শিবাজী মহারাজকে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে রাখে। তিনি আমাদের দেবতা। যারা তাকে অপমান করার দুঃসাহস দেখাবেন, তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।’মুখ্যমন্ত্রী ফাডনবিশের এই বিবৃতির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুনেতে বিজেপির কর্মীরা কংগ্রেস দলের কার্যালয়ের সামনে সহিংস আন্দোলন শুরু করেন। সেখানে পাথর ছোড়া হয় এবং এই হামলায় অন্তত ৯ জন আহত হন।দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সঙ্গে কথা বলার সময় পুনে পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (আইনশৃঙ্খলা) রঞ্জন কুমার শর্মা বলেন, বিজেপির কর্মীরা দুপুরে কংগ্রেস ভবনের কাছে বিক্ষোভ করছিলেন।

বিক্ষোভ শেষ হওয়ার পর বিজেপির সদস্যরা কংগ্রেস ভবন চত্বরে গিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। ভেতর থেকে কংগ্রেসের কর্মীরাও পাল্টা স্লোগান দেন। দুই পক্ষে একে অপরের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে।পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, পাথর ছোড়াছুড়িতে তিনজন কংগ্রেসের কর্মী, দুজন বিজেপির কর্মী, দুজন নারী কনস্টেবল এবং দুজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।বিজেপি নেতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুনে পুলিশ কংগ্রেসের নেতা সপকালের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) বিভিন্ন ধারায় মামলা করেছে। এর মধ্যে আছে ধারা ১৯২ (দাঙ্গা বাধানোর উদ্দেশে উসকানি), ১৯৬ (ধর্ম, জাতি বা ভাষার ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টি), ৩৫২ (শান্তি ভঙ্গের উদ্দেশ্যে অপমান) এবং ৩৫৬ (মানহানি)।রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে ১৭ ফেব্রুয়ারি সপকাল তার এই তুলনার জন্য ‘ক্ষমা’ চান। এই কংগ্রেস নেতা দাবি করেন, তার বক্তব্যকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য এটি বিজেপির পরিকল্পিত চেষ্টা।সপকাল দাবি করেন, ‘বিজেপির নোংরা ও বিদ্বেষপূর্ণ রাজনীতির কারণে কিছু শিবাজী ভক্তের অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে এবং সে জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। কাউকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আসুন এই বিষয় এখানেই শেষ করি।’কংগ্রেস ও উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা বিজেপির এই দ্বিমুখী নীতি এবং টিপু সুলতান নিয়ে তাদের অতীতের অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এক্সে কংগ্রেস লিখেছে, ২০১৩ সালে বিজেপি করপোরেটররাই মুম্বাইয়ের এম/ইস্ট ওয়ার্ডের শিবাজীনগর রোড নম্বর ৪-এর নাম ‘শহীদ টিপু সুলতান মার্গ’ রাখার প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন।

কংগ্রেস আরও লিখেছে, তৎকালীন বিএমসি স্থায়ী কমিটি সেই সময় যখন এটি অনুমোদন করেছিল, তখন বর্তমান মেয়র ঋতু তাওড়ে সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। আর এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন বর্তমান মুম্বাই বিজেপি সভাপতি ও বিধায়ক অমিত সাতম।শিবসেনা দলীয় (ইউবিটি) সংসদ সদস্য এবং দলীয় মুখপত্র ‘সামনা’-এর সম্পাদক সঞ্জয় রাউত ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ যে টিপু সুলতানের প্রশংসা করেছিলেন, সে কথা মনে করিয়ে দেন।রাউত বলেন, ‘টিপু সুলতান সম্পর্কে সত্য জানতে হলে কর্ণাটক বিধানসভায় রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের দেওয়া ভাষণটি শুনুন, যাকে আপনারা নিজেরাই নির্বাচিত করেছিলেন।’ সামনাতে শিবসেনা (ইউবিটি) কংগ্রেসেরও সমালোচনা করেছে এই বলে যে তারা অযথা বিজেপিকে একটি রাজনৈতিক ইস্যু হাতে তুলে দিয়েছে।পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, বিজেপি বরাবরের মতোই শিবাজী-টিপু বিতর্ককে হিন্দু-মুসলিম রং দেওয়ার চেষ্টা করেছে।সম্পাদকীয়তে দাবি করা হয়, ‘পাকিস্তানে টিপু সুলতানকে বীর হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু বিজেপি ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করাকে নিন্দনীয় মনে করে না।

## চিনকে রুখতে ট্রাম্পের হাত ধরল মোদী, ওয়াশিংটনের ‘প্যাক্স সিলিকা’য় সই দিল্লির

বিশ্বমঞ্চে চিনা আধিপত্য খর্ব করতে আমেরিকার তুরুপের তাস এখন ভারত। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ‘এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬’-এ মার্কিন নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী জোট ‘প্যাক্স সিলিকা’র ঘোষণাপত্রে সরকারি ভাবে সই করল নয়াদিল্লি। সেমিকন্ডাক্টর থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই); আগামীর প্রযুক্তি বিশ্বে বেজিংয়ের একাধিপত্য রুখতে ওয়াশিংটন যে রক্ষাকবচ তৈরি করেছে, ভারত এখন তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। গত ডিসেম্বরে এই জোটের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল হোয়াইট হাউস।

বিরল খনিজ এবং চিপ শিল্পের সরবরাহ শৃঙ্খলকে নিরাপদ ও শক্তিশালী করাই এই জোটের মূল লক্ষ্য। শুরুতে তালিকার বাইরে থাকলেও, পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মোদী-ট্রাম্প রসায়নে ভর করে শেষ পর্যন্ত এই শিবিরে নাম লেখাল ভারত। চিনকে পাশ কাটিয়ে সিলিকন উপত্যকার সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও নিঁখুত ও গতিশীল করতে চায় আমেরিকা। বিশেষ করে বিরল খনিজের ভাণ্ডার এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে চিনের উপর নির্ভরতা কমানোই লক্ষ্য। ভারত এই জোটে শামিল হওয়ায় নয়াদিল্লির ঝুলিতে আসবে অত্যাধুনিক সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি এবং চিপ তৈরির বিশেষ সুবিধা। সদস্য দেশগুলির মধ্যে প্রযুক্তি বিনিময়ের পথ প্রশস্ত হওয়ায় ভারতের ইলেকট্রনিক্স ক্ষেত্র এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বাণিজ্য-চুক্তি নিয়ে টানাপড়েন মিটতেই ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের ওপর আমদানিকৃত শুল্ক কমিয়ে ১৮ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। সেই উষ্ণ সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটল শুক্রবারের এই ঘোষণাপত্রে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর ভারতের আশার কথা শুনিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেন, ‘‘ ভারত ‘প্যাক্স সিলিকা’র অংশ হয়েছে উঠল। এর ফলে ভারতের বৈদ্যুতিন এবং সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রের ভাল উন্নতি হবে।

ভারতে ইতিমধ্যেই সেমিকন্ডার প্লান্ট তৈরি হয়েছে। খুব শীঘ্রই সেখানে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে। ‘প্যাক্স সিলিকা’ এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। উপকৃত হবে ভারতের যুবসমাজ। ’’ মন্ত্রীর এই দাবি ঘিরে ইতিবাচক ইঙ্গিত পাচ্ছে শিল্পমহল। বিশেষ করে সেমিকন্ডাক্টর প্লান্টে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রাক্কালে আমেরিকার এই সমর্থন ভারতের যুবসমাজের কর্মসংস্থানে বড় ভূমিকা নেবে। বিশ্বের তাবড় দেশগুলি ইতিমধ্যেই এই জোটের শরিক। আমেরিকা ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর, ইসরায়েল, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো প্রযুক্তিগত ভাবে উন্নত দেশগুলো। ভারত যুক্ত হওয়ায় এই গোষ্ঠীর কৌশলগত ওজন কয়েক গুণ বেড়ে গেল। এই দেশগুলি সম্মিলিত ভাবে রূপান্তরমূলক প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাবে। ঘোষণাপত্র অনুযায়ী, কাঁচামাল বা বিরল খ নিজের জোগান যাতে কোনও ভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সে দিকে কড়া নজর রাখা হবে।

মূলত চিনের দাপট কমিয়ে নিজেদের মধ্যে একটি স্বনির্ভর বাজার তৈরি করাই ‘প্যাক্স সিলিকা’র গূঢ় উদ্দেশ্য। আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা বিরল

খনিজের জন্য অন্য রাষ্ট্রের মুখ াপেক্ষী হয়ে থাকা আর সম্ভব নয়। ওয়াশিংটনের নিশানায় যে সরাসরি বেজিং, তা গোপন থাকেনি। বিরল খনিজের বৈশ্বিক বাজারে চিনের আধিপত্য বিশাল। সেই প্রভাব কাটাতে ভারত ও অন্যান্য মিত্র দেশগুলিকে সঙ্গে নিয়ে এক নতুন প্রযুক্তি-বলয় তৈরি করতে চায় আমেরিকা। নয়াদিল্লি এই জোটে যোগ দেওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের গুরুত্ব যেমন বাড়ল, তেমনই চিনের জন্য তৈরি হল নতুন চ্যালেঞ্জ। ভারতের এআই পরিকাঠামো এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্পে এখন থেকেই জোয়ার আসবে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের।

## চাঁদের বুকে ওগুলি কী ! হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে মাথায় হাত নাসার

ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে চাঁদ। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহের পৃষ্ঠে হাজার হাজার ফাটল দেখা যাচ্ছে। ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের সেন্টার ফর আর্থ অ্যান্ড প্ল্যানেটারি স্টাডিজের বিজ্ঞানীরা চাঁদে নতুন ফাটল আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যা, আমাদের উপগ্রহটি নিজেকে পুনর্নির্মাণ করছে। চাঁদ ভেতর থেকে ঠান্ডা হচ্ছে, এবং ফলস্বরূপ, এর পৃষ্ঠ ছোট হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ২০১০ সালে এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তবে, ফাটলগুলি কেবল চাঁদের উচ্চভূমিতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু গবেষকরা এখন লুনার মারিয়া নামক আরও একটি অঞ্চলে এগুলি দেখেছেন। প্রাচীন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এই অঞ্চলের জন্ম হয়েছিল যা চাঁদে বৃহৎ, অন্ধকার, বেসালটিক সমভূমি তৈরি করেছিল। উচ্চভূমিতে, চাঁদের ভূত্বকের সংকোচনের শক্তি উপাদানগুলিকে উপরের দিকে ঠেলে ‘লোবেট স্কার্পস’ নামে পরিচিত ভূমিরূপ তৈরি করেছে।

এখন, লুনার মেয়ার জুড়ে একই রকম বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা ফাটলগুলিকে স্মল মেয়ার রিজেস নাম দিয়েছেন। গবেষণার প্রধান গবেষক কোল নাইপাভার বলেন, তঅ্যাপোলো যুগ থেকে, আমরা চাঁদের উচ্চভূমি জুড়ে ‘লোবেট স্কার্পে’র প্রকোপ সম্পর্কে জেনেছি। কিন্তু এই প্রথম বিজ্ঞানীরা লুনার মেয়ার জুড়ে একই ধরণের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক প্রকোপ লক্ষ্য করেছেন। বিজ্ঞানীজেক দলটি মোট ১,১১৪টি ফাটস আবিষ্কার করেছে। যার ফলে চাঁদে পাওয়া মোট ফাটলের সংখ্যা ২,৬৩৪টিতে পৌঁছেছে। গবেষকরা বলছেন যে (থ্রুট গুলি লোবেট স্কার্পের চেয়ে পুরানো, যার মধ্যে প্রথমটি ১২৪ মিলিয়ন বছর পুরানো এবং স্কার্পগুলি প্রায় ১০৫ মিলিয়ন বছর পুরানো। ২০১০ সালে ফাটলগুলি আবিষ্কার করেছিলেন টম ওয়াটার্স। তিনি বলেন, তমারিয়ায় নতুন, ছোট ফাটলগুলির আমাদের শনাক্তকরণ এবং তাদের কারণ আবিষ্কার, একটি গতিশীল, সংকুচিত চাঁদের একটি সম্পূর্ণ চিত্র গঠন করা গিয়েছে।

তবে, এর অর্থ হল চাঁদে ভূমিকম্প হচ্ছে। চাঁদের পৃষ্ঠে টেকটোনিক কার্যকলাপ সেখানে উপনিবেশ তৈরির পরিকল্পনা করা মানুষের জন্য ভাল খবর নাও হতে পারে। নাইপাভার আশাবাদী যে আসন্ন আর্টেমিস এবং অন্যান্য চন্দ্র অনুসন্ধান মিশনগুলি এই চন্দ্রকম্পগুলির তথ্য সংগ্রহ করবে, যা ভবিষ্যতের মিশনগুলিকে নিরাপদ করতে সাহায্য করতে পারে।

তিনি বলেন, আসন্ন চন্দ্র অনুসন্ধান প্রোগ্রাম, যেমন আর্টেমিস, আমাদের চাঁদ সম্পর্কে প্রচুর নতুন তথ্য সরবরাহ করবে। চন্দ্র টেকটোনিক্স এবং ভূমিকম্পের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা সরাসরি সেই এবং ভবিষ্যতের মিশনগুলির নিরাপত্তা এবং বৈজ্ঞানিক সাফল্যের জন্য উপকারী হবে। নাসা এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে মহাকাশচারীদের চাঁদে পাঠানোর এবং ২০২৮ সালের মধ্যে তাদের পৃষ্ঠে অবতরণ করার পরিকল্পনা করছে।

## এআই-তে সায় ভারত সহ ৭৫ দেশ

বিশ্বমঞ্চে ভারতের প্রযুক্তিগত সাফল্যের জয়গান গাওয়ার দিনে চরম অস্বস্তি তৈরি হল খাস রাজধানীতে। শুক্রবার ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত আন্তর্জাতিক কৃত্রিম মেধা (এআই) সম্মেলনের শেষ দিনে হঠাৎই ছন্দপতন। কৃত্রিম মেধা নিয়ে যখন ভারত-সহ ৭৫টি দেশ মেগা চুক্তির পথে এগোচ্ছে, ঠিক তখনই জামা খুলে হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধালেন একদল কংগ্রেস কর্মী। ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরোধিতায় অর্ধনগ্ন হয়ে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনাকে ‘দুর্ভাগজনক’ এবং ‘দেশের ভাবমূর্তি নষ্টের ষড়যন্ত্র’ বলে তোপ দেগেছে বিজেপি। দিল্লির প্রেক্ষাগৃহে শুক্রবার দুপুরে যখন আন্তর্জাতিক এআই সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন চলছিল, তখনই আচমকা শোরগোল শুরু হয়। উপস্থিত অতিথিরা দেখেন, কয়েকজন যুবক গায়ের জামা খুলে স্লোগান দিচ্ছেন। তাঁদের দাবি, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য সমঝোতা বাস্তবায়িত হলে এ দেশের মানুষ ও কৃষকরা চরম বঞ্চনার শিকার হবেন। বিক্ষোভকারীরা আদতে যুব কংগ্রেসের কর্মী বলে জানিয়েছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন যুব কংগ্রেসের জাতীয় সম্পাদক কৃষ্ণ হরি, বিহারের কুন্দন যাদব, উত্তরপ্রদেশের অজয় কুমার এবং জাতীয় সহায়ক নরসিংহ যাদব। ধৃতদের শুক্রবারই আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, কড়া নিরাপত্তা টপকে কিউআর কোড সম্বলিত পাস জোগাড় করেই সম্মেলনস্থলে ঢুকেছিলেন ওই প্রতিবাদীরা। প্রথমে কালো ছাতা নিয়ে ঢোকার ছক থাকলেও ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে তাঁরা স্টিকার লাগানো টি-শার্ট পরে ঢোকেন। পরে সুযোগ বুঝে সেই পোশাক খুলে ফেলেন। পুলিশ আধিকারিকদের অভিযোগ, বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন কর্মীরাও। এর নেপথ্যে কোনও বড় ‘ষড়যন্ত্র’ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে দিল্লি পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বিষয়টিকে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ত আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে। দ সুর চড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবও। তিনি এক্স হ্যান্ডলে ক্ষোভ উগরে দিয়ে লেখেন, ত ভারত যখন নিজেকে বিশ্বের প্রযুক্তিক্ষেত্রে শক্তিশালী করে তুলছে, তখন কংগ্রেস দেশকে লজ্জিত করছে। এটা রাজনৈতিক বিরোধিতা নয়, ভারতের বিশ্বে যে ভাবমূর্তি রয়েছে, তাকে হেয় করার চেষ্টা চলছে। দ বিজেপির পাল্টা দাবি, স্রেফ হিংসার বশবর্তী হয়েই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে হাত শিবির। বিক্ষোভের আঁচ সরিয়ে দিনের শেষে অবশ্য বড় খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘দিল্লি চুক্তি’। ভারত-সহ ৭৫টি দেশ কৃত্রিম মেধার নৈতিক ব্যবহারের লক্ষে একটি অঙ্গীকারপত্রে সই করতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, এই চুক্তি বাধ্যতামূলক না হলেও স্বাক্ষরকারী দেশগুলি মানুষের কল্যাণে এআই ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও জানিয়েছে, মানুষের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার হলেই এই প্রযুক্তির সার্থকতা। শনিবার এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বিস্তারিত তথ্য দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

# হার্দিকের ম্যাচ ফি-র থেকেও বেশি দামি মাহিকার জন্মদিনের ‘সানসেট ড্রেস’! পোশাক ঘিরে জোর চর্চা

তিনি ভারতীয় দলের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। তাঁকে অনেকেই ডাকেন টিম ইন্ডিয়ার ‘ফ্যাশন আইকন’। হার্দিক পাণ্ডিয়ার হেয়ার স্টাইল, ট্যাটু কিংবা হিরে খচিত কানের দুল নিয়ে কম চর্চা হয়নি। এবার চর্চায় ‘হৃদয়হরণী’ মাহিকা শর্মা। তাঁর জন্মদিনের ‘সানসেট ড্রেস’ ঘিরে চলছে জোর চর্চা। পোশাকটি সুন্দর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তাঁর দাম শুনে আঁতকে উঠছেন অনেকেই। জানা গিয়েছে, ওই পোশাকের দাম নাকি হার্দিক পাণ্ডিয়ার টি ২০ ম্যাচ ফি-র থেকেও বেশি। গত ২০২৪ সালে নাতাশা স্তানকোভিচের সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে হেঁটেছিলেন হার্দিক। সেসব এখন অতীত। তাঁর জীবনে এখন নতুন বসন্ত। মাহিকার সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি ছিল প্রেমিকা মাহিকার জন্মদিন। এমন বিশেষ দিনে ইনস্টাগ্রামে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছবি পোস্ট করেন ‘বেতাজ বাদশা’ হার্দিক। জানিয়ে দেন, তাঁর জীবনের ‘রাজকন্যা’ মাহিকাই। হার্দিকের এই পোস্ট সোশাল মিডিয়ায় মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। ছবিতে দেখা যায়, সুইমিং পুলে ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত উপভোগ করছেন তাঁরা। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে বহুদূর বিস্তৃত সমুদ্র। নীল আকাশের শামিয়ানা ছুঁয়েছে জলরাশি। সেখানে আলিঙ্গনাবদ্ধ হার্দিক এবং মাহিকা। পাশে শোভা পাচ্ছে শ্রীলঙ্কার পতাকা।

মনে করা হচ্ছে, দ্বীপরাষ্ট্রে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানেই এই ছবি। এখানেই শেষ নয়, তাঁদের সম্পর্কে যাতে নজর না লাগে সেই জন্য ‘এভিল আই স্টিকার’-ও ব্যবহার করেছেন ইনস্টা স্টোরিতে। এর আগে ভালোবাসার মানুষটিকে গোলাপের বাকেট উপহার দিয়েছিলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। আহ্লাদিত মাহিকা ইনস্টাগ্রামে ছবিও পোস্ট করেন। যা মন ছুঁয়ে যায় নেটিজেনদেরও।

## গোয়ার আগ্রাসনে ছত্রভঙ্গ! দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় অধরা মহামেডানের

আইএসএলের শুরুতেই হোঁচট খেয়েছিল মহামেডান। প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গলি মাদিহ তালালের গোলে হারতে হয়েছিল সাদা-কালো ব্রিগেডকে। এবার কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর স্বদেশি ব্রিগেডের সামনে ছিল শক্তিশালী এফসি গোয়া। তাদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তনের লড়াইয়ে ০-২ গোলে হেরে গেল ‘ব্ল্যাক প্যান্থার্স’রা। কিশোরভারতীতে শুরু থেকেই গোয়ার আগ্রাসনের মুখে পড়ে সাদা-কালো ব্রিগেড। ৪ মিনিটেই স্প্যানিশ স্ট্রাইকার পোল মোরেনোর ঠিকানা লেখা হেডে এগিয়ে যায় মানোলো মার্কেজের দল। বল দখলের লড়াই থেকে আক্রমণ শানানো, সমস্ত বিভাগেই বিপক্ষকে টেক্কা দেন উদান্তা সিংরা। ১০ মিনিটে দুরন্ত সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন ব্রাইসন। তাঁর হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারত অনায়াসেই। পোস্ট বাঁচিয়ে দেয় মহামেডানকে। ২৭ মিনিটে আক্রমণ শানায় মহামেডান। তবে একটু বেশিই ‘দুঃসাহসী’ হয়ে দূরপাল্লার শট নেন রায় মহিতোষ। যা সোজা চলে যায় গোয়ান গোলরক্ষক হৃতিক তিওয়ারির হাতে। ৩২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে গোয়াকে এগিয়ে দেন সাইবেরিয়ান ফরওয়ার্ড দেজান দ্রাজিচ। ৩৫ মিনিটে ফের সুযোগ নষ্ট গোয়ার। এর ঠিক ৪ মিনিট পর মিস উদান্তা সিংয়ের। সহজ সুযোগ নষ্ট হচ্ছে দেখে কোচ মার্কেজের মুখে বিরক্তির বলিরেখা ফুটে ওঠে। প্রথমার্ধ শেষে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল গোয়া। দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষ কিছু বদল হয়নি। আগ্রাসন বজায় রাখে গোয়া। ৫৩ মিনিটে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারলেন না উদান্তা। দু’মিনিট পর অমরজিৎ সিং কিয়ামের দূরপাল্লার শট ব্যবধান কমাতে পারেনি মহামেডানের জন্য। ৬৬ মিনিটে উদান্তার হেড বার উঁচিয়ে চলে যায়। ৭২ মিনিটে দিনের সহজতম সুযোগ নষ্ট মহামেডানের। কিমার অনবদ্য ক্রস থেকে মহিতোষের শট বাঁচান গোয়ার গোলকিপার। ফিরতি বলে শট নিয়ে গোল করতে ব্যর্থ হন সাদা-কালো ফুটবলার। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলে জিতে ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে এফসি গোয়া।

## জিম্বাবুয়ে যেন ‘ ফিনিক্স পাখি’ আয়োজক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নজির গড়া জয় বেনেটদের

৩ বলের মধ্যে সিকান্দার রাজা ও টাশিঙ্গা মুসেকিওয়া বিদায় নেওয়ায় কিছুটা চাপে পড়ে জিম্বাবুয়ে। শ্রীলঙ্কার নিভু নিভু আশার বাতিও আরেকটু উজ্জ্বল হয়। তবে, শেষ ওভারে আট রানের চ্যালেঞ্জে প্রথম বলেই ছয় মেরে লঙ্কানদের সেই আশার আলো কার্যত নিভিয়ে দেন টনি মুনিয়োঙ্গা। আয়োজকদের বিপক্ষে রান তাড়ার রেকর্ড গড়ে টি-২০ বিশ্বকাপে আরেকটি জয় পেল জিম্বাবুয়ে । কলম্বোয় গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে ৬ উইকেটে জিতেছে জিম্বাবুয়ে। শ্রীলঙ্কার ১৭৮ রান তিন বল বাকি থাকতে পেরিয়ে গিয়েছে তারা । টি-২০’তে লঙ্কানদের বিপক্ষে এটি জিম্বাবুয়ের সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়। ২০২৪ সালে ১৭৪ রানের লক্ষ্যে জয় ছিল আগের রেকর্ড। টি-২০ বিশ্বকাপেও এই প্রথম দেড়শর বেশি রান তাড়া করে জিতল জিম্বাবুয়ে। ২০১৪ আসরে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১৪১ রানের লক্ষ্যে জয় ছিল এত দিন রেকর্ড। ২০ ওভারের বিশ্বকাপে এর চেয়ে বেশি রান করে স্রেফ একবার হেরেছিল শ্রীলঙ্কা। ২০১৪ আসরে ইংল্যান্ডকে ১৯০ রানের লক্ষ্য দিয়েও জিততে পারেনি তারা। বাছাইপর্ব পেরতে না পারায় ২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি জিম্বাবুয়ে।

সেই দলকেই এবার দেখা যাচ্ছে ভিন্ন রূপে। বাছাই পর্বে অপরাজিত থাকা সিকান্দার রাজার দল মূল পর্বেও এখন পর্যন্ত হারেনি কোনো ম্যাচ। জিম্বাবুয়ের এদিনের জয়ের নায়ক অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। তিনি চারে ব্যাট করতে নেমে চারটি ছক্কা ও দুই চারে ২৬ বলে ৪৫ রান করেন। অবদান কম নয় ব্রায়ান বেনেটের। দলের জয় সঙ্গে নিয়ে ফেরা ওপেনার আট চারে করেন ৬৩ রান। এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত অপরাজিত তিনি । অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে স্মরণীয় জয়ে ৬৪ রান ও ওমানের বিপক্ষে ৪৮ রান করেন ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ম্যাচের প্রথমভাগে আলো ছড়ানো পাথুম নিসাঙ্কা করেন আট চারে ৬২ রান। লঙ্কান ওপেনার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলেছিলেন ঠিক ১০০ রানের অপরাজিত ইনিংস। নিসাঙ্কা ও কুসাল পেরেরার ব্যাটে ম্যাচের শুরুটা অবশ্য ভালো ছিল টস জিতে ব্যাটিংয়ে নামা শ্রীলঙ্কার। চার ওভারেই ৪৬ রান তুলে ফেলেন তারা। পঞ্চম ওভারে পেরেরাকে বিদায় করে ৫৪ রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন ব্লেসিং মুজারাবানি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা নিসাঙ্কা দশম ওভারে স্পর্শ করেন ফিফটি, ৩৪ বলে। দ্বাদশ ওভারে একশ স্পর্শ করে শ্রীলঙ্কার রান। পরের দুই ওভারে কুসাল মেন্ডিস ও নিসাঙ্কাকে হারায় তারা।

৩ বলের মধ্যে সিকান্দার রাজা ও টাশিঙ্গা মুসেকিওয়া বিদায় নেওয়ায় কিছুটা চাপে পড়ে জিম্বাবুয়ে। শ্রীলঙ্কার নিভু নিভু আশার বাতিও আরেকটু উজ্জ্বল হয়। তবে, শেষ ওভারে আট রানের চ্যালেঞ্জে প্রথম বলেই ছয় মেরে লঙ্কানদের সেই আশার আলো কার্যত নিভিয়ে দেন টনি মুনিয়োঙ্গা। আয়োজকদের বিপক্ষে রান তাড়ার রেকর্ড গড়ে টি-২০ বিশ্বকাপে আরেকটি জয় পেল জিম্বাবুয়ে । কলম্বোয় গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে ৬ উইকেটে জিতেছে জিম্বাবুয়ে। শ্রীলঙ্কার ১৭৮ রান তিন বল বাকি থাকতে পেরিয়ে গিয়েছে তারা । টি-২০’তে লঙ্কানদের বিপক্ষে এটি জিম্বাবুয়ের সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়। ২০২৪ সালে ১৭৪ রানের লক্ষ্যে জয় ছিল আগের রেকর্ড। টি-২০ বিশ্বকাপেও এই প্রথম দেড়শর বেশি রান তাড়া করে জিতল জিম্বাবুয়ে। ২০১৪ আসরে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১৪১ রানের লক্ষ্যে জয় ছিল এত দিন রেকর্ড। ২০ ওভারের বিশ্বকাপে এর চেয়ে বেশি রান করে স্রেফ একবার হেরেছিল শ্রীলঙ্কা। ২০১৪ আসরে ইংল্যান্ডকে ১৯০ রানের লক্ষ্য দিয়েও জিততে পারেনি তারা। বাছাইপর্ব পেরতে না পারায় ২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি জিম্বাবুয়ে।

এরপর লঙ্কানদের রানের চাকা সচল রাখেন পাভান রাত্নায়েকে। সিকান্দার রাজাকে ছক্কায় ওড়ানো ব্যাটসম্যান ব্র্যাড ইভান্সকে টানা তিন বলে মারেন দুটি চার ও একটি ছক্কা। ওই ওভারেই পাভান ও দুশান হেমান্থাকে ফিরিয়ে দেন ইভান্স। শেষ ওভারে মুজারাবানিকে তিনটি চার মারেন দুনিথ ওয়েলালাগে। তাতে শ্রীলঙ্কার রান ১৮০ এর কাছে যায়। রান তাড়ায় টাডিওয়ানাশে মারুমানি ও বেনেটের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে পাওয়ার প্লেতে কোনো উইকেট হারায়নি জিম্বাবুয়ে। প্রথম ছয় ওভারে দলকে ৫৫ রান এনে দেন তারা। মারুমানি ও বেনেটের ব্যাটে সমান গতিতে আসতে থাকে রান। নবম ওভারে ওয়েলালাগেকে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে ফেরেন এক ছক্কা ও পাঁচটি চারে ৩৪ রান করা মারুমানি। ভাঙে ৬৯ রানের শুরুর জুটি। ক্রিজে গিয়ে মুখোমুখি পঞ্চম ও ষষ্ঠ বলে চার ও ছক্কা হাঁকান রায়ান বার্ল। দারুণ শানাকে বাউন্ডারি মারার পরের বলে শর্ট ফাইন

লেগে ধরা পড়েন তিনি। এরপর শুরু হয় বেনেটকে নিয়ে রাজার রান তাড়া। পঞ্চদশ ওভারে লেগ স্পিনার দুশান হেমান্থাকে টানা দুটি ছক্কায় ওড়ানোর পর চার মারেন রাজা।

পরের ওভারে থিকশানাকে ছক্কা ও চার মারেন তিনি । রাজার ঝড়ে শেষ ছয় ওভারে ৬৫ রান থেকে জিম্বাবুয়ের সামনে শেষ দুই ওভারে সমীকরণ দাঁড়ায় ১৩ রান। ১৯তম ওভারে দুর্দান্ত দুটি ক্যাচে রাজা ও মুসেকিওয়াকে ফিরিয়ে ম্যাচ জমিয়ে দেন শানাকা। কিন্তু শেষ ওভারে সহজেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় জিম্বাবুয়ে ।

## বাংলাদেশে দুর্ঘটনার কবলে বিশ্বজয়ী ফুটবলার ওজিল

বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পর সেদেশে গিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী জার্মান ফুটবলার মেসুট ওজিল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ এর্দোগানের পুত্র নেকমেতিন বিলাল। তবে পদ্মাপারের দেশে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন ওজিল। ঠিক কী হয়েছে? বৃহস্পতিবার কক্সবাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর কনভয়ের একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সুখবর হল, ওজিল একেবারে সরক্ষিত রয়েছেন। তবে গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছয় তুরস্ক প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বিমান। সেখান থেকে ওজিলরা যান ‘টিকা’র দপ্তরে। এই টিকা হল তুরস্কের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা। তাদের অধীনে বেশ কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে বাংলাদেশে। এর পরের দিন, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্পে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করেন। ইফতারিতেও অংশ নেন। সেখান থেকে ফেরার পথে উখিয়া উপজেলার কুটুপালোং এলাকার হাইওয়েতে তাঁদের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। জানা গিয়েছে সন্ধে ৬.৪৫ থেকে ৭টার মধ্যে একটি টোটো আচমকা হাইওয়েতে উঠে যায়। যার সঙ্গে ওজিলের কনভয়ে থাকা পুলিশের গাড়ির সংঘর্ষ হয়। স্বস্তির খবর, বড় কোনও ক্ষতির মুখে পড়েননি ওজিল এবং বিলাল। এরপর স্থানীয় সময় রাত ৮টা ০২ মিনিটের দিকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয় তুরস্কের ১৩ সদস্যের প্রতিনিধিদলকে বহন করা বিশেষ বিমান। এই ঘটনার পর শাহিপোরা হাইওয়ে থানার ওসি শইফুল ইসলাম জানিয়েছেন,

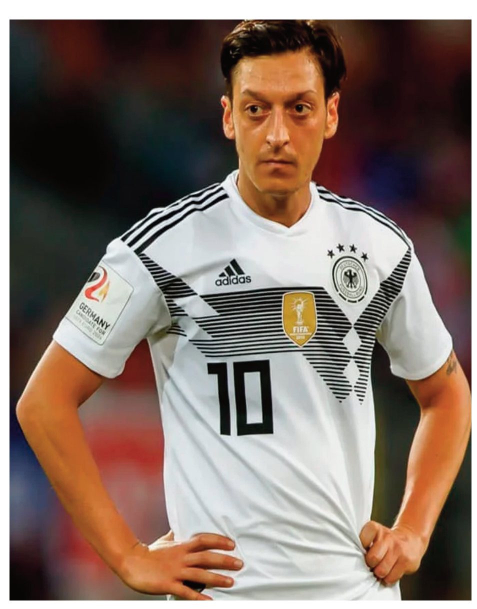

ওজিল এবং বিলালের গাড়িটি আগে ছিল। এর পিছনে থাকা গাড়িটিই দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। ফলে বড়সড় দুরঘটনা এড়ানো গিয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন টোটো চালক আগর। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে ভিভিআইপি কনভয় জোনে কীভাবে একটা টোটো ঢুকে পড়ে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে, আগে থেকে কি রাস্তায় ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি?

## সুইডেনে প্রস্তুতি শিবির অনূর্ধ্ব২০ ভারতীয় মহিলা দলের

### সুইডিশ ক্লাবের বিরুদ্ধে ৪ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন ‘ ব্লু টাইগ্রেসরা’

সাম্প্রতিক সময়ে মহিলা ফুটবলে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স যথেষ্ট নজরকাড়া। সিনিয়র পর্যায় হোক কিংবা যুব পর্যায় দুই পর্যায়েই তাদের পারফরম্যান্স যথেষ্ট দাগ কেটেছে। অনূর্ধ্ব ২০ পর্যায়ে ‘ ব্লু টাইগ্রেসরা’ইতিমধ্যে এএফসি অনূর্ধ্ব ২০ মহিলা এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। আগামী এপ্রিল মাএ থাইল্যান্ডে তারা মূলপর্বে খেলবে। তার আগে প্রস্তুতিতে কোন খামতি রাখছে না তারা । এই এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি পর্ব সারতে তারা ইতিমধ্যেই সুইডেনে এক প্রস্তুতি শিবিরের আয়োজন করেছে। সেই প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দিতে গোটা দল ইতিমধ্যেই সুইডেনে পৌঁছে ও গিয়েছে। এই সুইডেনেই তারা এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি পর্বের অঙ্গ হিসেবে সুইডিশ ক্লাবদের বিরুদ্ধে চার চারটি প্রস্তুতি ম্যাচ ও খেলছে । ১৯ ফেব্রুয়ারি তারা মুখোমুখি হয়েছিল হ্যামারবাই আইএফের সিনিয়র দলের বিরুদ্ধে। এরপর ২২ ফেব্রুয়ারি ট্যাবি একে,২৫ ফেব্রুয়ারি এন্সকেডে আইকে ড্যাম এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি কার্লবার্গস বিকের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। এই মুহূর্তে দল স্টকহোমের কাছে লিডিন্গোতে বোসন ন্যাশনাল স্পোর্টস সেন্টারে অনুশীলন করছে । ভারত এশিয়ান কাপের অভিযান শুরু করবে ২ এপ্রিল জাপানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ।এরপর ৫ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়া,৮ এপ্রিল চাইনিজ রাইফেল বিরুদ্ধে তারা ম্যাচ খেলবে। ড্র অনুযায়ী গ্রুপ -সি’তে জায়গা পেয়েছে ভারতীয় দল।

## আরো এক অর্ধশতরান জয়াবর্ধনেকে স্পর্শ করলেন নিসাঙ্কা

আগের ম্যাচে রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরি উপহার দেওয়া পাথুম নিসাঙ্কার ব্যাট জ্বলে উঠল আবার। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এবার পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংস খেললেন তিনি। তাতে দারুণ এক কীর্তি গড়লেন লঙ্কান ওপেনার। কলম্বোতে আটটি চারে ৪১ বলে ৬২ রান করেন নিসাঙ্কা। এবারের আসরে এটি তার দ্বিতীয় পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংস। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঠিক ১০০ রান করেছিলেন তিনি। টি-২০ বিশ্বকাপের চতুর্থ আসরে খেলছেন নিসাঙ্কা। এই প্রতিযোগিতায় ২২ ম্যাচে সাতটি পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংস খেললেন তিনি। শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তার চেয়ে বেশিবার পঞ্চাশ ছুঁতে পারেননি কেউ ।

শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং গ্রেট মাহেলা জয়াবর্ধনে সাতটি পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংস খেলেছিলেন, ৩১ ম্যাচে। বিশ্বকাপে ছয়টি পঞ্চাশ রয়েছে তিলকরত্নে দিলশানের। কুশল মেন্ডিস পাঁচবার পেয়েছেন ফিফটির স্বাদ। টি-২০ বিশ্বকাপে সব দল মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি পঞ্চাশ ছোঁয়া ইনিংস খেলার রেকর্ডটি বিরাট কোহলির। ভারতীয় কিংবদন্তি ১৫বার ফিফটি ছুঁয়েছেন। তার সতীর্থ ও ২০২৪ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা এই স্বাদ পেয়েছেন ১২বার। দশটি অর্ধশতরান নেই আর কারো ।

## বিদেশের হোটেলে বাসন মাজার কথা ফাঁস করতেই নির্বাসিত পাক অধিনায়ক

বিদেশে গিয়ে দলের বেহাল দশা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। সেই সত্যি কথা বলার ‘শাস্তি’ পেলেন পাক অধিনায়ক। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের জাতীয় হকি দলের অধিনায়ক আম্মাদ বাটকে দুই বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। বিতর্কের আবহে ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করেছেন পাকিস্তানের হকি ফেডারেশনের কর্তা তারিক বুগতি। গোটা বিতর্কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তারপরেই নির্বাসিত করা হল জাতীয় দলের অধিনায়ককে। ঠিক কী দোষে শাস্তি পেলেন আম্মাদ? আসলে এফআইএইচ প্রো লিগের দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ খেলতে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিল পাকিস্তানের হকি দল। আয়োজক দেশের কাছে হেরেও যায় পাক বাহিনী। কিন্তু মাঠের বাইরেও বড়সড় লজ্জার মুখে পড়েন পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা। হকি ফেডারেশন টাকা না দেওয়ায় হোটেলের বুকিং ক্যানসেল করে দেয়। তার জেরে ১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা অসহায়ের মতো লাগেজ নিয়ে পাক খেলোয়াড়রা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয়। সঙ্গে বাসনও পর্যন্ত মাজতে হয়েছে তাঁদের। বিদেশ সফর থেকে ফিরেই হকি ফেডারেশনের উপর ক্ষোভ উগরে দেন আম্মাদ। বলেন, ত১২ থেকে ১৫ ঘণ্টা ধরে অসহায় মানুষের মতো ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। কেউ আমাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। হোটেল ছিল না। সময়মতো খাবারও দেওয়া হয়নি।দ এরপর ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বাট বলেন, তঅনেক হয়েছে। ফেডারেশনের এখনকার কর্তাদের সঙ্গে আমাদের কাজ করা অসম্ভব।দ আম্মাদ জানান, এই ইস্যুতে মুখ খুললে খেলোয়াড়দের শাস্তি দেওয়া হবে বলে হুমকি দিয়েছিল ফেডারেশন। আম্মাদের আশঙ্কা সত্যি করেই তাঁর উপর খড়্গাহস্ত হল পাক হকি ফেডারেশন। বৃহস্পতিবার ফেডারেশন জানিয়েছে, আম্মাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে। সেকারণেই দুই বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হল অধিনায়ককে। হকি ফেডারেশনের সদ্য পদত্যাগ করা কর্তা তারিক বুগতি জানিয়েছেন, দলের সদস্যদের জন্য সমস্ত পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক সমস্যা কেন হল, সেই নিয়ে তদন্ত চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন। তারপরেই শাস্তির কোপ পাক অধিনায়কের উপরে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/21/2026 2:49 AM Page 18



# নিরিবিলি উইকএন্ড

# কাটান ডায়মন্ড হারবারে

ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে দেখার কী আছে? যে কোনও আম-বাঙালিকে যদি এই প্রশ্ন করেন, উত্তর পাবেন না। হাতের নাগালে থাকা গন্তব্যকে নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবি না আমরা। কলকাতা থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে ডায়মন্ড হারবার। নিরিবিলিতে যদি কয়েকদিন ছুটি কাটাতে ইচ্ছে হয়, শহুরে ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে সতেজ হতে চান, এটি হতে পারে আদর্শ ডেস্টিনেশন। গঙ্গাসাগর দ্বীপের খুব কাছেই ডায়মন্ড হারবার। জায়গাটির আগে নাম ছিল হাজিপুর। এখনটার নামটি ব্রিটিশদের দেওয়া। হুগলি নদী এখানে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে সমুদ্রের পানে এগিয়ে গিয়েছে। নদীর উলটো দিকে হলদিয়া শহর। নৌকো ধরে চলে যেতে পারবেন। যদি নদীর পাশ দিয়ে সড়কপথে চলেন, ড্রাইভ করে অসাধারণ মজা পাবেন। দেখবেন রোদ পরে চকচকে জল কেমন মোহময় হয়ে উঠেছে১৬ এবং ১৭ শতকে ডায়মন্ড হারবার ছিল পর্তুগিজ জলদস্যুদের ঘাঁটি। যাদের বাঙালিরা ডাকতেন ‘হার্মাদ’ বলে। আজও সেই যুগের সাক্ষী দেয় চিংড়িখালি কেল্লার ধ্বংসাবশেষ। জানা যায়, ১৬ শতকে জলদস্যুরাই এই দুর্গ গড়ে তোলে। ডায়মন্ড হারবারে গেলে অবশ্যই দেখবেন এটি। আর দেখবেন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। পুরোনো বাতিঘরে যেতে ভুলবেন না। গোটা অঞ্চলের মায়াবী ভিউ পাওয়া যায় সেখান থেকে। নদীর ধারে বসে নৌকোর আসা-যাওয়া দেখেও মন ভরে যাবে। চাইলে পিকনিকও করতে পারেন। কাছাকাছির মধ্যে ডায়মন্ড হারবারের চেয়ে সুন্দর পিকনিক স্পট খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। উইকএন্ডে যদি যান, সময় করে একবার জয়নগর ঘুরে আসুন। মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরত্ব। সেখানে পাবেন বিরল সব প্রাচীন পুঁথি আর মহাবীর, বিষ্ণু এবং বুদ্ধের পুরোনো পাথরের মূর্তি। আশেপাশে আরও কিছু ডেস্টিনেশন রয়েছে। যেমন বকখালি, রায়দিঘি, গঙ্গাসাগর এবং কাকদ্বীপ।কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার যাওয়া খুবই সহজ। সড়কপথে গেলে বড়োজোর ঘণ্টা দুই লাগবে। কিংবা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে খুব অল্প সময়েই পৌঁছতে পারেন। ডায়মন্ড হারবারে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের নিজস্ব সাগরিকা ট্যুরিজম প্রপার্টি। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে দেখার কী আছে? যে কোনও আম-বাঙালিকে যদি এই প্রশ্ন করেন, উত্তর পাবেন না। হাতের নাগালে থাকা গন্তব্যকে নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবি না আমরা। কলকাতা থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে ডায়মন্ড হারবার। নিরিবিলিতে যদি কয়েকদিন ছুটি কাটাতে ইচ্ছে হয়, শহুরে ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে সতেজ হতে চান, এটি হতে পারে আদর্শ ডেস্টিনেশন। গঙ্গাসাগর দ্বীপের খুব কাছেই ডায়মন্ড হারবার। জায়গাটির আগে নাম ছিল হাজিপুর। এখনটার নামটি ব্রিটিশদের দেওয়া। হুগলি নদী এখানে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে সমুদ্রের পানে এগিয়ে গিয়েছে। নদীর উলটো দিকে হলদিয়া শহর। নৌকো ধরে চলে যেতে পারবেন। ড্রাইভ করে অসাধারণ মজা পাবেন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।